জেবল মুলুক-শামারোখ

সায়ের—

সৈয়দ আকবর আলী সাহেব প্রণীত

ঢাকা—

৮/১, নং বাবুর বাজার—পুস্তকালয় হইতে

মোহাম্মদ সোলেমান

দ্বারা প্রকাশিত।

—※—

প্রাপ্তিস্থান—

মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড সন্স

সোলেমানী সুলভ পুস্তকালয়

৮/১, বাবুর বাজার, ঢাকা—১

মূল্য ৩, টাকা মাত্র।

জেবল মুলুক-শামারোখ

—— ❋ ——

সায়ের—

সৈয়দ আকবর আলী সাহেব প্রণীত।

প্রকাশক ও বিক্রেতা

প্রাপ্তিস্থান—

মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড সন্স

সোলেমানী সুলভ পুস্তকালয়

৮।১বাবু বাজার, ঢাকা

সন ১৩৭০ মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত

জেবলমুলুক-শামারোখ

হামদ নাত

আত্তমুখে নাম স্মরি প্রভু করতার ॥ ত্রিজগত নাথ প্রভু করিমা ছাত্তার * নিলক্ষেতে রাখিয়াছে পৃথিবী গগন ॥ এক তিলে ধ্বংসিতে পারয় ত্রিভুবন * নিলক্ষেতে লক্ষ প্রভু কৃপার সাগর ॥ এথাতে নাহিক কেহ তাঁহার দোসর * এক মনে এক ধ্যানে আছে ধৈর্য্য ধরি ॥ ভাল মন্দ নরগণ দেখে দৃষ্টি করি * বিনা চক্ষে দেখিতে আছয় কৃপাময় ॥ পাপকারী দুষ্ট জনে মনে না সংশয় ॥ দেখিয়া তখনে শাস্তি পারে করিবার ॥ ধৈর্য্য ধরি আছে পাপ সহিয়া বান্দার * পাপী বলি কার খাত্ত নাহি করে বন ॥ ধাম্মিক বলিয়া খাত্ত না করে দ্বিগুণ * শত্রু মিত্র তাঁর স্থানে একই সমান ॥ এক মুখে কত কব প্রশংসা বাখান * মোহাম্মদ নবী আর ফাতেমা জননী ॥ হাছেন হোছেন আর আলী গুণমনি * এই পঞ্চ জন হয় প্রভু অঙ্গ নুরী ॥ কহিব তাঁহার কথা যুগপদ ধরি * নুরনবী প্রণামিয়া নাম মোহাম্মদ (ছঃ) ॥ বেদশাস্ত্রে দিতে নারে মহিমার হদ * তাঁর প্রেমে নিরাঞ্জনে সৃজিল সংসার ॥ ব্যাপিত আছয় তাঁর মহিমা অপার * সন্ততি বান্ধব তাঁর আছে যত জন ॥ অসংখ্য প্রণতি করি তাঁদের চরণ *

পণ্ডিতের বয়ান

এ সকল পদ আমি শিরেতে রাখিয়া ॥ কিঞ্চিৎ কহিব আমি মা বাপ স্মরিয়া * কতেক করিতে পারি পীরের মহিমা ॥ সহস্র মুখে কহিলেও নাহি তার সীমা * কিঞ্চিৎ কহিয়া আমি মাঙ্গি পরিহার ॥ শত লক্ষ প্রণামিয়া চরণে পিতার * আমি হীন অল্প জ্ঞান আদমের জাতি ॥ গুণীগণ পদে আমি করিয়া মিনতী * আল্লার দোহাই লাগে গুণীগণ পরে ॥ অশুদ্ধ হইলে পদে ক্ষমিবা আমারে * অক্ষর অশুদ্ধ হইলে মন্দ না বলিবা ॥ পাইলে আমার দোষ সকলে ক্ষমিবা * হীন মতি নাহি জানি অক্ষরের কর্ম্ম ॥ মহা মহা জনে জানে তার তুক্ষ মর্ম্ম * অধীন আকবরে কহে রচিয়া পয়ার ॥ প্রেমের কাহিনী এক করিব প্রচার * শিশু যুবা বৃদ্ধলোকে পড়িলে কাহিনী ॥ প্রেম সিন্ধুনীরে ভাসি শান্ত হবে প্রাণী * নারীগণে পড়ে যদি খোসাল অন্তরে ॥ জন্মিবে অগাধ ভক্তি স্বামীর উপরে * রসিকান করে যদি হর্ষে অধ্যয়ণ ॥ স্বীয় নারী প্রেমে হবে নিশ্চয় বন্ধন * বিমারী পড়িলে রোগ হবে দূরান্তর ॥ গুণীগণে উপদেশ প্রাবে বহুতর * অলি ও বুলবুলি জানে ফুলের মর্ম্মাই ॥ তেকারণে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমেন সদাই *

চামরী রাজার পুরীর বয়ান

এবে আমি কহি শুন অপূর্ব্ব কথন ॥ জেবল মুলুক কথা শুন দিয়া মন * চামরী দেশেতে জান নৃপতি প্রধান ॥ দানে ধর্ম্মে কল্পতরু মহা বলবান * বিরাশী দেশের কর লয় বাহুবলে ॥ অতুল মহিমা তাঁর এ মহী মণ্ডলে * শাহা ছোলতান নাম ঘোষয় সংসারে ॥ রাজকর্ম্ম করে তাঁর বিংশতী

উজিরে * চামরী দেশের রাজা ছোলতান মোহাম্মদ ॥ যশঃ-কৃৰ্ত্তী শব্দ শুনি সংসারে আমোদ * স্বর্গের সমান সব রাজ্যের বাখান ॥ ঠামে ঠামে লাগাইছে মানিক কাঞ্চন * নানাজাতি পুষ্প দিয়া উদ্যান নিৰ্ম্মিছে ॥ বৈকুণ্ঠ সমান পুরী রাজায় গড়িছে * দ্বাদশ দণ্ডের পন্থ বৃক্ষের উদ্যান ॥ তাহাতে গড়েছে কোঠা সৰ্ব্বত্র সমান * সহস্র বিংশতী কোট গরের চারি পাশ ॥ অষ্টময় ব্রহ্ম অস্ত্র বহুল জাতস * মহা মহা যোগ্য সব সেনা-পতি এক ॥ বৃহস্পতি সম রাজা আছয় প্রত্যেক * দলে বলে পোষে রাজা পুত্রের সমান ॥ সুখ ভোগ ভুঞ্জে রাজা নাহি দুঃখ মন * দীর্ঘ বীৰ্য্য কৈল রাজা নিজ বাহু বলে ॥ মহামুনি রাজ লই বৈশয় মণ্ডলে * বীর্য্যবন্ত রাজা সবে করেন্ত চামর ॥ বিরাশী দেশের রাজা জোগায়ন্ত কর * রাজার প্রতাপে কেহ কাকে না ডরায় ॥ ঘরে ঘরে নৃত্য গীত উল্লাস সদায় * এক স্থানে জল খায় শার্দ্দূল হরিণে ॥ কাকে কেহ না ডরেন্ত রাজ-আজ্ঞা বিনে * সুখে রাজ্য করে রাজা লই পাত্রগণ ॥ তক্তেতে বসিয়া করে বিজয় ভুবন *

ঘৃতালের দূত কর্ণাটের রাজার বিবরণ

চামরী নৃপতিকে বলেন।

এক দিন সিংহাসনে রাজা মহাসুখে ॥ ঘৃতাল রাজার দূত মিলিল সমুখে * প্রণামিয়া কহে দূত জোড় করি কর ॥ রায়-বানে লুটিয়াছে ঘৃতাল নগর * চন্দ্রদেব নামে রাজা কর্ণাটেতে ঘর ॥ রায়বান নামে বীর তাহার কুমার * সহস্র মনের গদা ভ্রমায়ন্ত যবে ॥ থর থর মেদিনী কম্পে আর বীর সবে * মাতঙ্গের দন্ত ধরি আছাড়িয়া মারে ॥ কোঠা এমারত ভাঙ্গে গদার প্রহারে * কানন আছিল এক পৰ্ব্বত মাঝার ॥ ভীষণ

কানন নাম নাহিক প্রচার * সে কাননে করিয়াছে বাস আপনার॥ ইন্দ্রপুরি সমরাজ করিছে তাহার * চারি লক্ষ সৈন্য লই আপনে আসিয়া॥ লুটিল সকল রাজ্য দেশে প্রবেশিয়া * সেনাপতি বান্দি নিল আর যত বীর॥ জয়ডঙ্কা বাজাইয়া হইল বাহির * নয় হাজার সৈন্য মারি করে ছারখার॥ নিজ দেশে চলি গেল রায়বান কুমার * সময় বুঝিয়া পুনঃ এথায় আসিবে॥ নর নারী হয় করি বিনাশ করিবে *

চামরী রাজা কর্ণাটে যাইবার বয়ান।

দূত মুখে শুনি বার্ত্তা ছোলতান অস্থির॥ অনল বরণ আঁখি কম্পিত শরীর * বিরাশী নৃপতি আর বিংশতী উজির॥ সবাকে কহেন রাজা হইয়া অস্থির * কেমনে শকতি তার এত বীর দাপ॥ সৈন্য সেনা মারি মোর দিল মনস্তাপ * চলহ নৃপতি সব করি যুদ্ধ বেশ॥ অতি শীঘ্র চল যাই ডোলপুরী দেশ * রাজার আদেশে পাত্র ডাকিয়া কিঙ্কর॥ আজ্ঞা দিল যুদ্ধে সবে যাইতে ঘরে ঘর * সংগ্রামে সাজিল রাজা মনে কোপ করি॥ যুদ্ধ সাজ সবে করে যাবে ডোলপুরি * করিল বিবিধ সাজ যত সৈন্যগণ॥ অশ্ব গজ তুরঙ্গ আদি করিল সাজন * মহা ২ ধনুর্দ্ধর ভূবন বিখ্যাত॥ ত্বরিতে মিলিল আসি রাজার সাক্ষাৎ * হস্তীপরে চারিজন হৈল আরোহণ॥ মহারথী চলিলেক লয়ে শরাসন * হরষিত হৈয়া সবে গজে আরোহিল॥ মহা সিংহনাদ করি গমন করিল * শত শত জয়বান উড়ায় কেতন॥ ধবজ ছত্র ধরি শিরে করল শোভন * এরাকী তুরকী তাজি আর কত সাজি॥ গজ অশ্বে আরোহিয়া চলিলেক সাজি * কুম্ভ দুই জল ভরি পম্ভ দুই পাশে॥

আম্র পত্র দিয়া তাতে রাখিছে হরিষে * সমুখেতে ধেনু গাভী বৎস দুগ্ধ খায়॥ দক্ষিনে ভুজঙ্গ চলে বামে শিবা যায় * দধির কলসি লয়ে গোপের রমণী॥ হরাশিতে মহারাজ শুভ লগ্ন জানি * সৈন্যগণ সঙ্গে রাজা যায় মনসুখে॥ কত দিন পরে গেল কর্ণাট সমুখে * কর্ণাট নৃপতি যদি রণ বার্ত্তা পাইল॥ সিংহনাদ করি বীর গড়ের দ্বারে আইল * অশ্ব গজ দল বল আর কত রথী॥ সংগ্রামে সাজিয়া আইল অতি শীঘ্রগতি * রণস্থল বন্দিলেক ব্রহ্ম সাজ করি॥ নিয়োজিল সৈন্যগণ খড়্গ চর্ম্ম ধরি * যমদুত ন্যায় সব সাজন পৈয়ন॥ হেরিলে সবার রূপ হরয় জীবন *

কর্ণাট যাইয়া পত্র লিখিবার বিবরণ

মোহাম্মদ ছোলতান তবে দুত পাঠাইল॥ ঘৃতাল নগর লুট করিতে লিখিল * লিখিলেন আমি জান চামরী নৃপতি॥ বিরাশী হাজার সৈন্য আমার সঙ্গতি * যদি সে ভালই চাহ পাঠাও সেই চোর॥ নতুবা রাজ্যেতে আসি লুটিব সহর * রাজ পত্র লয়ে দুত চলিল সত্তর॥ অতি শীঘ্র পাসে গিয়া কর্ণাট গোচর * প্রণাম করিয়া দুত পত্র দিল হাঁতে॥ পড়িয়া বুঝিল সব চন্দ্রদেব নাথে * যতেক লিখিছে পত্রে পাইল খবর॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধে কর্ণাট ঈশ্বর * গরজিয়া কহে রাজা দুতের গোচর॥ কহ গিয়া দিব নাই আছে সেই চোর * পাত্রগণে সম্বোধিয়া চন্দ্রদেব কহে॥ হেন অহঙ্কার মোর প্রাণে কত সহে * পত্র লিখি দুত পাঠাইল সেই স্থানে॥ ইহার কথার শাস্তি দিব রায়বাণে * সৈন্য লয়ে দর্প করিয়াছে সবে সার॥ বীরের সংগ্রামে যুদ্ধ না করিছে আর * আপনা ভালই দেখ যাও নিজ স্থানে॥ নতুবা রায়বানা হাতে হারাইবে প্রাণ * যুদ্ধ

শামারোখ

করিবারে চাহ হও আগুয়ান ॥ যার যত বীর দর্প বুঝিবে নিদান * পিপীলিকা ন্যায় তোরে নিধন করিব ॥ শিকার পাইল সিংহে কভু না ছাড়িব * দাদোরিয়ে করে গর্প বসি কচুবন ॥ ভুজঙ্গে দর্শন পালে করিব ভক্ষণ *

পত্র পাইয়া রাজার যুদ্ধ আরম্ভ

এই মতে শত শত পত্রেতে লিখিয়া ॥ খাম করি পত্র দুতে দিল পাঠাইয়া * পত্র পাইয়া রায়বান গমন সত্তরে ॥ প্রণামিয়া দিল পত্র নৃপের গোচরে * পাঠক লইয়া পত্র পড়িল সত্তর ॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা দগধে অন্তর * ক্রোধে করি কহে রাজা সৈন্যগণ·মাঝ ॥ প্রভাত সময় কর সংগ্রামের সাজ * রাজ সৈন্য সব হয় ভুবন বিখ্যাত ॥ কর যরে কহে সবে রাজার সাক্ষাৎ * পরাজিব সৈন্য সব করিয়া সমর ॥ চন্দ্রদেবে বান্ধি দিব তোমার গোচর * এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন ॥ সবাকে প্রসাদ দিল রতন কাঞ্চন * বসন ভুষন দিল আর অশ্ব গজ ॥ রাজ যোগ্য বস্ত্র আর জয়বান ধ্বজ * প্রসাদ পাইয়া সৈন্য রাজার সম্প্রতি ॥ আপনার স্থানে গেল হরষিত মতি * হেন কালে দুত সব নিশাচর ছিল ॥ রাজ সৈন্য গ্রাসিবারে মনে ইচ্ছা কৈল * নিশাচর সব পরে উলটা বসন ॥ ধবল ছাড়িয়া পরে কালা পরিধান * তিমির প্রভাত হই প্রকাশ হইল ॥ চারি পাশে নিশাচর ভ্রমিতে লাগিল * মস্তগিরি কাছে পাই রবি ঘুরে হাতে ॥ অন্ধকার হইয়া চাহে সব গ্রাসিতে * রজনী হইল যদি নিশাচর গণে ॥ রণ মহাতাপে দীপ্তি কল্য চতুর কোণে * সেই নিশি রাজ সৈন্য ছিল সাবধান ॥ রজনী প্রভাত হইল ফজর বেহান * রবি প্রকা শিত যদি হৈল উদয় স্থানে ॥ মহারাজ বলে সবে চলি যাও রণে * ডাকিয়া কহিল

পাত্র সৈন্য সবাকারে ॥ সুসম হইল সব চলহ সত্তরে * ঢোল তান আদেশ পাই তবলে দিল চোপ ॥ পৃথিবী কম্পিত হৈল সিংহ নাদ লোপ * টল মল হৈল ক্ষিতি স্থকিত পবন ॥ আষাঢ়ের মেঘ যেন গর্জ্জিয়া গগণ * রণ শিক্ষা বাদ্য শুনি সাজে যক্ষগণ ॥ পুলকিয়া ধনুর্বাণ লয় জনে জন * গজের গর্জ্জন ঠাট তুরঙ্গ চিৎকার ॥ শুনি ভয়ঙ্কর হৈল কর্ণাট রাজার * অশ্ব আদি যত সাজ কি কহিব কথা ॥ হস্তী সব সাজিছে হিঙ্গল চিত্র মাখা * গজ গলে গণ্টা বাজে সুরঙ্গ সুটান ॥ করি কান্দে অস্ত্র ধারি মহা বলবান * অতি ভয়ঙ্কর হস্তী পর্বত সমান ॥ চামরী দেশের সৈন্য তাতে আরোহন * বন্দুক লইয়া কান্ধে ব্রহ্ম অস্ত্র ধারী ॥ পলিতা লইয়া হাতে রৈছে আগুসারি * বায়ু গতি চলি যায় যত দল বল ॥ মহা ধুমে অতিক্রমে করিয়া প্রবল * যুদ্ধসাজ করি রাজা মাতঙ্গে সওার ॥ নৃত্য করি চলে অশ্ব লোকের মাজার * নৃপতি কুমার সব কান্ধেতে চামর ॥ মহা বলি রাজা ধরিয়া ছত্তর * রাজা আসে পাশে দিয়া চলে সব রথি ॥ ধনুতে জুড়িয়া বান সাবধানে অতি * গজের উপরে লৈয়া বড় বড় দমা ॥ ধনুকি পদাতি চলে দিতে নারি সীমা * এই মতে যত সৈন্য চলিলেক বেগে ॥ চন্দ্রদেব দেখে যেন গর্জ্জি আসে মেঘে * শরৎ শিশিরে যেন নাহিক প্রকাশ ॥ সৈন্য পদ ধুলি উড়ি ঢাকিল আকাশ * শুনিয়া রথের শব্দ পর্বত ঝরয় ॥ সমুদ্র পড়িয়া যেন গগণ গর্জয় * রহিল বাহিরে সবে অর্দ্ধ ভাগ করি ॥ কর্ণাটের দলবল হৈল আগুসারি * দুই সৈন্য মুখা মুখি হইয়া গেল যবে ॥ কর্ণাটের এক সেনা যুদ্ধে আইল তবে * আশী মন গদা লই ভ্রমাইয়া করে ॥ মার মার বলিয়া বলেন্ত বারে বারে * চামরী বলেন্ত মোর গুরু নিষেধিছে ॥ আগে অস্ত্র কর তুমি

হানিবাম পাছে * এতেক শুনিয়া তবে কর্ণাট দুর্জয় ॥ অগ্নিবর্ণ পুরিবান ছাড়িল নিশ্চয় * অলক্ষিতে পঞ্চবান এড়ে শীঘ্র করি ॥ একে২ নিবারিল বিষম চামরী * অতি কোপে মারে বীর চোকা চোকা বান ॥ কাটিয়া তাহার বান কৈল খান খান * টোনা সৈন্য দেখি বীর নেজা লিল হাতে ॥ নেজায় নেজায় যুদ্ধ হই নানা মতে * নেজায় আবেশ বুঝি চামরী সাজিল ॥ দোহনের নেজা ভাঙ্গি ভূমিতে পড়িল * পুনরপি দুই বীর যুঝেন্তে মুদ্গারে ॥ বিষম মুদ্গার দুই ভাঙ্গি গেল দুরে * খড়গ হস্তধরি পুনি যুঝে দুই বীরে ॥ সমানে সমান দান কেহ নাহি হারে * পাছে দুই বীর আর কাটারী ধরিয়া ॥ কাটা কাটি করে দোন ভুমিতে পড়িয়া * অস্ত্র ঘাতি হৈল দুই নহিক বিরাম ॥ গলাগলি কোলাকুলি জড়া জড়ি কাম * পশ্চাতে চামরী সৈন্য ধরে সেই বীরে ॥ কুম্ভকার চক্র যেন ভ্রমায়ন্ত শিরে * চুর্ণ পাত কৈল্য তাতে মারিয়া কাছাড় ॥ দেখিয়া কর্ণাট সৈন্য করে হাহাকার * চতুরভুজ নামে বীর কর্ণাটের পতি ॥ ক্রোধ করি অশ্বে চড়ি আইল শীঘ্র গতি * সহস্র অসুর আইল সঙ্গতি তাহার ॥ হাহাকার করি বলে আসিহ সত্তর * ইঙ্গিতে করেন্ত কেবা করিবে সংগ্রাম ॥ বান বৃষ্টি কর এবে আমি এই ঠাম * শুনিয়া তাহার দর্প হরিষে রুষিল ॥ ছোলতানের আগে গিয়া চরন বন্দিল * গৌরব করিয়া রাজা দিলেক প্রসাদ ॥ রনস্থলে আসি বীরে করে সিংহ নাদ * দুই বীরে ক্রোধবাক্য বিস্তর হইল ॥ পাছে ক্রোধে ক্রোধ করিগাণ্ডিব ধরিল * দুই বীর শরজালে স্থগিত পবন ॥ হরিষে কাটিয়া চতুর কৈল্য খান খান * কর্ণাট রুষিয়া তবে হস্তে লৈয়া বান ॥ ক্রমায়ন্ত মহা বেগে বিষম সন্ধান * অলক্ষিতে চক্রবান যায়ন্ত চলিয়া ॥ সহস্র২ বীর ফেলেন্ত কাটিয়া ॥ চতুরভুজে মারিল

চামরী নয় শত ॥ উজির হুতাস হৈল হারাইল পথ * চতুর-
ভুজে মহা বীর উজিরে ধরিয়া ॥ নৃপ আগে পাঠাইল স্বজীবে
রাখিয়া * ছেহারির রণে আইল হুজি দুঃখ দেখি ॥ ক্রোধ করি
সংগ্রামেতে হৈয়া মন দুঃখী * গর্জ্জিয়া কহেন্ত বীরে শুন
চতুরভুজা ॥ তোর মুণ্ডু কাটি দিব শ্রীকালির পূজা * তোর
মাংস দিব আজু গৃধিনীর নিতা ॥ শোকে কাঁদি মরে যেন তোর
মাতা পিতা * ছেহার বচন শুনি স্বরোষে চতুরভুজ ॥ ক্রোধে
জ্বলি হৈল যেন মধ্যাহ্ন সুরুজ * তুরঙ্গ ক্ষেপিয়া আইল ছেহারি
বিদিত ॥ মারিয়া চামরী সৈন্য কৈল্য চতুর ভিত * দেখিয়া
ছেহাকে অসি কৈল্য অস্ত্র জাল ॥ সব অস্ত্র নিবারিল পৃষ্টে
দিয়া ঢাল * দুই মহা শিক্ষা বন্ত যুদ্ধ বহুতর ॥ চতুরভূজ মারে
অস্ত্র ছেহার উপর * তবে অস্ত্র নিবারিয়া শুল ফেলি মারে ॥
চতুরভুজ সেই অস্ত্র কৌশলে নিবারে * শেল শুল গদ ভাঙ্গি
বহু যুদ্ধ হৈল ॥ কর্ণাটের মহাবীর ছেহাকে ধরিল * তবে সব
বীর ধরি করিল বন্ধন ॥ লই গেল চতুরভুজ নৃপ বিদ্যমান *
চামরী রাজার যত সেনাপতি ছিল ॥ সকলে মারিয়া বহু অপ-
মান দিল * সৈন্যের অবস্থা দেখি দুঃখীত বদন ॥ সুরভানে
সম্বোধিয়া কহেন্ত রাজন * সিঙ্গল দ্বীপের নৃপ তুমি বলবান ॥
কর্ণাটের বীরদর্প নাসহে পরাণ * সৈন্য সেনা লৈয়া তুমি যুদ্ধে
চলে যাও ॥ কর্ণাটের অপমান আপনি ঘুচাও * এতশুনি
সুরভান রাজে প্রণমিয়া ॥ অতি শীঘ্র চলি যায় রথে আরো-
হিয়া * ডাকিয়া কহেন্ত শুন ভুজক দুর্ব্বার ॥ সেনাপতি বান্ধিলে
ছোলতান শাহার * সেনাপতি বান্ধি তোর দর্প হৈল এত ॥
তিলেকে দেখাব তোরে আজি যম পথ * ফিরিয়া আমার সঙ্গে
আসি কর রণ ॥ অভিলাস থাকে যদি দেখিতে সমন * শুনিয়া
তাহার কথা মহা ক্রোধ করি ॥ অপমান পাই পাছে দাড়াইল

ফিরি * চতুরভুজ বলে শুন সিঙ্গল নৃপবর॥ বহুল বাক্যে কার্য্য নাই অস্ত্র সাজ কর * এ বলিয়া চতুরভুজ গাণ্ডিব ধরিল॥ হাসি হাঁসি বান ধরে নৃপতি সিঙ্গল * আকর্ণ পুরিয়া ছাড়ে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ॥ বানে বানে নিবারিল রায় সুরভান * নৃপ শিক্ষা দেখিবারে নেজা লৈল হাতে॥ অলক্ষিতে মারে নেজা সুরভান মাথে * কিরিটী ভাঙ্গিয়া টোপ ভাঙ্গে অকস্মাৎ॥ জানু পাতি রহে অস্ত্র খাই বজ্রঘাত * খাইয়া বজ্রের ঘাও নৃপতি কুমার॥ চতুরভুজ মুণ্ডে মারে গদার প্রহার * ভুজকে মারিয়া বীর ঢাল আশ্রা দিল॥ সুরভান বজ্রা ঘাতে চুর্ণ পাত হৈল * কিরিটি কবজ ভাঙ্গি মুণ্ড চুর্ণ কার॥ মহাবীর যাই দেখে যমের দুয়ার * চতুরভুজ সংহারিয়া সুরভান হাসে॥ শুন্যেতে উড়ায় অশ্ব গদার বাতাসে * সিংহনাদ করে বীর মহাবীরে মারি॥ নিমিষে কর্ণাট যত বীর আনে ধরি * মঞ্জস সহর রাজা সত্যবাণ আইল॥ সুরভান সঙ্গে সত্য বহু যুদ্ধ কৈল * চতুর্ভুজ মত সত্য হইল সংহার॥ রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণাট রাজার * বান্ধি যত লিয়াছিল সেনাপতিগণ॥ মোচন করিল সব রায় সুরভান * সৈন্যে দুর্গতি দেখি কর্ণাট ঈশ্বর॥ বিস্মিত হইয়া কহে সবার গোচর * মারিলেক মহাবীর সিংহল দ্বীপ পতি॥ মহাবীর মারিলেক কেমন শকতি * অশুভ দেখিয়া নব কর্ণাট রাজার॥ নওকোজ বীরবর কৈল্য অঙ্গিকার * আমার সঙ্গতি দেও তিন নৃপ বর॥ রায় কর্ণ ধীরচন্দ্র নৃপ রামেশ্বর * যশমন্ত দর্প দেখি আনন্দ কর্ণাট॥ তিন নৃপ সঙ্গে দিল নয় হাজার ঠাট * পাইয়া অপার সেনাতিনক ঈশ্বর॥ অতি শীঘ্র সাজ করি চলিল সমর * আসিয়া যুদ্ধের স্থানে করে বীরদাপ॥ সুর-ভান স্থানে কহে মনের সন্তাপ * যশমন্ত সৈন্যসব ছিল যত বল॥ বাণ বৃষ্টী কর সবে ধানুকী সকল * ব্রহ্ম অঙ্গ চক্র বান

আর যত ইতি ॥ আষাঢ়ের মেঘ যেন বরিষয় ক্ষিতি * চামরীর মহারাজ এতেক দেখিয়া ॥ নিজ সৈন্য সেনাপতি দিল পাঠাইয়া * সেইদিকে সৈন্য যদি রণ হৈল অতি ॥ বিষম হইল যুদ্ধ কম্পে বসুমতি * গজরাজ দৈত্যে দৈত্যে মাতঙ্গের শুণ্ডে ॥ বহু যুদ্ধ করে কেহ কেহ মুণ্ডে মুণ্ডে * শেল শুলে খারাখারী মারেন্ত কোদণ্ড ॥ কবজ কিরিটি কাটি কৈল্ল লণ্ড ভণ্ড * গর্জ্জিয়া অম্বুল বাণ করে হাহাকার ॥ বীর দর্পে মেদিনীয় না ধরেন্ত ভার * গর্জ্জিয়া চলিল বাণ মহি রাজেশ্বর ॥ প্রচণ্ড রবিকে ঢাকি কৈল্য অন্ধকার * অর্দ্ধ চন্দ্র ত্রিশুল বাণ করি প্রতিদিক ॥ বাণে আশ্রা দিয়া সৈন্য ঢাকিল চৌদিক * বান ধুমে রন ভুমে কৈল্য অন্ধকার ॥ চন্দ্রবান দিপ্তময় রবির সঞ্চার * দিশাহারা হৈল সৈন্য নাহি ডান বাম ॥ পরিচয় পায় যদি কহে গোত্র নাম * মহারানে প্রবেশীয়া দ্বীপ নরপিত ॥ লক্ষে২ সেনা সব ধরিলা সুমতি * কোন রাজ্যে না হইছে এমন সংগ্রাম ॥ লঙ্কায় এমত যুদ্ধ না করিছে রাম * বজ্র গদা মারি ভাঙ্গে কুঞ্জরের মুণ্ড ॥ কোপে দন্ত উখাড়েন্ত মোচরিয়া মুণ্ড * মহা শক্তি মারে সব চামরী ছোলতান ॥ অতি ঘোরে যুদ্ধ করে প্রলয় সমান * মাংস হৈল কোদণ্ড শোনিতে নদী ভাসি ॥ কাকে কল কল করে বৃক্ষ ডালে বসি * রক্ত ভাসি নদীতে তরঙ্গ বহে লাল ॥ ঘৃনায় না খায় মাংস গৃধিনী শৃগাল * চামরীর সৈন্য সব করে হাহাকার ॥ কর্ণাট দেখিলে সবে বলে মার মার * চতুর্দিকে সৈন্য গেল পাইয়া তরঙ্গ ॥ কর্ণাটের সেনা দল রনে দিল ভঙ্গ * নৃপতি সহিত সৈন্য জঙ্গ ভঙ্গ বাট ॥ চামরীর লোক আসি লুঠিল কর্ণাট * লুটিল কর্ণাট পুরী না ছিল প্রহরী ॥ ধন রত্ন লুটিলেক সৈন্য ভুরি ভুরি * দেখিয়া সুন্দর পুরি চামরী ছোলতান ॥ কত দিন বিশ্রাম করিল সেই স্থান * মনের হরিষে

রাজা গেল অন্তঃপুর ॥ রাজ যোগ্য দ্রব্য আদি পাইল প্রচুর * সুবর্ণ মন্দির দেখি করিল বিশ্রাম ॥ কতদিন সৈন্য তথা করিল আরাম * তথা চন্দ্রদেব রাজা গেল ডোল দেশে ॥ রায়বান আগে বার্ত্তা কহিল বিশেষ * সুখে রাজ্য কর তুমি বসি এই স্থান ॥ চামরী কর্ণাটে আসি করিলেন্ত রণ * ছোলতান চামরী রাজা কর্ণাটে আসিয়া ॥ ঘৃতাল নগর দাদ লইল পশিয়া * মারিল বহুত সৈন্য কর্ণাটে আসিয়া ॥ লুটিল কর্ণাট পুরী সৈন্য প্রবেশিয়া * শুনিয়া পিতার বাণী রেষে রায়বান ॥ গর্জ্জিয়া কহেন্ত বীরে সভা বিদ্যমান * তুমি সব অকারণে রাজ নাম ধর ॥ বাহু দর্পে কার্য্য করিবারে নাহি পার * ধিক ধিক পৃথিবীতে জীবন তোমার ॥ কি কাজে রাখিলা প্রাণ নারীর বেভার * ধন জন আছে জান জীবন নিচ্ছনি ॥ লজ্জা পাইলে মহাজনে নাহি রাখে প্রাণী * এ বলিয়া রায়বান প্রতিজ্ঞা করিল ॥ চামরী ধরিব বখি গাণ্ডিব ধরিল * চামরীর সৈন্য আমি আছাড়ি মারিমু ॥ ছোলতানের মূণ্ড লিয়া চণ্ডিকে পুজিমু * আর যত বীর তার ধরি বাহু বলে ॥ বান্ধিয়া আনিব আমি রসি দিয়া গলে * গদা যুদ্ধে পরাজিব আমি রায়বান ॥ মূণ্ড মুড়াইয়া তারে দিব অপমান * এ বলিয়া অস্ত্র সাজ করে রায়বান ॥ রথ সাজাইয়া রণে করিল পয়ান * যাবত না জিনি আমি চামরী সমাজ ॥ না ছারিব যুদ্ধ সাজ নাহি রাজ্য কাজ * এই মতে সাজিবারে করয় গর্জ্জন ॥ চামরী রাজার তথা করিল গমন * ছোলতান চামরী শাহা মন হরষিত ॥ ডোলপুরি মধ্যে গিয়া হৈল উপনিত * ডোলপুরি মধ্যে যদি আসিয়া মিলিল ॥ রায়বান অনুচরে পুছিতে লাগিল * কোথা হইতে আসিয়াছ কি নাম তোমার ॥ কি কাজে আসিছ হেথা কহ সমাচার * অনুচরগণে কহে শুনহে বিশেষ ॥ পলাইল রায়বান

নাহিক উদ্দেশ * চামরীর লোক যদি এতেক কহিল ॥ রায়বান আগে দুতে বার্ত্তা জানাইল * দুত মুখে হেন বার্ত্তা রায়বান শুনিয়া ॥ অগ্নির হলকা যেন উঠিল জ্বলিয়া * হাহাকার করি অতি ক্রোধে প্রজ্জলিত ॥ সৈন্য সেনা সাজাইতে বলিল ত্বরিত * আর যত যোদ্ধা লোক চলিলেক সাজি ॥ অশ্বে আরোহিয়া সব মহা মহা গাজী * দেখিয়া চামরী সৈন্য হৈল সাবধান ॥ ধনুশ্বর হাতে করি হৈল আগুয়ান * দুই সৈন্য মুখা মুখী হইল তুমুল ॥ বিষম সংগ্রামে হৈল সমুদ্র হিল্লোল * বাছি বাছি মারে বীরে শতে শতে সৈন্য ॥ কাটিয়া পড়িল বীর রথধ্বজ হেন * দল বল মারী সব কৈল্য ছারখার ॥ সৈন্য সেনা বান্ধি নিল চামরী রাজার * দেখিয়া বিড়ম্ব তার চামরী রাজায় ॥ সুরভান স্থানে গিয়া বলিল ত্বরায় * প্রানপনে সাবধানে কর এই রণ ॥ নতুবা সঙ্কটে পড়ি হারাবে জীবন *

কর্ণাটের কন্যার সঙ্গে সুরভানের যুদ্ধ

দেখ মোর সৈন্য সেনা করিল সংহার ॥ তুমি রণে গিয়া কর সঙ্কট নিস্তার * শুনিয়া রাজার বাক্য সুরভান বীর ॥ ক্রোধ মনে চলে গেল হইয়া অস্থির ॥ গর্জ্জিয়া কহেন্ত শুন কর্ণাট কুমার ॥ কত বড় বীর তুমি এত অহঙ্কার ॥ তোর পিতা মোর যুদ্ধে গিয়াছে পালাই ॥ চন্দ্রদেব হরি তোরে দিয়াছে পাঠাই * সবে মাত্র এহি তোর বয়েস অঙ্কুর ॥ এক গদাঘাতে তুমি যাবে যম পুর * এ বলিয়া মারে গদা বজ্র সমশ্বর ॥ নিবারিল সেই গদা কুমার দুস্কর * পুনি গদা মারে বীরে অতি বেগবন্ত ॥ কুমার বিরস্বী যুদ্ধ হৈয়া গেল ধন্ধ * রায়বান গদা মারে যমের দোসর ॥ জর জর হৈল সুরভান কলেবর * এক গদা ঘাতে বীর দেখে ত্রিভুবন ॥ স্তব্ধ হইয়া রহিলেক না হৈল

নিধন * কিরিটী কবজ ভাঙ্গি তুরঙ্গের কটী॥ শ্রান্তকার হৈয়া বীর পড়িলেক মাটি * সুরভান বান্ধি নিল কর্ণাট বিদিত॥ চৈতন্য লভিয়া বীর চাহে চারি ভিত * কহিতে লাগিল তারে নৃপতি কর্ণাট॥ কোথা গেল বীর দর্প কোথা গেল ঠাট * রায়বান আসিয়া তোরে মুণ্ড মুড়াইব॥ চুনকালি মুখে দিয়া নগরে ভ্রমাইব * এত শুনি নৃপতিকে বলে সুরভান॥ তোমা পুত্র বান্ধি আজি নিবেক ছোলতান * দিপের কুমার আছে বাদক বলবান॥ নিশ্চয় ধরিয়া নিব বীর রায়বান * এত শুনি চন্দ্রদেব মনের হরিষে॥ চাহেন্ত যুদ্ধে রঙ্গ রহি দূরপাশে * টুম টুম ধুম ধুম বাজে বাদ্যধ্বনি॥ পশু পক্ষী ত্রাসে কাঁপে পাতালে নাগিনী * বাদ্য নাদে সৈন্যগণ হইয়া বিভোল॥ উন্মত্ত মাতঙ্গ রূপে করে হুলস্থুল *

রতিকলা ছোলতানের সঙ্গে লড়ায়ের বয়ান।

এথা বীর রায়বান ক্ষেপিয়া তুরঙ্গ॥ শুন্য কৈল্য নানা স্থানে মারিয়া মাতঙ্গ * মনেতে ভাবিয়া শাহা গদা লৈল হাতে॥ সিংহনাদ করি দোরে বীরের সাক্ষাতে * ক্ষুদ্র সৈন্য মারিলেক আছে যে সকল॥ মোরে অস্ত্র কর আসি যত আছে বল * রায়বান বীর তুমি আইস মোর কাছে॥ কার হস্তে কার মৃত্যু বুঝা যাবে পাছে * নৃপতি বলিল আগে অস্ত্র কর তুমি॥ পাছে গদা মারি সাধ ঘুচাইব আমি * ছোলতান একথা শুনি গদায় ভ্রমায় * গদার বাতাসে কত হস্তী অশ্ব ধায়॥ এতেক দেখিয়া সাহা ভাবে মনে মন॥ প্রভুকে ভাবনা করে হই সাবধান * ঢালে আড়িলেক গদা অতি তুরমান॥ বজ্রসম গদা মারে সাবধান মন * সহিয়া তাহারঘাও ফিরি গদা মারে॥ দোন গদা ভাঙ্গি গেল বিষম প্রহারে * শেল শুল ভাঙ্গি গেল আর

অসি ধার ॥ দুই জনে বহু যুদ্ধ লাগে করিবার * অন্যে অন্য ঠেলা ঠেলি ধরিয়া ধরণী ॥ দুই বলবন্ত যুদ্ধে কম্পিত মেদিনী ॥ কেহ কারে পরাজিতে নারে একে২ ॥ দুই মাতঙ্গেতে যেন পড়ি গেল ঠেক * দুই দিকে সৈন্যগণে চায়েন্ত দাড়াই ॥ শিক্ষাবান দুই বীরে করেন্ত লড়াই *

কন্যার ছুরতের তারিফ রাজায় করেন।

ছিদ্র পাই শাহায় ধরিল কটি বন্দ ॥ শুন্যেতে ভ্রমায় তারে সেই বলবন্ত * কাছাড়ে মারিয়া বুকে বৈসে কোপ করি ॥ বান্ধিলেন কটি দেশ দুই হস্ত ধরি * দুই হস্ত বন্দি করি খুলিয়া কৃপান ॥ মনে করে বুক চিরি রক্ত করি পান * বসন ফাড়িল যদি দেখে কলেবর ॥ কাঞ্চন জড়িতে দেখে যুগ পয়ধর * পঙ্কজ কোলিকা শোভে আর নানা বন্দ ॥ কাঞ্চন গঠন যেন শশী তুল্য চান্দ * রন্ধনে কুন্দিছে কিবা ময়ূরের ডিম্ব ॥ কাম ডালে রাখিছে যেন নুতন ডালিম্ব * অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হৈল চমকিত ॥ বসন খুলিয়া মুখ চাহেন্ত তুরিত * ভাবিত প্রভুর এহি স্বহস্তে গঠিল ॥ স্বর্গ বিদ্যা ধরি যেন ভুমিতে নামিল * কামিনী দেখিয়া রাজা ভাবে প্রতিকার ॥ সর্ব্ব অঙ্গে বান্দে বান্দে দেখে আনিবার * কাঞ্চলী ফাড়িয়া যদি হৃদে দিল হাত ॥ তপসী পাইল যেন তীর্থ জগন্নাথ * দাড়িম্ব জিনিয়া আছে যুগপয়োধর ॥ পুষ্প লোভে মত্ত হই গুঞ্জরে ভ্রমর * নারাঙ্গি কমল যিনি তাদের বাখানি ॥ রতন কাঞ্চন নহে তাহার নিছনি * শুভিছে সুন্দর বালা মানিকের তুল্য ॥ মুনির টলয় মন রূপের বাহুল্য * সর্ব অঙ্গ বিচারিয়া পাইছে উরু মাঝ ॥ মৃগপদ দেখি বীর পাইল মহা লাজ * জানিলেক নারী হৈল অতি বলবান ॥ কাম কল্প যিনি রূপ মগ্ন খানে খান * হৃদয়ে

রাখিয়া হস্ত হেরয় বদন॥ অচৈতন্য হৈছে কন্যা নাহিক চেতন * মনে মনে ভাবে রাজা নারী বধ হৈল॥ কিরূপে করিব স্তুতি ভাবিতে লাগিল * মুখে শব্দ নাহি আর নাকেতে নিশ্বাস॥ আপনে বসন ধরি করয় বাতাস * বসন ভিজাইয়া রাজা অনিলেক পানি॥ মস্তকেতে দিয়া ধার মুখে দিল পানি * জল খাই স্থির হৈল চৈতন্য লভিয়া॥ নয়ন মেলিয়া দেখে রাখিছে বান্ধিয়া * পাছাড়িয়া বসিয়াছে বুকের উপর॥ মধু লোভে পুষ্প ডালে গুঞ্জরে ভ্রমর * কামিনী মোহন রূপ সুন্দর কুমার॥ চন্দ্রপাশে রাহু যেন চহে গ্রাসিবার * চারি চক্ষে হইলেক দোহের মিলন॥ অলি যেন পাইলেক রস বৃন্দাবন * কামীনী বদন হেরি নৃপনি সুজন॥ বিকশিত হইলেক আনন্দে আপন *

স্বচক্ষে দেখা হই দেহে বাক্য প্রকাশ হয়।

হৃদগত পণ্ডিত যেন ভাঙ্গিয়া লোচন॥ ইঙ্গিতে হরিল প্রাণ কুমারের মন * কুমার পুছিল তুমি হও কোন জন॥ বীর দর্প কর কেন বুকে দেখি স্তন * পয়ধর দেখি তব বক্ষেতে আছয়॥ কুমারী বলিলা তব নহিক আছয় * কুমার বলিল মোর পুসিদা আছয়॥ তোমার মতন মোর উচ্চ নাহি হয় * মুখেতে বসন দিয়া ইঙ্গিতে কহিলা॥ কোন সাস্ত্রে তত্ত পাই রমনী বান্ধিলা * হাসিয়া নামিল বীর শুনিয়া বচন॥ অতি শীঘ্র মুক্ত কৈল হস্তের বন্ধন * হস্ত পদ তুমি মোর করিয়া বন্ধন॥বুকে চরি বসিলা না মার কি কারন * কুমার বলেন্ত আশা ছিল মারিবার॥ মর্যাদা করিনু দেখে হৃদ পয়ধর * অপরিচয় কালে তোমা না করিনু বধ॥ এখানে করিব বধ কেমন মগদ * তোমা প্রাণী রক্ষা কৈনু বিষম সমরে॥ আমার মরণ হৈল তোমার গোচরে *

কুমার শকতি দেখি কহিলেক হাসি ॥ হারিয়া তোমার যুদ্ধে হইলাম দাসী * চন্দ্রদেব সুতা আমি রতিকলা নাম ॥ এ বলিয়া রতিকলা করিল প্রণাম * প্রতিজ্ঞা আছিল মোর যেই বীরবরে ॥ যুদ্ধে পরাজিয়া মোরে জিনিবারে পারে * আপনে ভজিয়া হৈব তাহার অধিন ॥ তোমার দর্শনে মোর হৈল শুভদিন * কন্যার মননী জানি কুমার বিভোলে ॥ বদন চুমিয়া তারে তুলি নিল কোলে * রসে আমোদিত বালা হরিষ হইল ॥ দুই জনে প্রেম রসে টলমল হৈল * হেনকালে আইল চামরী সৈন্যবর ॥ হস্ত ঠারি সকলের করিল অন্তর * বীর দর্প ঘুচাইয়া রমণী আমার ॥ নারী বেশ পরাইয়া কহে সমাচার * কি কর্ম্ম করিবে এবে কন্যারে পুছিল ॥ হাসিয়া রমণী তবে কহিতে লাগিল * মনবাঞ্ছা সিদ্ধি কৈল্য পরম ইশ্বরে ॥ অপনি অমার গুরু অবনী মাঝারে *

কর্ণাটের নিকট কন্যা যাইবার বয়ান ।

রতিকলা কয় মোরে করহে বিদায় ॥ পিতা আগে এ সকল কহিতে জুওায় * কন্যাকে চামরী রাজা সত্য করাইয়া ॥ চৌদলে করিয়া রতি দিল পাঠাইয়া * দোলা আরহিয়া কন্যা তুরিত চলয় ॥ কুমারীর বিচ্ছেদ ভাবী পন্থ নিরক্ষয় * বাপের নিকট গিয়া কহেস্ত বৃত্তান্ত ॥ মহারাজ ছোলতান জান মহা বলবন্ত * রণে পরাজিয়া মোর করিল অধিন ॥ করিল গন্ধর্ব্ব বিভা পাই পরাচিন * শুনিয়া দুহিতা বাণী রায় চন্দ্র দেব ॥ পাত্রমিত্র ডাকি কহে করিতে উৎসব * বীরাশী রাজ্যের রাজা শুভে যার ঠাই ॥ কোন মতে দুঃখ তার এ জগতে নাই * রতির হইবে বিভা কভু নাহি জানি ॥ বিধিয়ে ঘটাইল দৈব কোথা হন্তে আনি * আদেশিল চন্দ্রদেব আনহ ছোলতান ॥

আর যত রাজা সব আন বিদ্যমান * মোহাম্মদ আকবর কহে শুন গুণিগণ ॥ ছোলতান রতির বিভা হরষিত মণ * প্রাণী মাত্র বিভা হেতু সদা উল্লাসিত ॥ যার যেই রীতি মতে করেন পিরীত *

রতি ছোলতানেন বিবাহের বয়ান
রাগ দীর্ঘ ছন্দ

বিভার চৌদল সাজে, নানা শব্দে বাদ্য বাজে, আনিবারে চামরী রাজন ॥ সাজাইয়া নানা রঙ্গে, সৈন্য সেনা লই সঙ্গে, রাজগণ ধরিল যোগান * পুষ্পের চৌদলে তুলি, চামরী ছোলতান বলি, ছিটা মারে চন্দন গোলাব * দিপ্তের প্রদীপ ধরি, আনন্দ উৎসব করি, লই যায় বর বালা বর ॥ লইয়া সুরঙ্গ দল, সুগন্ধী গোলাব জল, কুম্ভ ভরি রাখিল গোচর * থরে২ করি রঙ্গ, নৃত্য গীত বাদ্য ঢঙ্গ, নাচে সব ভাওয়া রমজানি ॥ করিয়া নানান সাজ, চলিল চামরী রাজ, ধুমে ধুমে হরিষে আপনি * চন্দ্রদেব লোক গিয়া, নানা মতে বাদ্য লিয়া যায় সব আনিতে রাজন ॥ বিচিত্র সাজন করি, প্রবেশিল রাজপুরি ধন্য২ বলে সর্ব্বজন * বর আইল সবে বলি, পুরি মধ্যে হুলস্থলি, মনের উল্লাসে সর্ব্বজন ॥ দুই সৈন্য হই সঙ্গ, সবে করে রঙ্গ ঢঙ্গ, ডোলপুরি হৈল দীপ্তমান *

কুমারীর সাজন রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

সাজে যত সোহাগিনী, বরিতে কুমার মণি, পরিধানে নানা অলঙ্কার ॥ বসনে কুশম রঙ্গ, সুগন্ধি চন্দন সঙ্গ; হেলি ঢলি করয় বেহার * সমুখে প্রদীপ থুইয়া, ধান্য দুর্ব্বা সাজাইয়া বসিলেন্ত চামরী রাজন ॥ যত সব রামাগণ, উলুধ্বনী ঘনে ঘন, দেয় সবে

নৃপতি ভবন * যতেক নৃপতি বালা, সাজায়েন্ত রতি কলা, গলে শোভে মণি রত্ন হার ॥ সুবর্ণের নত নাকে, মণি রত্ন শোভে তাকে, ছাচ্চা ফুল শোভয় অপার * কেশেতে পাটের খোপা, গজ মুক্তা ঝোপা২, নানামতে বসন ভূষন ॥ কটিতে কিঙ্কিনী দোলে,, পায়েতে পাঞ্জেব বলে, চলনেতে করে ঝুন ঝুনং * রাজার কুমারী আনি, আগে দিল সোহাগিনী, মারওার পাশেতে আনিয়া ॥ ঘৃতের দেওটী ধরী, যতেক যুবতী নারী, ধান্য দুর্ব্বা দিল তুষ্ট হইয়া * চারি গাছ রাম কলা, পূর্ণ ঘট বসাইলা, রাজা রতি তাতে বসাইলা ॥ সহলা মঙ্গলা বলি ঘোমটা বসন তুলি, চন্দ্র সম মুখ দেখাইলা * গেরূয়া লইয়া হাতে, মারেন্ত দোহান মাথে, আনন্দেতে পুলকিতমন ॥ সখিগণ দুর্ব্বা দিয়া, রবি শশী মিলাইয়া, অন্তর হইল সখিগণ * কাজি সাজি শীঘ্র আসি, নেকা পড়াইল বসি, মনে ভাবি প্রভু করতার ॥ কাজি নেকা পড়াইল, ধনে মালে তুষ্ট হৈল, চলি গেল ঘরে আপনার সভা সব ভাঙ্গি পরে, গেল চলি ঘরে২, অন্ন জল ভক্ষিয়া হরিষে ॥ কুমার কুমারী লই, দিল বাস এক ঠাই, চন্দ্রদেব মনের উল্লাসে * সুবর্ণ পালঙ্কে বসি, চটকেতে রবি শশী, কৌতুকে করেন্ত কাম সাজ ॥ মুখা মুখি সম করি, হৃদে২ ধরা ধরি, কামরতি (চাহে) চামরীর রাজ * হরষিতে রতিকলা ধরিয়া কুমার গলা, গদ২ লাগিল করিতে ॥ এইক্ষণে ক্ষম প্রিয়া, ত্রাসে কাপে মোরহিয়া, আমি আছি তোমার তাবেতে* আপনা উদ্যান ফল, তাতে কিবা বলাবল, রাখিয়ে ভক্ষিলে রস পায় ॥ কহে রাজা প্রাণেশ্বরী, সম্বরিতে নাহি পারি, অনলে দহিয়া প্রান যায় * হৃদয় হৃদয়া ধরি, ভকতি কাকুতি করি, রতিকল হৈল দয়াবান ॥ কাম ধনুক জুড়িশর, ক্ষেপিলেন্ত বীরবর হানিলেক মদনের বাণ * খাইয়া কামেশ্বর, শ্রমযুক্ত কলেবর

নিঃশব্দে রহিল শয্যা পর॥ কুমার কহেন্ত বাত, শুন মোর প্রাণ নাথ, অল্প যুদ্ধে হইলা কাতর * রতিকলা বলে পুনি, পূর্ব্ব কোপে মনে গুনি, সেই দাদা এক্ষণে লইল॥ মোহাম্মদ আকবর কয়, কেন কর রতি ভয়, পূর্ব্বের নিবন্ধ যাহা ছিল * ভাবি হৈলা তনুক্ষীণ, হৈল এবে শুভ দিন, সুরতি ভুঞ্জহ হরষিতে॥ অলি যেন পুষ্পে বসি মধু খায় নিত্য হাসি, সেরূপে মিলহ প্রিয়া সাথে *

চামরী রাজা আপনাদেশে যাইবার বয়ান।

রাগ পয়ার

আনন্দে কৌতুকে রাজা রজনী বঞ্চিল॥ প্রভাত সময় রাজা বসিত ছাড়িল * জলে অঙ্গ শুদ্ধ করি চামরী রাজন॥ পড়িল বসন আর কুমকুম চন্দন * মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষি কুনি করিল আরাম॥ শশুরকে আসি তরে করিল প্রণাম * সম্ভাবা করিয়া নৃপ মান্যতা করিল॥ গৌরব করিয়া পাছে কোলে বসাইল * মনি রত্ন দিয়া কৈল্য কুমার নিছনি॥ ভিক্ষুকেরে কৈল দান স্বর্ণ মুক্তা মনি * চন্দ্রকে দিলেন রাজা মুকতা প্রবল॥ অশ্ব গজ সাজে আর সুবর্ণ চৌদল * লজ্জিত হইয়া রাজা মন্ত্রিকে কহিল॥ কর্ণাটের লুট ধন সব ফিরে দিল * সর্ব্ব সৈন্য পাঠাইল নৃপ বিদ্যমান॥ রজতে করিল তুষ্ট বীর সুরভান * অশ্ব রথ হস্তী দিল এরাকিনী ঘুড়ি॥ শিকারে পাইয়া নৃপ আনি ছিল ধরি * দেও জাতি ছিল ঘুড়ি চড়িতে না পারে॥ মনিষ্যের শক্তি নাহি চড়ে তার পরে * সুরভান স্থানে কেহ দেবচন্দ্র রায়॥ সেই অশ্বে রাজাপুত্র কভূ না চড়য় * এই মতে কতদিন ছিল ডোল দেশ॥ চামরী ছোলতান যাইতে করিল আদেশ * সৈন্য সেনা সাজে করি চামরী রাজন॥ আল্লাকে ভাবিয়া সবে

করিল গমন * বিদায় হইল রাজা সুরভান পাশ ॥ কাঁদিতে লাগিল বীর হইয়া হুতাশ * কন্যাকে সুপিয়া দিল জামাতার হাতে ॥ ধৈর্য্য ধরি প্রভু স্মরি কর্ণাটের নাথে * যতেক নৃপতি ছিল কুরাম সমাজ ॥ সবাকে প্রসাদ দিল কর্ণাটের রাজ * প্রাণামিয়া মহারাজ তুষ্ট মন হৈয়া ॥ শুভ যাত্রা কৈল্য সবে প্রভুকে ভাবিয়া * বিদায় হইয়া যদি কুমার চলিল ॥ পুরী মধ্যে কান্দনের রোল পড়ে গেল * রতিকলা বলি রাণী জুড়িল কান্দন ॥ রাজ্য ভরি কাঁদিতে লাগিল সর্ব্বজন * রাজা কান্দে প্রজা কাঁদে কাঁদে সব নারী ॥ সর্ব্ব লোক কান্দনা করে রতিকলা স্মরি * সখি সব কান্দনা করে কার লক্ষে যাব ॥ দিবানিশি সেবা এবে কাহার করিব * মাতা পিতা কাঁদি বলে যাবং কার ঠাই ॥ মা বলিয়া কে ডাকিবে আর লক্ষ নাই * যুদ্ধের সারথি কাঁদে ছাড়ি যুদ্ধ শুল ॥ গাণ্ডিব ছাড়িয়া কাঁদে হইয়া ব্যাকুল * তবিলাতে কাঁদে যত স্থানে বান্ধা ঘোড়া ॥ রতি শোক পাই মনে হই বুদ্ধি হারা * সহচরি সবে কাঁদে ছাড়ি নাট গীত ॥ হুতশ হইয়া মনে উন্মত্ত চরিত * নর্ত্তকী ভাওয়া কাঁদে ছাড়ি নাট ভেশ ॥ জিকির ছাড়িয়া কাঁদে ফকির দরবেশ * পশু পক্ষী সবে কাঁদে পক্ষে জড়াজড়ি ॥ দুগ্ধের বাকল কাঁদে মায়ের স্তন ছাড়ি * এই মতে কর্ণাটেতে হৈল মৃত্যুতুল ॥ উদ্যানের মালি কাঁদে কারে দিব ফুল * শোকাকুলি হই রাজা গৃহে চলি গেল ॥ এথাতে চামরী রাজা দেশে চলি আইল * রজনী প্রভাতে রাজা রাজ্যে প্রবেশিল ॥ উৎসব করিয়া সবে নৃপতি বলিল * মহাধুমে অতি ঝুমে রতিকলা লৈয়া ॥ পুরি মধ্যে গেল রাজা আনন্দিত হইয়া * সুখে রাজ্য করে রাজা লই পাত্রগণ ॥ সিংহাসনে বসি সদা আনন্দিত মন *

জেবল মুলুকের জন্ম হইবার বয়ান

এই মতে রাজা রাণী আছে প্রতিনিতি॥ শুভ যোগে রতিকলা হৈল গর্ভবতী * রাজাকে কহিল সবে এই বিবরণ॥ গর্ভবতী হৈল রাণী শুনহ রাজন * এত শুনি মহারাজ অতঃপুরে গেল॥ রতিকলা কোলে করি পালঙ্কে বসিল * হাসি হাসি কহে রাজা শুন সমাচার॥ গর্ভবতী তুমি সত্য হইল প্রচার * তিন মাস গর্ভ হেন কহিলেক রাণী॥ তুষ্ট হৈল মহারাজা সত্য কথা শুনি * সুবুদ্ধি চতুরা দাসী সেবা হেতু দিল॥ সচকিতে সেবা কাজে বুঝাই কহিল * সদাই থাকিবা তুমি তার নেঘাবান॥ প্রাণের দুর্ল্লভ অতি আমার পরাণ * এই মতে পঞ্চ মাস বহি গেল যবে॥ পঞ্চ মাসে পঞ্চ ফুল পরাইল তবে * ষষ্ঠ মাসে সাদিয়ানা করাইল তখন॥ দিনে দিনে ক্ষিনযুক্ত রতির চলন * সপ্ত মাসে সাদিয়ানা পূর্ণ করি কাজ॥ অষ্ট নব মাসে হৈল এক মাস ব্যাজ * দশ মাস হৈল যদি পুর্ণ রতিকলা॥ প্রচণ্ড প্রতাপ শিশু রতি প্রসবিলা * শুদ্ধ জুম্মা-বারে শিশু ভুমিতে পড়িল॥ শুভ লগ্নে শুভ যোগে জননী দেখিল * বার্ত্তা পাই আসি দাই হৈল অপস্থিত॥ মণী রত্নহার যেই পাইল ত্বরিত * সোনার কাটারী দিয়া নাড়ি ছেদ করি॥ তুষ্ট হই গেল দাই আপনার পুরি * সুগন্ধি কস্তুরি আর কুঙ্কুম চন্দন॥ আতর গোলাপ আনি অঙ্গেতে লেপন * দশ কুম্ভ জল দিয়া স্নান করাইল॥ দরিদ্র দুঃক্ষিতগণে বহু দান কৈল * স্নান করাইয়া মাঁয়ি তুলে লিল কোলে॥ হরষিতে দুগ্ধ পান করায় ছাওয়ালে * সহস্র সহস্র দাসী আসিয়া মিলিল॥ শত জন বাছি রাখি সবে বিদয় দিল * রজনী প্রভাতে রাশী গণিতে লাগিল॥ জয় জয় বলি খড়ী ভূমিতে পাতিল * গণিতে গণিতে বেলা হৈল দুই প্রহর॥ গণিয়া গণনা পাছে করিল

শুমার * শুভ জয় মঙ্গল বলি বলে সর্ব্বজন ॥ রাজাকে কহিল পিছে যত বিবরণ * শুন শুন মহারাজ শাস্ত্রের প্রতুল ॥ কুমারের রাশি বর্গ কহিতে বহুল * আকাশ নক্ষত্র গনি করিলাম সার ॥ বিজয় মহিমা শিশু কি কহিব আর * মহা বলবন্ত শিশু বিক্রম বিশাল ॥ ভুবন বিখ্যাত শিশু হবে মহিপাল * বিজয় ভুবন শিশু মহা শুদ্ধমতি ॥ মহা গুণবন্ত আর ভাগ্যবন্ত অতি * ভুত প্রেত দৃষ্টি নাহি শিশুর উপর ॥ রাজ রাজেশ্বর হৈবে দেখিতে সুন্দর * শুভ যোগে শুভক্ষণে ভুমিতে পড়িল ॥ পাতকি খণ্ডাই জান ছাওাল জন্মিল * এ মহা শাস্ত্রেতে দেখি শুন সমাচার ॥ কুমার মহিমা জান হইবে অপার * সহস্র দেবক মাঝে দৈবক সুজন ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ নামে শাহাবান * গণিয়া সকল শাস্ত্র আপনি বুঝিল ॥ দেখিয়া অপার দুঃখ বলিতে লাগিল * গণিয়া দৈবক. সবে কহিল কুশল ॥ শাহাবান জসির সদা চক্ষে বহে জল * এতেক দেখিয়া তবে শাহ ছোলতান ॥ ত্বরিত আনিল রাজা জসি বিদ্যমান * বল দেখি শাহাবান কান্দ কি কারণ ॥ সত্য কহ তুমি মোকে সেই বিবরণ * জসি বলে বায়ু মোর করি ছিল ভার ॥ তে কারণে আঁখি নীর পড়িল আমার * কোথাতে শুনিছ জসি রোগ হৈছে মিছা ॥ যতেক গণিয়া কহ সব কথা ছাচ্চা * বলিল তোমাধিক চৌগুণ বাদশাই ॥ তোমা হৈতে অধিক বল লেখা জোখা নাই * ভুবনের রূপ যত করি একান্তর ॥ তিন গুণ রূপ জ্যোত পাইল কুমার * পাত্র সব পুষিবেক পুত্রের সমান ॥ সভয় সদৃষ্টি রবে যত পাত্রগণ * হিংসা ক্রোধ ব্যাধি কিছু না হইবে কাম ॥ জেবল মুলুক বলি পাইলেক নাম * বিদ্যা রাসি হৈল শিশু শুন দিয়া মন ॥ রাজা কহে সত্য কহ কান্দন কারণ * মিথ্যা বার্ত্তা কহ যদি আমার

গোচরে ॥ তিল তিল করি আমি কাটিব তোমারে * যত কথা কহ কিছু না শুনিবে মন ॥ সত্য কহ আঁখি জল ফেল কি কারণ * শাস্ত্রেতে কহিছে যাহা তুমি কি করিবা ॥ কহিতে নির্ব্বন্ধ ভোগ ভয় না করিবা * সত্য কথা কহ যদি বহু ধন পাবে ॥ মিথ্যা কথা কহ যদি প্রাণ হারাইবে * সত্য যাহা দেখিয়াছ কহিবা আমারে ॥ সুবর্ণের পঞ্জি পৈতা দিবাম তোমারে * শাহাবান এত শুনি স্তব্ধ রূপ হৈল ॥ নিজ মনে ভাবি তবে কহিতে লাগিল * জসি বলে শুন রাজা সবাকে বুঝাই ॥ কুমারের কথা কৈতে পরাণে ডরাই * ছোলতান বলিল তুমি ভয় নাহি কর ॥ প্রভুয়ে লেখিছে যাহা কি করিতে পার * ভক্তি মনে কহি আমি শুন মহাশয় ॥ তিনি রাজকন্যা সে করিবে পরিণয় * নির্ব্বন্ধ গণিয়া কহে রাজার সুমুখ ॥ যৌবন সময় শিশু পাইবে বহু দুঃখ * শিকার করিতে যাবে অতি ঘোর বন ॥ যক্ষ কন্যা সঙ্গে তার হবে দরশন * তারে দেখি কাম রোগ উন্মত্ত হইয়া ॥ নিতান্ত যাইবে সেই কন্যা উদ্দেসিয়া * কন্যা উদ্দেশিয়া যাইয়া পাইবে লাঞ্ছনা ॥ পরেতে পাইবে আরকন্যা দুই জনা * তিন কন্যা সঙ্গে করি চলিয়া আসিতে ॥ শত্রু সরে বিষ দিয়া বধিবেক পথে * শুন কহি মহারাজ সাবধান হৈয়া ॥ গন্ধর্ব্ব কন্যারে শিশু করিবেক বিয়া দ্বাদশ বৎসর শিশু বিদেশ গমন ॥ পন্থেতে খাইয়া বিষ অবশ্য মরণ * এ সকল কথা রাজা যখন শুনিল ॥ অচেতন হই রাজা ভুমিতে পড়িল * পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া যেন পরে গেল শিরে ॥ জ্ঞান হারাইয়া রাজা পড়ে ভুমি পরে * অন্তঃপুরে রাণী যদি শুনে বিবরণ ॥ উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘনাদে করেন্ত রোদন কতক্ষণে জ্ঞান লভি চৈতন্য পাইয়া ॥ হায় পুত্র বলি রাণী উঠিল কান্দীয়া * হইয়া না হৈল পুত্র বীষাদীত মন ॥

মহাশোকে নর পতি করেন্ত কান্দন * পাত্র মিত্র সব আসি সান্তনা করিল ॥ দৈবকে ডাকিয়া রাজা কহিতে লাগিল * তুমিনি করিতে পার এহার প্রকার ॥ যেই চাও সেই দিব রাজ্যের বেপার * জ্যোতিষে বলয় এক জড়িয়ে আছয় ॥ বহু বিচারিলে সেই শিকড় মিলয় * সেই শিকড় সঙ্গে যদি রাখে কোন জন ॥ চল্লিশ দিবসে নাহি বিষেতে মরণ * যত্তপি খাইলে বিষ প্রানে না মরিবে ॥ তব্দ হই চল্লিশ দিবস গাওাইবে * সেই জড়ি কেহ যদি পিষি খাওয়াইবে ॥ ঝাড়িয়া গরল বিষ বাঁচিয়া উঠিবে * রাজা বলে এহি কর্ম্ম তোমার শাসন ॥ ঈশ্বর প্রভাবে মোরে দেও পুত্র দান * এতেক শুনিয়া জসি অরণ্যেতে গেল ॥ ঔষধের জড়ি সব উঠাই আনিল হাজাম আনিয়া শিশুর উরু যে চিরিয়া ॥ ঔষধ আনিয়া তাতে রাখিল ভরিয়া * লেপ দিয়া সেই ঘাও তখনে শুখাইল ॥ সুবর্ণের পঞ্জি পৈতা দৈবজ্ঞ পাইল * বহু দান পাই জসি আনন্দিত হইয়া ॥ আপনার ঘরে জসি উত্তরিল গিয়া * এথাতে ছাওাল লৈয়া শাহা ছোলতান ॥ পরম যতনে শিশু করন্তে পালন * হস্তে হস্তে কোলে কোলে করয় পালন ॥ পরান স্বরূপে করে সকলে যতন * মায়ের দুর্ল্লভ পুত্র জীবের জীবন পঞ্চম মাসে করাইল ক্ষীর অন্ন পান * দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন চন্দ্র কলা ॥ ভুবন বিজয় জান অঙ্গের চপলা * দশ বৎসরের মধ্যে যদি পড়িলা ছওাল ॥ উজিরের পুত্র ছিল নামে ফর্‌খ পাল ॥ প্রেম কৈল্য দুই জনে প্রেম জুত ভাল ॥ কাকে কহে ছাড়িয়া না খায় অন্ন জল * লিখিয়া পড়িয়া পাইল শাস্ত্রের খবর ॥ দিনে দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ শশধর * দ্বাদশ বৎসর যদি হৈল রাজ সুত ॥ অস্ত্র শিক্ষা হৈল শিশু বিজয় অদ্ভুত * কুমার মোহন রূপ কুরঙ্গ লোচন ॥ নয়ন কটাক্ষ বানে·

মোহিত ভুবন * কমল বরণ অঙ্গ শোভিত রতন ॥ নাসা খড়গ অঙ্গ যেন সুধির সুঠান * গদা যুদ্ধে বিজলী আকৃতি প্রজ্জ্বলিত ॥ শুল গদা শব্দ শুনি দেবতা কম্পিত * জ্যোতিষ গণিয়া কহে রাজা মহাশয় ॥ পাত্র কুল শির হৈব পাত্রের তনয় * পৃথিবীর শাস্ত্র সব লিখিব সকল ॥ মহা বেদবন্ত ব্যক্ত হবে দন্ত বল * জেবল মুলুক আর ফোরখ পাল সুত ॥ মিত্র বন্ধু ভাবে যে পিড়ীতি বহুত * রাজার কুমার সদা ফোরখ পাল সনে ॥ অপার পিড়ীতি দোন থাকে এক স্থানে * মহা বলবন্ত সেই রাজ পাত্র সুত ॥ মহা গুণবন্ত সেই সংগ্রামে বিজিত * বিক্রমে বিশাল হৈল রাজার কুমার ॥ না পারেন্ত অশ্বপৃষ্ঠে হইতে ছওয়ার * এই মতে বহু অশ্ব হইয়াছে শেষ ॥ যেই অশ্বে চড়ে তার ভাঙ্গে মধ্য দেশ * মৃগয়া করিতে যায় আরোহিয়া রথে ॥ অলক্ষিতে যায় বীর অরণ্যের পথে * অশ্বেতে চড়িতে বীরে বড়ই উল্লাস ॥ মন মত অশ্ব নাহি ভাবয় হুতাশ * কুমার সন্মুখে আসি কহে একজন ॥ দেও জাতি ঘুড়ি আছে গহন কানন * কুমারে জিজ্ঞাসে তুমি জানিলা কেমতে কহিল কর্ণাট রাজা জম্বুক যাইতে * গর্ভবতী আছিল ঘুড়ি বাচ্চা মরি গেল ॥ বাচ্চা শোকে সেই ঘুড়ি উন্মত্ত হইল * অশ্ব গজ মারি বহু মনুষ্য খাইল ॥ তেকারণে মহারাজে ঘুড়ি খেদাইল * শুনি আনন্দিত হইল রাজার কুমার ॥ বহু সৈন্য লই গেল ঘুড়ি ধরিবার * ঘুড়ি পাসে যেবা যায় তাকে ধরি মারে ॥ মনুষ্য দেখিলে ঘুড়ি হাহাকার করে * ঘুড়ির গর্জ্জনে কেহ নাহি যায় ডরে ॥ কুমার লাগাম লই চলিল গোচরে * কুমারে দেখিয়া ঘুড়ি হাহাকার করিল ॥ নির্ভয়ে কুমার গিয়া ঘুড়িকে ধরিল * বিকল হইয়া ঘুড়ি অগ্নি পরাতেক ॥ লাগাম ধরিয়াথে ক্রোধ করিলেক * সুন্দর সুঠাম ঘুরি চৌবন্দি

করিলা ॥ সন্ধান করিয়া অশ্বে আরোহণ হৈলা * চক্ষু মুখ মুদিয়া ঘুরি সৈন্যে উড়া দিল ॥ বাতাসেতে সেই ঘুরি উড়িতে লাগিল * গহন কাননে গেল শুন্যের আকাশ ॥ দিবা ঘোর হইলেক যামিনী প্রকাশ * কানন গহন ঘোর নাহি পন্থ ধর্ম্ম ॥ বিষম কানন দেখি চমকিত মর্ম * অরন্যের মধ্যে দেখে ভাল একস্থান। তাহার মাঝার দেখে পুষ্পের উদ্যান * অধিন হামিদে কহে গুনিগণ স্থান ॥ শামারোখ আইসে তথা বিধির ঘটন *

শামারোখ কন্যা আসিবার বয়ান।

রাগ খর্ব ছন্দ * অরণ্যে নামিল বীর দেখি ভাল স্থান ॥ বিশ্রাম করিতে গেল তথা গুণবান * অশ্বলিয়া বান্ধিলেক গাছের শিকড়ে ॥ পানির পিপাসা বীর সম্বোরিত নারে * নদী তীরে গেল বীর জল খাইবারে ॥ জলপান করি বীর হরষি অন্তরে * বসন ভিঙ্গাইয়া জল জেবল মুলুকে ॥ খাওাইল সেই জল আপনা অশ্বকে * পেয়াস মিটাই বীর বৈসে সেই স্থান ॥ পুষ্পের উদ্যান দেখে ভাবে মনে মন * অরন্যে পুষ্পের বাগ কেমত প্রকার ॥ পুষ্পের উপরে অলি করয় জঙ্কার * পুষ্পেতে সুগন্ধি আর শীতল পবন। মহা সুখে যুবরাজ আছে অচেতন * আচম্বিতে কালবর্ণ গগণ মণ্ডল ॥ মেঘ বায়ু নাহি কিছু গর্জ্জয় বহুল * উর্দ্ধ মুখি হই বীর নিরক্ষি রহিল ॥ শুন্য পরে চৌতুর্দ্দোল সমুখে দেখিল * শুন্যেতে চৌদোল দেখি মনে ভয় পাই ॥ বৃক্ষতল ছাড়ি দূরে রহিল ছাপাই * সেই বৃক্ষ তলে আসি দোলা নামাইল ॥ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পরি জল খাইতে গেল * বৃক্ষ তলে রহিলেক গন্ধর্ব্ব কুমারী ॥ দোলা বস্ত্র উঠাইয়া বসিল সুন্দরী * বসন উঠাইয়া দিল বাতাস কারণ॥ কুমার চাহ্যা॥

দেখে সম্পুর্ণ বদন * কুমার কন্যার রূপ নয়নে দেখিয়া ॥ দোলার নিকটে বীর গেলেন্ত চলিয়া * নিকটে গেলেন্ত যদি রাজার নন্দন ॥ দুইজনে চারি চক্ষে হইল মিলন * কুমারে রূপ দেখি অরুণ আকার ॥ কামের গাণ্ডীব হানি কৈল জর জর * .মোহশ্চিত্ত হৈল কন্যা দোলার মাঝার ॥ কন্যা দেখি কুমার করয় হাহাকার * হেরিতে হেরিতে বীর আঁখি উলটিল অচৈতন্য হই বীর ভুমিতে পড়িল * কুমার পড়িতে শব্দ হৈল আচম্বিত ॥ দেখয় গগন পতি পড়িছে ভুমিত * বিকল দেখিয়া বীর ভাবে মনে মন ॥ পড়িছে কুমার এই ভাবের তাড়ন * কুমার দেখিয়া কন্যা ভাবয় প্রকার ॥ ভাবিয়া না পায় বুদ্ধি সার করিবার * গগণের শশী যেন পড়িছে ধরণী তাহার অঙ্গের জ্যোতি ঝলকে মেদিনী * কেমন সৃজিছে প্রভু তাহার রমনী ॥ তাহার অঙ্গের জ্যোতি গঠিত এমনি * ব্যস্ত মতি হই কন্যা মনেতে ভাবয় ॥ পুরুষ হইল বধ জানিনু নিশ্চয় আমা দেখি পড়িলেক এই বীর বর ॥ পুরুষ বধের পাপ আমার উপর * ব্যস্ত হৈয়া যায় শামা কুমারের পাশ ॥ সাড়ির অঞ্চল ধরি করন্তে বাতাস * কন্যার সুগন্ধি আর সুশীতল বাও ॥ চক্ষু প্রকাশিয়া উঠে মোড়া দিয়া গাও * চৈতন্য পাইল হেন কন্যায় বুঝিয়া ॥ অলক্ষিতে চৌদোলেতে বসিল যাইয়া * শামারোখ উঠিল যদি চৌদোলের মাঝ ॥ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যুবরাজ * নারীজাতি হই মোরে করিল চৈতন ॥ আমি যদি নাহি যাই তাহার দরশন * জানিবেক এই বীর সামান্যের সুত ॥ তেকারণে এই বনে রৈছে এই ভুত * এ বলিয়া গেল বীর কন্যারে সম্পাশ ॥ মনে আরতি যত করিল প্রকাশ * কুমার আরতি শুনি মুখপানে চায় ॥ দোহানে দোহানে ভাবি ব্যস্ত অতিশয় * লক্ষী সরস্বতী যিনি জগৎ

মোহিনী ॥ হেরিতে বদন দৃষ্টি না রহে পরাণী * এক দৃষ্টি হেরি দোহে দোহানের মুখ॥ কাম স্বরে হানিয়া ফাটয় দোহার বুক * দৃষ্টা দৃষ্টি আছে দুই কুমার কুমারী॥ দেখিয়া হানিল যেন প্রেমের কাটারী * কামের কাঞ্চন জুড়ি করিছে সৃজন॥ স্বহস্তেতে গঠিয়াছে প্রভু নিরাঞ্জন * মুখ জ্যোতি দেখি শশী পাইলেক লাজ॥ পলাই রহিল গিয়া জলদের মাঝ * লোচন কুরঙ্গ যিনি গৃধিনী শ্রবণ॥ রামের গাণ্ডীব ভুরু করিছে স্থাপন * রূপের উপমা যত কহিতে না পারি॥ লিখিলে পুস্তক বাড়ে কালি যায় ঝরি * ভুবন মোহিনী শামা হয় চন্দ যিনি॥ শামা তুল্য রূপ নাহি মোহন কামিনী * জ্যোতির তরঙ্গ দেখি না পারি কহিতে॥ তিল ছটা রূপে পারে এ চন্দ্র গ্রাসিতে * সর্ব্ব অঙ্গ রূপ কন্যার চিত্রেতে আমার॥ অবসর নাই পাই পঞ্চালি পয়ার * কিঞ্চিত কহিয়া জ্যোতি যে হেন প্রকাশ॥ কহন না যায় দেখি বাঙ্গালার ভাস * ফারছি হইত যদি কহিত বাখানি কলা অব্দ হরষিত রচিল কাহিনী * পরি আর মনুষ্যগণ যত ইন্দ্র জাতি॥ হেন রূপ লজ্জা পায় স্বর্গের হুর প্রতি * শ্যামল চিকুর অহি অলি রূপ যিনি॥ কাক পীক জলধর বিঘোর যামিনী * অষ্টাদশ বেণী জান নেত্র ভাগ করি॥ যুগে২ দমিনিয় দৃষ্টিতে সঞ্চারি * ত্রিভুবন দংশিবারে পারে একগুনে॥ মুক্তা-হার প্রভা হীরা জড়িছে তার সনে * লম্ভিত বেষ্টিত কেশ সৌরভ বিলাস॥ কস্তুরি পরম অঙ্গ দৃষ্টিতে বিনাশ * আকাশ বরণ ভুরু চন্দ্রিমা হিল্লোল॥ স্বর্গ মর্ত্ত সাদৃশ্য নাহিক কোন কাল * দামিনী ছটক যেন নয়নের সাল॥ ভুরুর লুকিয়ে হরে পুরুষের বল * রামধনু যেই রূপে আকাশে খিচেছে॥ শত গুন যিনি যেন প্রভুয়ে সৃজিছে * ভুরুধনু কটাক্ষেতে হৃদে হানে বান॥ তপসীর তপ মুনির মন ধ্যান * সুধী নরগণ

কিবা জাহেল দরবেশ ॥ হেন রূপ ধ্যানে সব হই যায় শেষ *
নাসিকা মোহন বাঁশী মুরারী সৌরভ ॥ তপ আদি চিত্ত হরে
সৃষ্টি পরাভব * ওষ্ঠ দুই রেখা জ্যোতিঃ স্বর্গের অরুণ ॥ নয়নের
জ্যোতিঃ তার যে হেন রতন * জশন মুকতা যেন লহরী
স্থরীত ॥ রিজুলী ছটক রূপ দেখি বিপরীত * বিপরীত বিজুলী
যেন মোহন কামিনী ॥ অনন্ত মোহন রূপ কি কহিব পুনী *
দামিন সদৃশ যেন যামিনী উজ্জ্বল ॥ তাহার সমান নাহি এ
মহি মণ্ডল * অঙ্গুলির রূপ তার যেহেন রোহিণী ॥ মধ্য
দেশ কুমারীর পাট অতি ক্ষিণী * মুখ দেশে কোমল মুকুর
তুল্য হয় ॥ হুর পরী রূপ দেখি চমকিত হয় * খঞ্জন গমনে
যেন কুমারী চলয় ॥ নিজ রূপ লুকাইয়া অঞ্চলে রাখয় * যিনি
তিল ফুল ধনু বদন কমল ॥ মধু লোভে অলি ভ্রমে পুরুষ
পাগল * যোগ মধ্যে চিহ্ন রেখা খণ্ডি তাতে আছে ॥ হরিণের
খুরা যিনি তাহাতে শোভিছে * রূপ নিরক্ষিয়া রূপ নয়নের রঙ্গ ॥
বিষে ধরিলেক যেন দংশিলে ভুজঙ্গ * মদনের ধনু যেন
জ্যোতিঃ কামবান ॥ কটাক্ষ নয়নে ছানি বিন্দিলেক প্রাণ *
খাই কামানের ঘাও পড়িল কুমার ॥ ভুমিতে পড়িয়া রৈল
অচৈতন্য কার * কুমার পড়িল দেখে মনে ভয় পাইয়া ॥
ভাবিতে লাগিল কন্যা দোলাতে বসিয়া * কুমারের মুখ জ্যোতিঃ
কুমারী দেখিয়া ॥ হানিল কামের বাণ পড়িল ঢলিয়া * মর্ম্মাঘাত
হৈয়া-পাছে আখী প্রকাশিল ॥ কন্যা তবে লাজ ভয়ে উঠিয়া
বসিল * মিলাই দেখিল কন্যা কুমারের বর্ণ ॥ নিজ রূপ হীন
দেখি বলে ধন্য ধন্য * ভাবিতে লাগিল কন্যা মনে আপনার ॥
আমারে দেখিয়া বুঝি পড়িল কুমার * ভাবিয়া দেখয় কন্যা
পুরুষ বধ হয় ॥ অপার পাতকী আমি হইব নিশ্চয় * এই
মতে কুমারী ভাবিয়া সঙ্কট ॥ অতি শীঘ্র চলি যায় কুমার

নিকট* ভাঙ্গিয়া গাছের ডাল আনিল তখন॥ শিরানে বসিয়া বাও করেন্ত যতন* চৈতন্য হইতে মাত্র বীর যুবরাজ॥ অলক্ষিতে গেল কন্যা চৌদলের মাঝ * উঠিয়া যাইতে কিছু কুমারে দেখিল॥ অনুমানে বুঝে তথা কন্যা আসি ছিল* স্নেহ যুক্ত হৈয়া মোকে করিল চেতন॥ চাহিব ভকতি করি কহেনি কথন * যেহোক সেহোক আমি যাইব গোচরে॥ জিজ্ঞাসি বুঝিব মর্ম্ম কি বলে উত্তরে*

কুমারীর ব্যগ্রতা

রাম বিনাট ধুয়া। বন্ধু মোরে কৈল্য কলঙ্কিনি॥ বন্ধু আজি কৈল্য কলঙ্কিনি * শঙ্কা চিত্ত হৈয়া বীর জোড়ে দুই হাত॥ কাতর হইয়া কহে শামার সাক্ষাত * আপনি মনুষ্য কিম্বা গন্ধর্ব্ব বা পরি॥ যক্ষ ভূত হুর কিম্বা স্বর্গ বিদ্যাধরি * উর্ব্বশী মেনকা কিবা বাউন্দের প্রিয়া॥ এ জগতে দেখিবারে নামিছ আসিয়া * মহামণি ধনি তুমি ধর্ম্ম দয়াবান॥ ভিখারিরে কহি বার্ত্তা দেহ প্রাণ দান * অধম কিঙ্কর জানি হইয়া সদয়॥ অনুকম্পা করি মোরে দাও পরিচয় * শামারোখ বলে তুমি হও কোন জন॥ কি হেতু আইলে তুমি গহন কানন * কুমার কহিল আমি রাজার তনয়॥ জেবল মুলুক নাম সকলে ঘোষয় * এবে শুন ধনি তুমি দাও পরিচয়॥ তোমার চরণে আমি পড়িনু হেথায় * শামারোখ বলে কেন করহ বিনয়॥ অন্যের সহিত কেন দিব পরিচয় * কন্যার বচন শুনি রাজার নন্দন॥ কাতর হইয়া চাহে ধরিতে চরণ * কুমার কাকতি দেখি রাজার নন্দিনী॥ মধুর বচনে কহে গদ গদ বাণী * শামার বচন শুনি প্রেম রস চলে॥ মহামন্ত্র শুনি যেন ছাড়য় গরলে * কুমারী কহেন তবে রাজার কুমারে॥ মোর পরিচয় শোন চিত্ত স্থির করে * এমরান পতি হয় কমল কেসর॥ তাঁহার দুহিতা

আমি যাই হেমপুর * হেমাপতি মাতামহ বলবন্ত কেসর ॥ মোরে আহ্বানিল তিনি করিয়া আদর * বিবাহের দিন মোর নিকটে আসিছে ॥ বিভা হইলে যাইতে নাহি দিবে সেই দেশে * কুমার বলেন্ত বিভা দিবে কার ঠাই ॥ কন্যা বলে দৈত্যরাজ কৈলাস কানাই * গর্দ্দফোস নামে দৈত্য কৈলাসের পতি ॥ পিতা হইতে করার লিয়াছে দুষ্টমতি * যেদিন জন্মিনু আমি আসি পৃথিবীতে ॥ স্নান করাইয়া মোরে রাখিল ভুমেতে শরীরের জ্যোতি মোর লাগিল গগনে ॥ কৈলাসে থাকিয়া দৈত্য দেখিল নয়নে * অগ্নিকুণ্ড ভাবি সেই আমায় দেখিল ॥ কৈলাস হইতে আসি মোর কাছে গেল * এ সব বৃত্তান্ত আগে জনকে জানে না ॥ করজোরে দাড়াইয়া মাগিল দক্ষিণা * এমত সংবাদ আগে ভাঙ্গি না কহিয়া ॥ যাহা চাহ তাহা দিব কহিল আসিয়া * দৈত্যের নৃপতি জানি মান্যতা করিল * ধন রত্ন চাহিবে হেন পিতায় জানিল * এমন জানিয়া সত্য কৈল তিনবার ॥ দিব বলি কহিলেন্ত করিয়া স্বীকার * জিজ্ঞাসিল কিবা চাহ আমার সম্পাস ॥ যেই চাও সেই পাবে না হবে নৈরাশ * এহি মতে তিন বার সত্য করাইয়া ॥ অবশেষে বিভার কথা কহিল ভাঙ্গিয়া * এত শুনি পিতা মোর স্তব্ধ হই গেল ॥ বাঁচে কিবা মরে কন্যা ভাবিতে লাগিল * এখন বিভার কাল হইল উপস্থিত ॥ তেকারণে যাইতেছি নানার বাড়ীত * বিভা হলে সেই দৈত্য না ছাড়িবে মোরে ॥ তেকারণে চলিয়াছি মাতামহ পুরে * কত দিন থাকিব আমি মাতামহ দেশে ॥ বিবাহের কালে পুনঃ লই যাবে দেশে * ফিরিয়া কন্দিলে গেলে বিভা দের নাই ॥ সত্যজান যত কিছু কৈনু তব ঠাই ॥ কন্যার মরণ বুঝি রাজার তনয় ॥ মিনতী করিয়া কহে কম্পিত হৃদয় * মহামনী ধনী তুমি যাইবা চলিয়া ॥ দরশন

দিয়া মোরে পরাণে বধিয়া * বুঝি পূর্ব্ব জন্মে তুমি ছিলা মোর অরি ॥ দরশন দিয়া যাবে আমায় সংহারি * তোমারে না দেখি মোর হইব মরণ ॥ করিলা পুরুষ বধ জানিও আপন * এহি সত্য জানিবেক শাস্ত্রের বিকাশ ॥ পুরুষ ঘাতকী জান নরকেতে বাস * নয়ন গাণ্ডীব তব বিষ ভরা পান ॥ মারিছ মরিছি প্রাণ কর পরিত্রান * আমাকে ত্যজিয়া যদি যাও গুনমনি ॥ তোমা উদ্দেশিয়া আমি ছাড়িব পরাণী * বল দেখি সুবদান কি গতি আমার ॥ নিশ্চিয় বধিলা প্রাণ না বাঁচিব আর * উদাস করিলা সত্য নাহি বুদ্ধি বল ॥ শ্বরাঘাতে হানি মোরে করিলা পাগল * এখানে ছাড়িব প্রাণ তোমার সাক্ষাৎ ॥ সুধু তনে কহি কথা প্রাণী তব সাধ * ঘাতক পাতকী তুমি সকলে জানয় ॥ মারিয়া জিয়াতে পার যেই মনে লয় * যখনে দেখিনু আমি তোমার বদন ॥ দেহ শুন্য হৈল সঙ্গে নাহিক জীবন * কুমারের মর্ম্ম বুঝি দেখিয়া মিনতি ॥ কপট ছাড়িয়া কহে মনের আরতী * আপনা মনের সাধ কার কিবা হয় ॥ মাতা পিতা সমর্পয় যথা মনে লয় * অপার সঙ্কট পন্থ শুন দিয়া মন ॥ মনুষ্য নির্ব্বল অতি অল্পত জীবন * বাষট্যি বৎসর পন্থ জান মোর ঘর ॥ এ সপ্ত সমুদ্র পার শুনহ খবর * এতেক দুরন্ত পথ কষ্ট বহুতর ॥ মৃগ ব্যাঘ্র ভাল্লুক রাক্ষস বহুতর * এ পর্ব্বত সঙ্কট ভাঙ্গি কিরূপে যাইবা ॥ বল দেখি তুমি মোর কিরূপে পাইবা * বাষট্যি বৎসর পন্থ করিয়া উদ্দেশ ॥ চলিতে২ তব আয়ু হৈবে শেষ * ক্ষমা কর তুমি মোরে না দাও প্রেম জ্বালা ॥ মিনতি করিয়া কহে শামারোখ বালা * জানহ তোমার মনে দুই গুণ সাধ ॥ তব দেখি মোর মনে ঘটিল প্রমাদ * না পারিবে বলি আমি না কহি ভাঙ্গিয়া ॥ বক্ষস্থল ভাঙ্গি যায় তোমার লাগিয়া * নিকট বসতি নাহি দেখিত সদয় ॥ বল দেখি প্রাণ-

নাথ কি হবে উপায় * যুবরাজ কহে তবে মনেতে আপনা ॥ কি করিনু কিবা হৈল তাহাই বলনা * মরণের হেতু আমি এই পথে আইনু ॥ স্বইচ্ছায় প্রাণ দিতে শামায় চাহিনু * মরণের হেতু আমি আইনু এই বনে॥ বিধী মিলাইল আনি যমের দর্শনে * পরীবালা কহে তবে যুবরাজ তরে ॥ এই কি ধরম তব কহ দখি মোরে * পাগল করিলা মোরে দগ্ধী অন্তর ॥ স্ত্রী বধ দিব আমি তোমার উপর * যমদুত দেখিলে যেন নিকলে পরান ॥ তেন মত হৈনু আমি তোমা দরশন * কি করিব কি হইব কহ কথা সার ॥ কিরূপে হইবে দেখা তোমার আমার * আহা দুষ্ট দেখা দিয়া হরিলা জীবন ॥ দুষ্টের দরশন হৈল আমার মরণ * এথা হন্তে যাও এবে যথা মনে ধরে ॥ জ্বলন্ত অনল দিয়া না জ্বালাও মোরে * এ বলিয়া ঝর ঝর কান্দে দুই জন ॥ দোহান দর্শনে হৈল দোহার মরণ * মদনে তাপিত হইয়া কহে নৃপবর ॥ এখানে মরণ ভাল তোমার গোচর * পাগল করিলা মোরে কিরুপে বাঁচিব ॥ দিবা রাত্রি এহি জ্বালা কিরুপে সহিব * মৃত্যু পরে তোমা হস্তে হইলে দফন ॥ সাফল্য হইবে মোর কাননে মরণ * এ বলির মোহ হই কুমার রহিল ॥ অতি শীঘ্র উঠি শামা কুমারে ধরিল * বসনে বাতাস করে পরম যতন ॥ হৃদয়ে রাখিয়া হস্ত ডাকে ঘন ঘন * শুনিয়া শামার কথা মনে ভক্তি হৈল ॥ হুতাশিত হৈয়া বহু নয়ন মেলিল * শামারোখ বলে শুন রাজার নন্দন ॥ তব অপমান আর না যায় সহন * আমাকে মারিয়া আগে তুমি মর পাছে ॥ জানিলাম দোহে মৃত্যু একত্রে ঘটিছে * মোর প্রতি থাকে দয়া শুনহ বচন ॥ যেই কথা বলি আমি না কর খণ্ডন * মোরে দয়া থাকে যদি না হৈবে বিমন ॥ সত্য যদি হও তুমি কন্দিল এমরাণ * আঞ্জন জানিও আমি তোমার নিছনি ॥

তোমা না পাইলে আমি ছাড়িব পরাণী * এ বলিয়া দুই জনে সত্য সাক্ষী করি ॥ শান্ত হৈল দুইজন কুমার কুমারী * সত্য করি কুমারী যে কুমারেরে কয় ॥ প্রাণের সুবাণী মোর শুন মহাশয় * তুমি বিনা না বরিব আর কোনজন ॥ হেমাপুরে গেলে পাবে মোর দরশন * তোমা না দেখিলে হৈব আমায় বিফল ॥ যদি বা না যাও তুমি ভক্ষিব গরল * কুমারেও ধর্ম্ম সাক্ষী কহিল বচন ॥ বিফল হউক মোর আর নারীগণ * এ বলিয়া কুমার শামার হস্ত ধরি ॥ সত্য কৈল্য দুই জনে ধর্ম্ম সাক্ষী করি * শামারোখ হস্ত দিল কুমারের মাথে ॥ শামারোখ মাথা দিল কুমারের হাতে * শাম শিরে হস্ত দিতে কহিল ভাঙ্গিয়া ॥ আর কোন নারী পাইলে না রবে ভুলিয়া * সাড়ির অঞ্চল ফাড়ি কুমারী তখন ॥ কুমারের রূপ লিখি রাখিল আপন * কুমার পাগড়ির খুট লইল ফাড়িয়া ॥ কুমারীর রূপ চিত্র রাখিল লিখিয়া * এই মত দুই জনে প্রেম নিবারিল ॥ প্রেম পোরা অগ্নি সিদ্ধ হৃদেতে রহিল * পুনরূপ কহে শামা শুনহ কুমার ॥ গর্দ্দফোস রূপ দেখ নিকটে আমার * চিত্রপট তার তুমি দেখ মহাশয় ॥ যেই দৈত্য চাহে মোরে কৈতে পরিণয় * চিত্রপট হাতে লই রাজার নন্দন ॥ গর্দ্দফোস রূপ রেখা করে নিরিক্ষণ হস্ত পদ বেঙ্কা তার কুকুরের দন্ত ॥ অতি ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেখিয়া ডরেন্ত * হেনকালে আসিতে দেখি যত সহচরি ॥ কুমারে অন্তর হৈতে বলিল কুমারী * আগে যেই স্থানে ছিলে সেই স্থানে যাই ॥ আত্ম রক্ষা কর গিয়া শরীর ছাপাই * তোমারে দেখয় যদি আমার গোচরে ॥ পরিগণে বহু লজ্জা দিবেক আমারে * কুমার লুকাই রৈল পুষ্প ঝাড় তলে ॥ অনুচরীগণে আসি কন্যা লই চলে * শুন্যগতি পরীগণে রথ লই যায় পুষ্প ঝাড় ছাড়ি বীর পীছে২ ধায় * দেখিতে দেখিতে দোলা

অদেখা হইল ॥ বিচ্ছেদে ব্যাকুল হৈল কুমার পড়িল * দৃষ্টি হস্তে দূরে যদি গেল শামা দোলা ॥ ভূমিতে লুটিয়া বীর হইল বিভোলা * অধীন হামিদে কহে পঞ্চালী পয়ার ॥ শুনিয়া রসিক মনে আনন্দ অপার * রসের কাহিনী মত করে অধ্যয়ন নিশি দিশি পুলকিত হয়ে সর্ব্বতন *

কুমারীর বিচ্ছেদে কুমারের খেদ।
রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

আহা নিদারুণ প্রিয়া, কোথা গেলা দুঃখ দিয়া, মোর প্রাণ কিরূপে বাঁচিব ॥ বিরহে বেদন চীন, প্রাণ পোড়ে রাত্র দিন, কারে দেখি তোমা পাশরীব* শ্রামের গাণ্ডিব ধরি, কুরঙ্গ নয়ান হেরী, হানী গেলা আমার হৃদয় ॥ খাইছি বিষম ঘাও, হৈতে নারী ডাইন বাও, ফুটি রৈল মদন ছেদিয়া ॥ পাপীষ্ঠ প্রেমের স্বর, প্রাণ দহে নিরন্তর, মৃত্যু হবে তোমাকে ঘোষিয়া * নয়ানে নয়ান দেখা, হৃদেতে শেলের রেখা, মর্ম্মাঘাতে হইনু পাগল ॥ কে মোর হইবে সখা, প্রিয়ারে করাইব দেখা, তার দাস হব অনামুল * আপনা শরীর ফাড়ি, প্রিয়াকে রাখিতে ভরি, চাহিতুম যাবত মনে লয় ॥ মোর কর্ম্ম দৈব দোষে, প্রিয়া গেল দূর দেশে, সেই স্থানে কিরূপে যাইব ॥ এ বলিয়া কান্দয় বীর ভূমিতে লুটাই শির, হুতাশেতে ছাড়য় নিশ্বাস * মর্ম্ম হৈল খান খান, আর নাহি রহে প্রাণ, কোথা যাব না দেখি উপায় ॥ শুখাইল সর্ব্ব অঙ্গ, কামেতে করিল ভঙ্গ ঝুরি ২ হইব মরণ * নামিয়া গগণ শশী, মিলিল সাক্ষাতে আসি, হেনরূপ না দেখিব আর ॥ কিবা স্বর্গ বিদ্যা ধরী জিনিয়া গন্ধর্ব্ব পরি, দেখাইল আমারে বধিতে * এখানে কাঁদিয়া মরি, প্রিয়া গেল হেমাপুর মোর তনু মদনে দহিল ॥ হেমাপুর কে যাইবে, মোর দুঃখ কে

কহিবে, না জানি কি পাশরিল মোরে * অতি আর্ত্তনাদ ছাড়ি, কান্দয় ভুমেতে পড়ি, শামা শামা ঘোষণা করিয়া ॥ প্রিয়া হেন, প্রাণসখা, আর না হইল দেখা, সহিতে না পারি প্রিয়ার দুঃখ * প্রিয়াকে উঠিলে মনে, বারি ঝরে দু-নয়নে, উল্লাসিত যে হেন পাগল ॥ চিত্রপট নেকলিয়া, হৃদের উপরে থুইয়া, ভাবে যেন প্রিয়া লইল কোলে * হইলেক মুচ্ছাতান, দেলেতে নাহিক প্রাণ, শরীর ভরিয়া প্রেম জ্বালা ॥ মোহাম্মদ আকবরে কয়, যার যে নির্ব্বন্ধ হয়, প্রভুয়ে মিলাইব তারে আনি * কান্দিল এমরান যাইতে, বহু দুঃখ পাবে পথে, তবে হবে শামার মিলন *

কুমারের সন্ধানে ফোর্ রথ পাল বাদককে পাঠায় ॥

রাগ জমক ছন্দ

বিচ্ছেদ হইয়া কাঁদে বীর ফোর্ রথ পাল ॥ রাজসুত কোথা নিল ঘটিল জঞ্জাল * তথাতে আছিল এক বাদক সুমতি ॥ দশ-মণ চাউল সহ ভক্ষে প্রতি নিতি * দশ দণ্ড পন্থ বীর, পলকে আইসয় ॥ গমনের আগে তার বায়ূ না চলয় * তাহারে পাঠাই দিল কুমার উদ্দেশে ॥ অন্বেষণে পাইল ঘোড়া বৃক্ষ তলে শেষে * বাদক কহিল গিয়া সৈন্যগণ ঠাই ॥ বৃক্ষ তলে দেখি ঘুড়ি বীর এথা নাই * এত শুনি সৈন্যগণ তথায় আইল ॥ সেনাদলে দেখি ঘুড়ি হাহাকার কৈল * বাদক আসিয়া ঘুড়ির বন্ধন খুলিল ॥ যে দিকে কুমার গেছে সে দিকে চলিল * দেখয় কুমার পড়ি রহিছে ভুমিতে ॥ চারি পাশে লোক আসি ঘিরিল ত্বরিতে * পড়িয়াছে রাজসুত সরোবর তীরে ॥ জল আনি দিল সবে কুমারের শিরে * নানান প্রকার করি চাহে সর্ব্বজন ॥ কেহ না পারিল তারে করিতে চেতন * কেহ বলে

কহ গিয়া নৃপতি গোচরে॥ আপনা সুতকে আসি দেখিতে নজরে * বহু বুদ্ধি করি সবে তুরজ আনিয়া॥ অশ্ব পৃষ্ঠে তুলি নিল যতন করিয়া * লাগাম ধরিয়া তবে ঘুড়িকে চালায়॥ অবিলম্বে নৃপ আগে কুমারে লিয়া যায় * ঘুড়ি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য হইয়া॥ হেন দৈত্য ঘুড়ি কেবা আনিল ধরিয়া * ঘুড়ি ধরিবারে চাহে কেহ না পারয়॥ ছোলতানের আগে ঘুড়ি আপনে চলয় * নানান প্রকার করি ধরিতে নারিল॥ ছওার সহিতে ঘুড়ি আপনে আসিল * অশ্ব পৃষ্ঠ হন্তে নৃপ হইল কুমারে॥ ব্যস্ত হই নিল পুত্র গৃহের মাঝারে * বুদ্ধি করি রাজা তবে নর্জ্জুমে আনিয়া॥ নর্জ্জুম সবার তরে কহে বিবরিয়া গণনা কভ্রিয়া কহ কি ব্যাধি হইল॥ কিসে ভাল হবে তাহা বিগারিয়া বল * গণনা করিয়া তবে নর্জ্জুম সবায়॥ কহি লেক ওঝা সবে ডাকহ ত্বরায় * ততক্ষণে ওঝা সবে আনে ডাকাইয়া॥ ঝাড় ফুক কৈল তারা গুরুকে স্মরিয়া * কিন্তু কোন ফল নাহি হইল তাহাতে॥ অবশেষে বৈদ্যগণে আহবানে আসিতে * ঔষধ করিল যত আসি বৈদ্যগণ॥ কোন রূপে না হইল কুমার চেতন * কেহ বলে দেও দৃষ্টি কুমার উপরে॥ কেহ বলে মৈক্ষ বায়ু লাগিল কুমারে * এই মতে রাজপুরে কোলাহল হইল॥ কিরূপে হইবে সুস্থ কেহ না বুঝিল * পূর্ব্বে গণি শাহাবানে কহিছিল সার॥ তাহার স্মরণ পুনঃ হইল রাজার * দুত পাঠাইয়া রাজা তাহাকে আনিল॥ ভক্তি করি মহারাজ তাহারে কহিল * মহারাজা বলে শিশু সেবক তোমার॥ কি রোগ হইল কেহ নারে বুঝি বার * এত শুনি শাহাবান নাড়িতে ধরিল॥ কাম পীড়া হেতু রোগ তখনি কহিল * নানামতে নাড়ি ধরি চাহে শাহাবানে॥ আর কোন পীড়া নাই কাম পীড়া বিনে * কর জোড়ে কহে

জসি মহারাজ স্থানে ॥ অন্য কোন পীড়া নাই কাম পীড়া বিনে * পূর্বে যাহা গণে ছিনু করহ স্মরন ॥ সেই দিন উপস্থিত হইল এখন * বন মধ্যে গিয়াছিল শিকার কারণ ॥ পরী বা গন্ধর্ব্ব সনে হইল রশন * ফোররথ পাল নৃপতি কহিল ত্বরিত ॥ তোমা সঙ্গে আছে জান বহুলপীরিত * যেই রূপে পার তুমি করিতে চেতন ॥ নতুবা পুত্রের সঙ্গে আমার মরণ * রাজার বচন শুনি পাত্রের তনয় ॥ কুমার নিকট গিয়া বসিল ত্বরায় * প্রেম ভাবে অঙ্গ বস্ত্র তার উঠাইল ॥ বুকের বসন তুলি চিত্রপট পাইল * তাহাতে চিত্রিত দেখে পরমা সুন্দরী ॥ যেবা চায় ঢলি পড়ে চিত্র পট হেরী * চিত্র পট লই গেল রাজার গোচরে ॥ আশ্চর্য্য হইল রাজা দেখিয়া নজরে * চিত্রের কামিনী রূপ যতেকে দেখিল ॥ অচেতন হই সবে ভুমেতে পড়িল * ভাবিয়া সকলে বলে হইল সঙ্কট ॥ কুমারী আসিছে কহে কুমারের নিকট * ফোররথ পাল কহে গিয়া কুমারের কানে ॥ শামারোখ আসিয়াছে তোমা বিদ্যমানে * কন্যা আসিয়াছে হেন শুনি প্রলোভন ॥ শামা শামা বলি বীর মেলিল নয়ন * পুছিল কোথায় বল মোর প্রাণেশ্বরী ॥ ফোর রথ পাল বলে গেল মহাদেবি পুরি * তোমারে অজ্ঞান দেখি অন্ন জল আনি ॥ বহুত যাচিল তুমি না ভক্ষিলা পুনী * তেকারণে হৈল কন্যা বিষন্ন বদন ॥ মহাদেবীর স্থানে এবে করিল গমন * অন্ন জল খাও শীঘ্র যদি চাহ তানে ॥ নতু ক্রোধ করি প্রেম ভাঙ্গিলে সে জনে * অন্ন জল আন বলি কুমার কহিল ॥ অতি শীঘ্র অন্ন জল আনি তাকে দিল * তিন রাত্রি দিবসেতে অন্ন কৈলা পান ॥ কহে পূনঃ কোথা কন্যা আন বিদ্যমান * কুমারী বিচ্ছেদে প্রান সদায় উদাস ॥ শামা শামা বলি বীরে ছাড়িল নিশ্বাস * ধীরে ধীরে পুছে বীর বৃত্তান্ত সকল ॥ কেবা

আসি দেখা দিল কি হেতু বিকল * কহিল উজির স্থানে এ সকল বাণী ॥ ছোলতানের স্থানে গিয়া কহিলেন্ত পুনি * মোহাম্মদ আকবর কহে পঞ্চালির ছন্দ ॥ পাইয়া কুমার জান পুরিলে নির্বন্ধ *

কুমারীর বিচ্ছেদে কুমার হেমাপুরে যায়।

রাগ লাচারী দীর্ঘ ছন্দ।

কিবা আকাশের শশী, দেখা দিল মোরে আসি, কহিয়াছে যাইতে হেমাপুর ॥ অঙ্গের চটক যত, তাহা বা কহিব কত, শ্রীমতির দর্শন মধুর * অঙ্গেতে বিজলী ছটা, মুখ চন্দ্র উজ্জলতা, দেখিতে লাগয় অতি ভাল ॥ দেখিয়া কন্যার শান হারাইনু বুদ্ধি জ্ঞান, হইলাম দেখিয়া পাগল * বিভোলা হইনু আমি, নিকট আসিয়া নামি, শান্ত কৈল প্রেম বারি দিয়া ॥ শাড়ির অঞ্চল ধরি, আমারে বাতাস করি, প্রবোধিল বচনে তুষিয়া * এই মতে তিন বার, দেখি আমি মুখ তার, প্রেম ভাবে বাঁচাইল মোকে ॥ মোহিত করিল আসি আমার শিরানে বসি, শান্ত করিলেক প্রেম বাকে * দারুন মধুর বানি, অমৃত মধু-রস-জিনি আর না শুনিব হেন কথা ॥ দেখি রূপ জ্যোতি আপ, পিঙ্গ দিছে জল ঝাপ, মোর প্রানে লাগিয়াছে ব্যাথা * শামারোখ রাজবালা, যেন শশী নব কলা, হেরিলে হরিয়া যায় প্রাণ ॥ হেন রূপবতী নারী, না দেখি না শুনি কারি, হৃদয় দহিছে দেখি তান * শামার যতেক গুণ, না দেখেছি ত্রিভুবন ভুষণ সুগন্ধি আমদিত ॥ কস্তুরি চন্দন মত, পিঙ্গল নয়ান কত, যে হেন গোলাপ পদ্ম যুথ * এ হেন প্রাণের প্রিয়া গেল মোরে দাগা দিয়া, মোর প্রাণ উদাশে নৈরাস ॥ দেখি কুমারীর মুখ, সদা মোর ফাটে বুক, এছার জীবনে নাহি আশ *

মোরে দেখা দিলে শেষে, প্রিয়া গেল দূর দেশে, বন্ধু তুমি বিচারিয়া দেখ ॥ শামার পিরিত কথা, হানিল মরমে ব্যাথা, প্রাণে মোর নাহি আছে সুখ * যে অবধি দেখা তার, সঙ্গে নাহি বুদ্ধি মোর, প্রাণ হরাইয়া শুন্য তনু ॥ হইয়াছি প্রাণ হারা জীবন থাকিতে মরা, পুন শামা দেখা না পাইনু ॥ ভারিতে ভাবিতে তাই, জ্বলি হৈনু ভস্ম ছাই, বল আমি যাব কোন দেশে॥ যেমত অঙ্গার ছাই, রস কস কিছু নাই, তেমত শরীর মোর ভাসে * বুঝাইলে না বুঝে মনে, মরিব সে শামা বিনে, বল বন্ধু কি হবে উপায় ॥ কোন ইচ্ছা নাহি মনে, দহে তনু দিনে দিনে অগ্নির হলকা যেরাখয় * শামাকে উঠিলে মনে, গঙ্গা গৌরি-দু-নয়নে, বহি চলে কুমার নয়নে ॥ কান্দে বন্ধুর গলে ধরি, বন্ধু কহে আহা মরি, ব্যথা নাহি সহে মোর প্রাণে * কুমার কান্দন শুনি পাষাণ হইল পানি তার দুঃখে কান্দে বন্ধুগণ ॥ ছৈয়েদ আকবর ভনে পাবে শামা বহু দিনে, তার সঙ্গে আর দুইজন * সুখ দুঃখ পরিহরি, কান্দিলে গমন করি, যদি পার উদ্দেশিতে তারে ॥ বাসনা পুরিবে তব, মনে কর অনুভব, এহি কথা আমি কহি তারে *

রাগ ভাটীয়াল পয়ার।

ফোররখেরে বন্ধু ভাবি রাজার কুমার ॥ যত কথা দেলে ছিল করিল প্রচার * বন্ধুকে যতেক কথা কহিল কুমার ॥ কহিল ফোররখ সব রাজার গোচর * রাজা এ সংবাদ শুনি হইল বিয়োগী ॥ রতি কলা স্থানে কহে হৈল পুত্র যোগী * অল্প বয়সে পুত্র হৈল তোমার আমার ॥ প্রভুয় প্রথমে দিল একই কুমার * ললাটে আছিল লেখা হইল তনয় ॥ পুত্র দেখিছিনু বহু আনন্দ হৃদয় * আঁখির পুতলি মোর জীবের জীবন ॥ মদনে পীড়িত হৈয়া ঘটিল মরণ * এতেক কহিয়া রাজা

রতিকলা তরে ॥ উপদেশ দিল বহু পুত্রের ব্যাপারে * রাজা বলে শুন রাণী যদি মনে ধরে ॥ সোনা রূপা দান দিয়া রাখ পুত্র ঘরে * রতিকলা বলে মোর কিছু নাহি বুদ্ধি ॥ হতাশ হইয়া বলে হারাইয়া শুদ্ধি ॥ যদি বা না দাও ছাড়ি যাইবে পালাই ॥ নতুবা মদন তাপে মরিবে সুখাই * যদি সে কুমারে তুমি আটক করিবে ॥ কন্যাকে ঘোষিয়া পুত্র আপনি মরিবে * মাতা পিতা আগে পুত্র যাইবে মরিয়া ॥ বল দেখি প্রাণ রবে কাহারে দেখিয়া * সাজ করি দেও যাক কন্যা উদ্দেশিয়া ॥ নতুবা মরিবে পুত্র কন্যাকে ঘোষিয়া * চিত্তে বুঝাইব গেছে বিভা করিবার। চক্ষে না দেখিব পুত্র হইতে সংহার * মরণ বাঁচন তার কিছু না দেখিমু ॥ বিয়া করি আসিবে হেন মনেতে জানিমু * সেই কথা সত্য এই মনেতে এখন॥ রাণী বলে পূর্ব্বে যেই গণিছে ব্রাহ্মণ * সেই কাল উপস্থিত হইল আসিয়া ॥ কভু না রহিবে পুত্র দেও সাজাইয়া * প্রভু দয়া থাকে যদি মোর পুত্র পরে॥ অবশ্য আসিবে পুত্র কে মারিতে পারে * না ভাবিও মনে দুঃখ শুন সমাচার ॥ তোমা আমা পুণ্য ফলে আসিবে কুমার * মোহাম্মদ আকবর কহে শুনহ রাজন ॥ প্রভু যাহা লিখিয়াছে না যায় খণ্ডন * অন্ন জল যেই খানে আছয় যাহার ॥ দুঃখে সুখে সেইখানে যাবে একবার *

রাজা ও রাণী কুমারকে কুমারীর উদ্দেশ্যে বিদায় দিবার বয়ান।

রাগ খর্ব্বছন্দ।

মনেতে ভাবিয়া রাজা করে বিভা সাজ॥ কুমার চলিয়া যাইতে বিবাহের কাজ * যেই মতে সাজাইল কহিতে না পারি॥ লিখিলে পুস্তক বাড়ে কালী যায় ঝরি * স্বর্ণসাজ

করাইল রাজার কুমারে ॥ দৃষ্টিতে করিতে যেন বিজলী সঞ্চারে দামিনী সদৃশ্য যেন যামিনী উজ্জল ॥ মুক্তায় উজ্জাল যেন এমহি মণ্ডল * অশ্বগজ সাজিল বাহিনী যত সৈন্য ॥ জঙ্গি পাহালওান সাজে রথে অগ্রগণ্য * দেওজাত জোড়া আদি রথ সাজ করি ॥ কুমার নিকটে আনে বাগডোর ধরি * মণি মুক্তা শোভিয়াছে ঘোড়ার লাগামে ॥ দেখিতে সুন্দর অতি হীরা ঠামে ঠামে * সুরঙ্গ পোলাদি দোলে দাউদ পাথর ॥ গলায় বাজায় ঘণ্টা দেখিতে সুন্দর * মুক্তার রেকাব ঘোড়ার দোলে দুই পাশে ॥ সাজাইল দেব ঘোড়া মনো অভিলাসে * নানান প্রকারে বহু তুষিল রাজন ॥ মাতা পিতা প্রণামিয়া করিল গমন * গলে ধরি জননীর করয় ও ক্রন্দন ॥ রাজা রাণী শোকাকুলা হৈল দুইজন * সমর্পিল পুত্রে নৃপ মহাপ্রভু স্থানে ॥ কহে কৃপা করি তুমি রাখিবে যতনে * অশ্বে আরো-হিয়া বীর যায় হেমাপুর ॥ রথারথী বহু সৈন্য চলিল প্রচুর * এইমতে চলি যায় রাজার কুমার ॥ এক মনে এক ধ্যানে ভাবি করতার * কতদিন চলি পায় মহা এক গিরি ॥ ব্যাঘ্র মৃগ সিংহ মৈষ মনুষ্য খায় ধরি * সে বনে কুকুর এক আছে বলবান ॥ মারিয়া কুমার সৈন্য দিল অপমান * ছাড়িলেক বন পন্থ হইয়া হুতাশ ॥ তার পাছে পাইল এক মনুষ্যের দেশ * সেই দেশে নর নাই রাজ্য করে নারী ॥ কুমারের চতুর্দ্দিকে রহিলেক ঘিরি কহে রাজ্য কর দিয়া ছাড় এই দেশ ॥ নতুবা আমার সঙ্গে কর যুদ্ধ বেশ * জিজ্ঞাসিল কুমারী তুমি কিবা চাহ কর ॥ নারী সঙ্গে অস্ত্র ধরি না করি সমর ॥ সহস্র পুরুষ চাহি দেও রাজ্য কর ॥ নতুবা আমার দেশে থাকহ বৎসর * অর্দ্ধেক তোমার সৈন্য দাও ভাগ করি ॥ আপনার ঘরে লিয়া রাখিব সম্বরী * এহি দেশে জন্ম হয় নারী ও পদ্মিনী ॥ পুরুষের জন্ম নাহি

শুণ সত্য বাণী * স্ত্রী জন্ম সেহি দেশে শুনি বিবরণ ॥ স্তুব্ধ-
রূপী হই ভাবে রাজার নন্দন * এমন আশঙ্কা কথা শুনি সবা
স্থানে ॥ কহিল দিবাম কর কালুকা বেহানে * যুক্তি করি সর্ব
সৈন্য রাজার সহিত ॥ নারী সঙ্গে যুদ্ধ করা না হয় উচিত * গুপ্ত-
রূপে যায় সবে এতেক ভাবিয়া ॥ ছাড়ি গেল সেই দেশ রজনী
হাটিয়া * এই মতে কত দিন হাটি গেল যবে ॥ জমশেদ জামির
দেশ পাইলেক তবে * মকবিল হেছাম রাজা জমশেদের নাতি ॥
বক্তারি দেশেতে সেহ ছিল নরপতি * তেলেছমাত জমশেদ
করিছে সর্ব দেশে ॥ মাতঙ্গ বান্ধিয়া রাখে মর্কটের আঁসে *
বাদক আছিল জান তাহার সঙ্গতি ॥ দশমন চাউল ভাত খায়
যেবা নিতি * এক দুই উটের মাংস প্রভাত নেহারী ॥ দশা
মণ রুটি হইলে খায় পেট ভরি * রাজার আদেশ পাইল
সৈন্যে রক্ষিতা ॥ তাহার সাক্ষাতে নাহি বলের যোগ্যতা *
রজনীতে থাকি সেই সৈন্যের প্রহরী ॥ দশ দণ্ড পথ আইসে
পলকে বিচারি * বক্তারী দেশেতে যদি গিয়া উত্তরিল ॥
রাত্রিতে মোহিত হৈল দিশা হারাইল * হিত উপদেশ কিছুনা
দেখি ভাবিয়া ॥ ভ্রমিতে লাগিল সব পথ হারাইয়া * শাহা-
বানে রাজা সঙ্গে যুক্তি করিলেন্ত ॥ ভ্রমিয়া ফিরয় সবে হারাইয়া
পন্ত * শাহাবান গণি কহে কুমার সাক্ষাতে ॥ জমশেদের
জ্ঞান বাজি এহি তেলেছমাতে * সমুদ্রের কুলে আছে পর্বত
মিনার ॥ সপ্ত শত হাত উচ্চ নির্ম্মাণ তাহার * সে মিনারে রাখি
আছে সপ্ত রাজ ধন ॥ তাহারে ভাঙ্গিতে যদি পারে কোনজন *
তবেত পাইবে পথ দিশা পাবে সবে ॥ কহিল বক্তারি ছাড়ি
যাইতে পারে তবে * এত শুনি রাজসুত চলে সেই মুখি ॥
বাদক চলয় সঙ্গে হই মন দুখি * কত দিনে গেল
সবে মিনার নিকট॥ দেখিয়া পর্বত হেন ভাবয় সঙ্কট *

নব শত পাহালওান কুমার সমাঙ্গ ॥ আছাড়ি মারিতে পারে মস্ত গজরাজ * মিনার নিকট গিয়া শক্তি রূপ চাইল ॥ কিঞ্চিত ঝঙ্কার দিতে কেহ না পারিল ॥ জেবল মুলুক ভাবি মোনাজাত করে ॥ আপনার কার্য্যসিদ্ধি মাগে প্রভুর তরে * মোনাজাত মাগে পাছে মাগে প্রতিকার ॥ সঙ্কট ভাঙ্গিয়া প্রভু করহ উদ্ধার * করুণা সাগর প্রভু তপসি সেবকে ॥ মিনার ভাঙ্গিয়া মোরে দেও শামারোখে * এ বলিয়া রাজসুত ধরিল মিনার॥ মস্তকে ধরিয়া বীরে মারিল হুঙ্কার * অঙ্গে যত বল ছিল দিল ধরি টান ॥ তুলিয়া মিনার ভাঙ্গি কৈল খান২ * মিনার ভাঙ্গিয়া দেখে অনেক কাঞ্চন ॥ পুঞ্জে পুঞ্জে রাখিয়াছে সপ্তরাজ ধন * যার যেই শক্তি ছিল নিল বিরবর ॥ মতিভ্রম ভাল হই চলিল সত্বর * বৃক্ষের উপরে দেখে ভাল ভাল ফল ॥ মেদিনী উপরে লতা ধরিছে সকল * লোভ হেতু চাহে সব ফল ভক্ষিবারে নিষেধিয়া শাহাবানে রাখিতে না পারে * তথাপি বাদক গেল আর কত জন॥ ফল ভক্ষিবারে আসে না মানি বারণ * ছিড়িতে লাগিল ফল সর্ব্ব সৈন্যগণ ॥ টাঙ্গিয়া রাখিল তরু সৈন্য সর্ব্বজন * দণ্ডকের পন্থ সর্ব্ব রহিল টাঙ্গনে ॥ আশ্চর্য্য জানিয়া সবে দুঃখ ভাবে মনে * কোন বুদ্ধি নাহি দেখে মুক্ত হইবার॥ শক্তিরূপে দেখি সবে না দেখি নিস্তার * যক্ষ দিগ নৃপ নামে রাজা জাজ্যেশ্বর॥ তাহার অগ্রেতে আসি কহিল খবর * হেনকালে সন্ধ্যা হৈল সূর্য্য বৈসে পাটে॥ বিশ্রাম করিল সবে রাজার নিকটে * অন্ধকার রাত্রি হৈল ঘোর দুর্ণিবার॥ ঘিরিল বক্তারি সৈন্য আসি চারি ধার * নিশি রাত্রি দেখি সবে আসি দল বল ॥ চৌদিকে জুড়িয়া আইসে বিদ্যুত অনল * গগণ উপরে থাকি করে হাহাকার ॥ শুন্যে থাকি দেও সবে বলে মার মার * ভয়ঙ্কর জানি সবে হইল কম্পিত ॥ শাহাবান

শামারোখ

গণে কহে রাজার বিদিত * দেবতা মানুষ্য নহে গন্ধর্ব্ব না হয়॥ মকবিলের বাজি এহি জানিও নিশ্চয় * ভয় না করিও দেখ এই তেলেছমাত॥ না থাকিবে এহি সব হইলে প্রভাত * ভয় পরিহরি সবে নিবারিল নিশি॥ তিমির প্রভাত কৈল দিবাকর শশী * প্রভাতে দেখয় সবে পক্ষী ভয়ঙ্কর॥ উড়িয়া আইল পক্ষী পর্ব্বত আকার * দেখিতে পলকে আইল সৈন্যের নিকট॥ ধরিয়া মনুষ্য খায় দুরন্ত বকট * অস্ত্র সব যত মারে কিছু নাহি লাগে॥ ভয় পাই সব সৈন্য ধায় চতুর্দ্দিকে * নৃপতি ধাইয়া গেল পর্ব্বত শিখরে॥ দেখে এক মুনি তথা বসিয়াছে ঝাড়ে * উর্দ্ধ মুখি বসিয়াছে পরম ধেয়ানে॥ গুরুপদ হেরে মুনি মুদিয়া নয়নে * ভকতি প্রণাম করি রাজার তনয়॥ মুনির সমুখে গিয়া করেন্ত বিনয় * ভকতি শুনিয়া মুনি প্রকাশিল আখি॥ কুমারকে জিজ্ঞাসিল মন দুঃখ দেখি * মুনির নিকটে তবে কৈল বিবরণ॥ তুষ্ট হই কহে মুনি শুনহ বচন * পক্ষী মারি-বারে মুনি কহিল সন্ধান॥ মহা অস্ত্র দিল আর ত্রিশুল প্রধান * লোহার গঠন সেই মুনির ত্রিশুল॥ যাহাকে মারিতে কহে করয় নির্ম্মুল * সত্য কথা মুনি যদি কহিল ভাঙ্গিয়া॥ যে সকল লুটকিছে আনিতে খুলিয়া * আর যত শিখাইল গৃহের বিচার॥ কুকুর দেখিয়া এক গৃহে রাজ দ্বার * কুকুরের বুকে লিয়া মার এই শ্বর॥ শ্বরাঘাতে তার মুখে উড়িবে ভ্রমর * উড়িয়া যাইতে অলি পিছে পিছে যাই॥ যেই স্থানে লই যায় সেই স্থানে যাই * তথাতে দেখিবে এক মনুষ্য মুরত॥ লোহার শিকল হাতে আছে অবিরত * এই শ্বর লিয়া তাতে মার পুনর্ব্বার শ্বরাঘাতে সেই মুর্ত্তি হইবে সংহার * মরিলে তাহাতে পাবে মুকল সকল॥ তেলেছমাত জমশেদ তবে ভাঙ্গিবে সকল * ত্রিশুল পাইয়া বীর হরষিত হৈয়া॥ নাম

জিজ্ঞাসিল পাছে চরণে পড়িয়া * আশীর্বাদ দিল তারে ব্যাসয় তখন ॥ তোর মনকার্য্য সিদ্ধি হউক ঘটন * সত্য সত্য পুরিবেক তোর মনস্কাম ॥ তখনে জানিবে দৈত্য ব্যাস মোর নাম * এ বলিয়া ব্যাস মুনি করিল বিদায় ॥ প্রনাম করিয়া রাজা পন্থে চলি যায় * যাইয়া দেখয় সেই পক্ষি দুষ্ট বর ॥ কুমারে গ্রাসিত পক্ষি আসয় সত্বর * গাণ্ডিব ধরিয়া বাণ হানিল তখন ॥ বিন্ধিয়া পড়িল বুকে পর্ব্বত সমান * ভ্রমর্মতি হই বীর করিল গমন ॥ কুকুর মারিতে বীর চলে ততক্ষণ * তবল মারিয়া সৈন্য কৈল্য একেস্তর ॥ ব্যূহ রচিবারে বীর গেলেন্ত সত্তর * ব্যূহ দেখি রাজ সুত হল চমকিত ॥ আকাশ সমান দেখি ব্যূহের গঠিত * নানারূপ দেও সব অতি ভয়ঙ্কর ॥ ধনুশ্বর হস্তে করি আছে একেশ্বর * ধনুতে জুড়িয়া বাণ রহিছে খেচিয়া ॥ কুমার নিকটে গেল ভয় না করিয়া * ব্যূহ দ্বারে গিয়া বীর জুড়িল পঞ্চবান ॥ কুকুরে মরিতে বীর করিল সন্ধান মহাশব্দ হইলেক প্রলয় আবার ॥ চতুর্দ্দিকে ঘিরে সবে বলে মার মার * দণ্ড চারি ছিল এই শব্দ কোলাহল ॥ তার পাছে হইলেক সমস্ত নির্ম্মল * দ্বারে যত বীর ছিল মৈল আচম্বিতে বাজি ভঙ্গ হই সব লাগিল গিরিতে * অতি কোপে মারিলেক কুকুর উপর ॥ তার মুখ হন্তে বহু উড়িল ভ্রমর * উড়িয়া চলিল অলি শুন্যে আরোহিয়া ॥ তার পিছে পিছে বীর চলিল ধাইয়া * গহন কাননে গেল অরণ্য ভিতর ॥ তাহাতে পাষাণ ঘর অতি মনোহর * তার মধ্যে এক মূর্ত্তী মনুষ্য আকার ॥ তাহাতে শিকল করিয়াছে আনিবার * দিয়াছিল মুনি এক লোহার সলাই ॥ সেই বান বীরবরে মারিল খেদাই * বজ্রঘাত মারে- বীর করিয়া চীৎকার ॥ পর্বত পড়িল ভাঙ্গি করি হাহাকার * ভাঙ্গিয়া মুরতি বীরে দেখে অপরূপ ॥ বহু গৃহ ভাঙ্গি পন্থ

হইল স্বরূপ * কুকুর মরিল যত ছিল বহু দূর ॥ নিকটে আসিয়া সবে দেখয় প্রচুর * একত্র হইয়া সব গেল শীঘ্র গতি ॥ মকবিল দ্বার আগে হরষিত মতি * কুমার লেখয় পত্র মকবিল বিদিত ॥ তোমা সঙ্গে যুদ্ধ মোর না হয় উচিত * পন্থ ছাড়ি দেও মোরে যাব হেমপুরে ॥ মকবিল উত্তর দিল না ছাড়িব তোরে * মিনার ভাঙ্গিয়া মোর কুকুর মারিছ ॥ তেলেছমাত ভাঙ্গি মোরে অপমান দিছ * তোমাকে ধরিয়া আমি দিব অপমান ॥ সময়ে বুঝিয়া লৈব শক্তি অনুমান * পত্রের উত্তর লিখি রহে সাজ করি ॥ সিংহনাদ ছাড়ি বীর চলয় বক্তারি * তা শুনি কুমার সৈন্য হরিষ অপার ॥ সর্ব্ব সৈন্য সাজি আইল মকবিল শহর * যমের সমান বীর গদা শাল তরু ॥ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন এক সাল সরু * দোহান হইল যুদ্ধ অতি ঘোরতর ॥ বাদক ধরিয়া মারে বড় বড় নর * কুমারের সৈন্য সব দেওএ ধরি চিরে ॥ অপমান হৈল সব বক্তারির বীরে * ফোররথ পাল ক্রোধ করে গোর্জ্জ লই হাতে ॥ বাহু বলে মারে গোর্জ্জ গজ রাজ মাথে * বক্তারির সৈন্য মারি কৈল ছার খার ॥ মারিয়া করিল স্তুপ পর্বত আকার * ত্রাস পাই বক্তারির সৈন্যদল ভঙ্গ ॥ সিংহের গর্জ্জনে যেন পালায় কুরঙ্গ ॥ দিবাকর ঘরে যদি গেলেন চলিয়া ॥ তিমির করিল ঘোর পৃথিবী ভরিয়া * হরষিত হই রাজা লয়ে সৈন্যদল ॥ সেই স্থানে রহিলেক করিয়া মঞ্জিল * সৈন্য সেনাপতি সব ভোজন করিয়া ॥ আনন্দে যায়েন্ত নিদ্রা বিভোর হইয়া ॥ নিশী দুই ভাগ কালে তেলেছ-মাত সেরা ॥ বক্তারিয়ে আজ্ঞা দিল রাক্ষসের ঘোড়া * সমুখে না জিনী যুদ্ধ বিমুখে যাইয়া ॥ নিদ্রা যোগে বীর সব আইসহ ভক্ষিয়া * নৃপতির আজ্ঞায় ঘোড়া করিল গমন ॥ যথা আছে চাঁমরী সৈন্য করিয়া শয়ন * একে একে ধরি খায় না ভরে

উদর ॥ এই মতে সৈন্য সব খাইল বিস্তর * নিদ্রাতে আসিয়া যত বীর ধরি খায় ॥ দেখিয়া বাদক মনে বহু ভয় পায় * জাগাইল সৈন্য সব সাবধান হৈয়া ॥ অস্ত্রধারী সৈন্য সব শুল গদা লৈয়া * গদা শেল শুল লইয়া হইলেক আগে ॥ মহা কোলাহল শুনি সর্ব্ব সৈন্য জাগে * যেবা যায় তার কাছে তারে ধরি খায় ॥ প্রহার করিলে গদা নাহি লাগে গায় * গদা ধরি মারে বাড়ি গদা ভাঙ্গি যায় ॥ বিষম সঙ্কটে রক্ষা না দেখি উপায় * এক দুই করি খায় বীর মহাবলী ॥ সৈন্য মধ্যে হই-লেক মহা কোলাহলি * গন্ধ ধরি গেল ঘোড়া কুমার যেথায় ॥ লম্ফ দিয়া ধরে ঘোড়া কুমার গলায় * আহার ধরিয়া যেন লয়ে যায় বিড়াল ॥ তেন মনে নৃপ লই গেল মহাকাল * শক্তি অনুরূপ সবে খিচি মারে শর ॥ তার অঙ্গে লাগি অস্ত্র ভাঙ্গিল সত্তর * পর্ব্বত সমান যেন ঘোড়ার শরীর ॥ কুমার লইয়া দুষ্ট হইল বাহির * নৃপতি সাক্ষাতে লিয়া একে একে ছাড়ে ॥ এক দুই করি সব আগুলিয়া পারে * হাতে পায় বন্দি করি সকলে বান্ধিল ॥ বন্ধি ঘরে নিয়া সবে আটক করিল * কুমারকে নিয়া দিল নৃপতি বিদিত ॥ সুন্দর কুমার দেখি হৈল মহোশ্চির্ত * কতক্ষণে জ্ঞান লব্ধি চেতন হইল ॥ সামান্যর সুত নহে চরিত্রে বুঝিল * কুমারের রূপ দেখি ভাবে মোহ হৈয়া ॥ অবাক হইল রাজা রূপ নিরখিয়া * আজ্ঞা দিল আর সব নেও বন্ধি ঘরে * পুরির নিকটে রাখ রাজার কুমারে * রূপের বাখান দেখি রাজা মোহ পাইল ॥ এই বার্ত্তা পুরি মধ্যে রাণীরা শুনিল * রাণীর সাক্ষাতে বার্ত্তা পাইল শিরিলবে॥ কুমারে দেখিতে কন্যা নিত্য মনে ভাবে * রূপের বাখান তার করে সর্ব্বজন ॥ তা শুনিয়া কন্যার মন হইল উচাটন * কিরূপে দিখিবে তারে ভাবে দিবা নিশী ॥ ভাবের ভাবিনী যেন ধ্যানেতে তপসি * কুমারে রাখিল

নিয়া পুরির নিকটে॥ লোহার শিকলে বান্ধি পরম সঙ্কটে * এহি মতে রহিলেক বন্ধিখানা ঘরে॥ বিষম সঙ্কটে পড়ি কান্দে উচ্চৈশ্বরে * অধীন আকবরে কহে শুন গুনিগন॥ সঙ্কট খণ্ডিবে প্রাছে ভাব নিরঞ্জন * যে জনে আল্লার নাম স্বরে অভিরাম॥ নিশ্চয় হইবে তার পূর্ণ মনস্কাম *

বন্দি ঘরে মন দুঃখে কুমারের কান্দনের বয়ান।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

কান্দয় চামরী রাজ, থাকিয়া বন্দির মাঝ, তরিবারে না দেখি উপায়॥ বিরহেতে তনু জর, না দেখি নিস্তার মোর, প্রভু বিনে নাহিক উপায়॥ দুঃখের উপরে দুঃখ, বিরহেতে হানে বুক, প্রভু তুমি দেখ আখি ভরি॥ আমিত রাজার ছেলে, ছিনু সদা কুতুহলে, শিকল বন্ধনে প্রাণে মরি * ঘর হন্তে নিকলিয়া দুষ্ট হাতে ঠেকাইয়া, তুমি প্রভু না দেখ নয়নে, এতেক বিরহ জ্বালা, আর তাতে বন্দিশালা, এহি দুঃখ না সহে পরানে * আহা শামারোখ প্রান, তুমি দিয়া দরশন, করাইলা এই অপমান॥ আর কি হইবে দেখা, ফিরিয়া না চাও সখা, আর কি পাইব দরশন * তোমার পিরিতি স্মরী, চলিলাম হেমপুরী, পন্থে বুঝি হইল মরণ॥ এস এস শামা প্রিয়া, দেখ মোরে নিরখিয়া লইতেছি তোমার স্মরণ * কি করিব কোথা যাইব কার কাছে জিজ্ঞাসিব, কেবা মোর লইবে উদ্দেশ॥ কে মোর বান্ধব হৈবে আমাকে ছাড়াই দিবে, বন্ধনেতে প্রান হৈল শেষ * আহা প্রভু নিরঞ্জন হেন কৈলে কি কারণ, বিদেশেতে করিলা সংহার এক চিত্রে প্রভু আগে, শুদ্ধ ভবে বর মাগে, প্রভু মোর করহ উদ্ধার * তুমি প্রভু জগত সখা, শামা সঙ্গে করাও দেখা, তবে মোরে বধিও পরাণ॥ শামারোখ প্রাণ প্রিয়া, গেল মোরে

দুঃখ দিয়া, সেই ভাবে আমার মরণ * মরিব যে নাহি দায়, যদি শামে বার্ত্তা পায়, তবে সে জানিমু দুঃখ মোর ॥ নয়ন মুদিয়া থাকি, সেই রূপ ছায়া দেখি, আখি প্রকাশিলে নাহি আর * আমার দারুণ প্রাণে, ধৈর্য্য নাহিক মাণে, পাসরিতে নারি কদাচন ॥ কিবা নিশী কিবা দিশী, তপসীর মত বসি, মনে মাঙ্গি শামা দরশন * আহা শামা প্রাণশশী, করিমু তোমারে ঘুষি, এই করমে আছিল আমার ॥ আমি মরি বন্দি ঘরে, মোরে ঘুষি শামা মরে, দুই স্থানে মরণ দোহার * দুইজন দুই ঠাই, দেখা শুনা নাই পাই ঘুষি ঘুষি মরণ দোহার ॥ দুই জন একখানে, কর প্রভু এই ক্ষণে, এক স্থানে করাও সংহার * মোহাম্মদ আকবর কহে, কেহকার শত্রু নহে দৈবদশী নির্ব্বন্ধ লিখন ॥ তাহার দুহিতা আসি, হইবে তোমার দাসি প্রভু অজ্ঞায় তোমায় ছাড়িব * শুনিয়া তোমারি নাম, উদাসিনি অবিরাম অন্ন জল দিয়াছে ছাড়িয়া ॥ তোমার দর্শন আসে, কভু কান্দে কভু হাসে, সুসময়ে আসিবে চলিয়া *

শিরিলব কুমারের প্রেমে উন্মত হইয়া কুমারকে বন্দিখানা হইতে মুক্ত করিবার বয়ান
রাগ খর্ব ছন্দ

এক দিন রাজসুতা ভুবন মোহিনী ॥ চামরী রাজার কথা রাণী মুখে শুনি * রাণী বলে তোর পিতা কুমারে দেখিয়া ॥ মোহ হই পড়ি ছিল প্রাণ হারাইয়া * ইন্দ্র চন্দ্র নহে তাহা রূপের নিছনী ॥ দেখিবারে বহু শ্রদ্ধা করে রাজরাণী * মনে ভাবি কহে কন্যা সে হউক আমার ॥ যেই রূপে পারি আমি দেখিব কুমার * গুপ্তরূপে চাহি বাম করি প্রানপণ * অবশ্য কুমার সঙ্গে হবে দরশন * কুমারী শুনিল কুমার আছে বন্দি

ঘরে॥ ইহাতে ব্যাকুল কন্যা রহিতে না পারে * আর দিন শিরিলব ভাবে মনে মনে॥ কিরূপে কুমারের রূপ দেখিব নয়নে * ধারাইয়া নিজ চিত্ত আইল দেখিবারে॥ গুপ্তরূপে চাহে শিরি থাকিয়া বাহিরে * দেখিয়া কুমার রূপ করে হায় হায়॥ সোনার বরণ তনু ভুমেতে লোটায় * মেঘের নিকটে যেন বিজলী সঞ্চার॥ তেন মতে দেখিলেন রাজার কুমার * রাহু নিকটে যেন পুর্ণকলা শশী॥ মন দুঃখে বন্দি ঘরে রহিয়াছে বসি * দেখিতে দেখিতে কন্যা আখি উলটিল॥ ভাবে মগ্ন হই কন্যা ভুমেতে পড়িল * কতক্ষন পরে শান্ত হইয়া কুমারী॥ কুমার নিকটে কন্যা গেল শীঘ্র করি * মদনে উদাস হৈয়া কাঁপে থর থর॥ কি বলি কহির কথা ভাবে মনান্তর * মন দুঃখে পড়িয়াছে নয়ন মুদিয়া॥ শামা রূপ হেরে বীর ধেয়ান করিয়া * কতক্ষন কন্যা তারে চাহিয়া নয়নে॥ পাছে জিজ্ঞাসিল এথ চাহত আপনে * কি শোকেতে পড়িয়াছ ভুমির উপর॥ আখি খুলি মোর সনে করহ উত্তর * চক্ষু মেলি চাহে বীরে জগৎ মোহিনী॥ হেরিতে হরয় প্রাণ শামারোথ জিনি * পরনে পিতাম্বর-স্বাড়ী জরীর আচল॥ মনি মুক্তা খোপা শোভে করে ঝলমল * কাঞ্চন মানিক্য চুড়া গুথিয়াছে পাছে॥ গজ মুক্তা গুথন মালা গলেতে শোভিছে * বান্ধিছে মোহন চুড়া জ্যোতিয় কামিনী॥ ফনী ফণা ধরে যেন রসের নাগিনী॥ শিরে শোভে ফনী মনি নক্ষত্র আকাশে॥ মধুরস যিনি বাক্য গদ গদ হাসে * মুখে শোভে দন্ত মুক্তা প্রবল গাহিনী॥ প্রবাসী উদাসী যেন মানিক্য ভাবিনী * কন্যারে দেখিয়া বীরে পুছিলা বচন॥ দুখিয়ার নিকটে নি-দুক্ষী কি কারণ * কন্যায় কহিল শুন আমিও দুক্ষীত॥ দুক্ষীয়া দুক্ষীনী সঙ্গে রাখিও পিরিত * যে অবধী শুনিয়াছি তোমা বান্দি বাণী॥ তোমা শোকে প্রাণী

দহে দিবস যামিনী * তোমারে দেখিতে আমি নিরবধি চাই ॥ কত আমি ফিরি গেছি মনে ভয় পাই ॥ তোমারে দুঃখের কথা আমি সত্য জানি ॥ মোর প্রাণ দিতে আশা তোমার নিছনি* মকবিলের সুতা আমি নামে শরিলব ॥ তোমার পীরিতি ভাবে হইনু উচ্ছব * তোমার চরণে আমি হৈনু ভজমান ॥ প্রেম দিয়া প্রাণ রাখ কর পরিত্রান * বন্ধন মোচন কর দিবাম ছাড়িয়া ॥ যদি বা না যাও তুমি মোকে ভাড়াইয়া * কুমারি বলয় মোর না লাগয় ভাল॥ শামারোখ বিচ্ছেদ ভাবে তনু হৈল কাল * কুমারের দুঃখ শুনি শিরিলব আসি ॥ শিকল বন্ধন সব খসাইল বসি * সুগন্ধি গোলাব আনি করাইল স্নান ॥ নানা মিষ্টদ্রব্য পাছে করাইল ভোজন * ভোজন করিয়া তুষ্ট হৈল বীর অতি ॥ নিকটে বসিয়া কন্যা মাগয় পীরিতি * কন্যা মনে অভিলাষ করিতে কুমার ॥ কুমারের 'মনে প্রেম ভাবয় শামার * না কর কুমার প্রেম শিরিলব সনে ॥ শামারোখ বলি সদা ঘোষে তার মনে * বিস্মৃত হইয়া বীর চাহে যাইবারে॥ শিরিলব যত্ন করি বান্ধিল তাহারে * দেখায় পাগল মতি কভু নাহি স্থির ॥ বন্ধি করি রাখি কন্যা হইল বাহির * লোহার শিকল দিয়া কুমারে বান্ধিয়া ॥ নিজ ঘরে গেল কন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া * তার পরে যায় কন্যা করিতে মোকল ॥ বহু ভক্তি করি তারে খাওয়ায় অন্নজল * কন্যার সহিত বীরে না করয়ে খেলা ॥ দুঃখিত হইয়া কন্যা ঘরে চলি গেলা * ঘরে গিয়া রাজসুতা রহিতে না পারে ॥ পাগলিনী করিয়াছে চামরী কুমারে * আর দিন আসি কন্যা কুমারের পাশ ॥ কাকুলি করিয়া কহে মন অভিলাষ * যাহার কারণে তুমি কান্দিলেন যাবে ॥ কারাগারে থাকি বল কিরূপে পাইবে * যাহার কারণে তুমি আসিয়াছ এথা ॥ মোরে যদি হও বাম খাও তার..

মাথা * আমাকে বিষাদ কর কিসের কারণ॥ কাপট্য ছাড়িয়া কেন না কহ বচন * কাকুতি দেখিয়া বীর কহিল কন্যাকে॥ চোর বলি কহিবে লোকে শুনহ আমাকে * সত্য করি কহিল কন্যা কুমার গোচর॥ স্ত্রী বধ দিব আমি তোমার উপর * মোর মন সিদ্ধি তুমি না পুরালে আশ॥ বিধাতা তোমার আশা করুক নৈরাশ * কাকুতি শুনিয়া বীর তুলে লৈল কোলে॥ বদন চুম্বিয়া বীর প্রেম রসে বলে * মোকল করিয়া দেও যাইতে ত্বরিত॥ ফিরিয়া আসিবে এথা তোমার পুরিতে * পরিণয় হয় যদি আমার সহিতে॥ দেশেতে যাইতে তোমা লিব একসাথে * প্রান যদি রহে সেথা আনিব ফিরিয়া॥ তোমারে বরিব সত্যশুন প্রান প্রিয়া * কুমারী কহিলা তুমি কিরূপে যাইবে॥ বাহির হইতে অস্ত্র শতেক খাইবে * ঘরের দ্বারেতে যত আছে বীর বৈরী॥ মরা রূপে তোমারে আনিবে পুনঃ ধরি * সে সব ছাড়িয়া তুমি কিরূপে যাইবা॥ এখন বাহির হলে মনে দুঃখ পাইবা * কন্যার বচন শুনি কহেন কুমার॥ তোমা হতে হবে মোর কোন উপকার * কন্যা বলে তুমি যদি সত্যকার দড় ছুটানি করিব বন্দ আগে মোরে বর * এহার সন্ধান আমি দিব সর্ব্বসাজ॥ পিতাকে জিনিবা তুমি পলকের মাঝ * শুনিয়া কন্যার কথা করিল শপথ॥ না যাইব না বরিলে তোমা হেমাপথ শিরিলব বলে তুমি সত্য কর দড়॥ শামারেখ মাথা খাও যদি মোরে ছাড় * এই সত্য হইল সার কহিল কুমারে॥ না ছাড়িব আমি তোমা না বরিলে মোরে * কন্যার শিরিতে হাত ধরিয়া কুমার॥ এই মতে ধর্ম্ম সাক্ষী কৈল তিনবার * কহিলেক জাল খড়্গ দিবান আনিয়া॥ আমাকে মারিবে বাপে এ সব শুনিয়া * অধরে অধর দিয়া কহেন্ত কুমার॥ তোমার প্রাসাদে দুঃখ খণ্ডিবে আমার * হরষিতে রাজসুতা কুমার লাগিয়া॥

প্রণাম করিল কন্যা চরণে পড়িয়া * কুমারী কহিল আমি যাই নিজ ঘরে॥ জাল খড়্গ লই ফিরি আসিব সত্বরে * পুরি মধ্যে গিয়া কন্যা শুনে এই সার॥ কুমারে কাটিবে রাজা কালুকা ফজর * আলাপ করিছে সেই পাপী শত্রু সবে প্রভাতে কুমারে কাটি কালীকে পূজিবে * এতেক শুনিয়া কন্যা হইল চমকিত॥ শ্বর খাই মৃগ যেন ফিরে আকুলিত * দিন যাক দিন যাক কুমারীর মনে॥ রাত্রি রাত্রি হোক মাঙ্গে প্রভুর স্থানে * সন্ধ্যাকাল হৈতে কন্যা মনেতে ভাবিয়া॥ জাল খড়্গ অসিধার সঙ্গিত লইয়া * বন্দিঘরে গেল কন্যা ভাবি নিরঞ্জন॥ বন্ধন মোচন করি করাল ভোজন * খাওাইল অন্ন জল কহিল তখন॥ কালুকা বেহানে সত্য তোমার মরণ * কহিয়াছে মহারাজ পূজিবারে কালী * তোমারে কাটিয়া দিবে কালিকার বলি * এ বলিয়া জাল খড়্গ আর অসিধার কুমারের হস্তে দিল ভাবি করতার * জাল খড়্গ দিয়া কন্যা কহিল তখন॥ শীঘ্রগতি বহির্গত হও এইক্ষণ * এত শুনি হেট মাথা হইল কুমার॥ কান্দিয়া রাজার সুতা হই জারজার * অধরে অধর রাখি বদনে বদন॥ গলাগলি দুইজনে করয় কাঁদন কন্যা বলে কহ আমি কিরূপে বাঁচিব॥ হেন চন্দ্রমুখ আমি আর কি দেখিব * কিরূপে বাঁচিব আমি অভাগিনী প্রান॥ এ বলিয়া চাহে কন্যা ত্যাজিতে পরাণ * কহ নাথ আমি প্রাণ কিরূপে রাখিমু॥ তুমি হেন প্রাণনাথ কোথাতে পাইমু * এহি মতে শিরিলব বহু বিলাপিল॥ পুস্তক বাড়ন হেতু তাহা না লিখিল * কুমার কন্যাকে তবে সম্ভাষি বিস্তর॥ অবশ্য পাইবা মোরে না হও কাতর * আমাকে বধিতে পারে হেন শক্তি কার॥ মোর হেতু প্রাণ সখি না কাঁদিও আর * এ বলিয়া কুমার কুমারী কোলে লইয়া॥ নানামতে

বুঝাইল শাস্ত্র দেখাইয়া * শান্ত হই কহে কন্যা শুন সমাচার
জাল খড়গ যেই কর্ম্ম করিবে তোমার * এই খড়গ মারে যারে
না বাঁচিবে আর ॥ যমের দুয়ারে যাবে হইয়া সংহার * সও-
হাত দীর্ঘ পাশে দেখ এহি জাল ॥ কহিয়াছে দাউদ নবী এহি
বড় কাল * যাকে আজ্ঞা কর তুমি তাহাকে বান্ধিবে ॥ দেব
দৈত্য মান যক্ষ প্রানে না বাঁচিবে * ছয় ঘড়ি পথ আগে চাপিয়া
পড়িবে ॥ তার মধ্যে পড়িবে যত প্রানে না বাঁচিবে * জালের
যাতনা আর খড়গ অসিধার ॥ এই দুই ক্ষেপে যারে করিবে সংহার
আর কিছু কহি আমি শুন মহাজন ॥ মোরবাপ সঙ্গে তব হবে
বহু রণ * জ্বাল দিয়া বন্ধি করি না বধিও প্রানে ॥ পুনঃ পুনঃ
দিব্য দিয়া কহি তোমা স্থানে * এ বলিয়া রাজ কন্যা প্রণাম
করিয়া ॥ বিদায় করিল তারে বহু সন্তোষিয়া * জাল খড়গ
পাই বীর হরষিত মনে ॥ বাহির হইল বীর ভাবি নিরঞ্জনে
ক্রোধ মুখে তান সঙ্গে যে কহে উত্তর ॥ হানয় বিষম খড়গ
তাহার উপর * এই মতে কতজন করিল বিদায় ॥ রাক্ষস
আছিল যত করিল সংহার * মারিয়া তাহার সৈন্য গেল
বন্দি ঘরে ॥ আপনার যতেক সৈন্য আনিল বাহিরে * বন্ধন
কাটিয়া সবে করিল মোচন ॥ নিজ সৈন্য লয়ে বীর করিল পয়ান
যেবা যথা গিয়াছিল ভয়ে পালাইয়া ॥ একত্র করিল সব তলব
মারিয়া * সৈন্যের মাঝারে বীর করে সিংহনাদ ॥ জানিল
সকল সৈন্য ঘটিল প্রমাদ * প্রহরের পন্থ যদি গেলেন কুমার ॥
মকবিলের স্থানে সবে কহে সমাচার * তোমার যতেক সৈন্য
মারিয়া চামরী ॥ মহাবলে চলি যায় সিংহনাদ করি * বন্দী
হন্তে নিজ সৈন্য নিয়াছে কুমার ॥ রক্ষিত বহুত সৈন্য বধিছে
তোমার * দল বল লই রাজা যায়েন্ত চলিয়া ॥ আপনে মকবিল
দেখে তক্তেতে বসিয়া * নিজ সৈন্য ডাকি রাজা কহিল সবারে

ঘিরিয়া মারহ সবে চামরী রাজারে * ঘির ঘির করি সবে চৌদিকে ঘিরিল ॥ দেখিয়া অপার সৈন্য খড়্গ তুলি লিল * বলিলেক জাল খড়্গ কহ তুমি কার॥ পূর্ব্বে ছিনু মকবিলের এখন তোমার * মোর যদি হও দেখ আইসে মারিবারে ॥ জাল খড়্গ বলে রাজা বিদায় দেও মোরে * এত শুনি জাল খড়্গ দিলেক ছাড়িয়া ॥ ছয় ঘড়ি পন্থ বেড়ি রহিল চাপিয়া * যতেক পড়িল সৈন্য সকল মরিল ॥ ফিরিয়া কুমার হাতে তখনেআইল তা দেখিয়া মকবিল ক্রোধ হইল অতি ॥ নিজ জাল খড়্গ লাগি গেল শীঘ্রগতি*চিরকাল জাল খড়্গ রাখে যেই স্থান॥ বক্তারি ভাণ্ডারী থাকে তার নেঘাবান*ডাকি কহে জাল খড়্গ আনি দেও এবে ॥ কহিল ভাণ্ডারী তাহা নিল শিরীলবে * বোধ হয় জাল খড়্গ শিরীলব নিছে॥ সেই জাল খড়্গ লিয়া চামরিকে দিছে * বিপরীত এইমত শুনি তার কথা ॥ ক্রোধ করি মকবিল কাটিল তার মাথা * শিরীলবে আনি রাজা বহুত গর্জ্জিল ॥ সোনার দরূকা দিয়া বান্ধিয়া রাখিল * হস্ত পদে দারূকা দিয়া করিল বন্ধন ॥ ক্রোধ করি পাছে রাজা কহিল বচন * চামরির রাজে আমি আনিব ধরিয়া ॥ অনলে পোরাব দেহ একত্র করিয়া * মহা কোপে গেল রাজা যুদ্ধ করিবার ॥ লাগিল বিষম যুদ্ধ সে দুই রাজার * মকবিলের সৈন্য মারি কৈল ছারখার অবশেষে ধরি অপমান কৈল তার * বান্ধিয়া রাখিল তাকে দয়া অপমান ॥ সে রাজার সৈন্য লই আর পাত্র গণ * রাজ সিংহাসনে চড়ি বসিল কুমার ॥ হইল নৃতন রাজা রাজ্য অধিকার*বন্দিতেথাকিয়া কন্যাপাঠাইলদাসী ॥ কুমার নিকটে বার্ত্তা কহিলেক আসি * শুন কহি নরপতি তোমা বিদ্যমান॥ তোমার কারণে কন্যার ঘটিল মরণ * হস্তে পদে বেড়ি তার বিরহে তোমার ॥ মরণের দেরি নাই শ্বাস মাত্র সার * জাল

খড়গ তোমাকে যে দিবার কারণ ॥ মহারাজ করিয়াছে তাহারে বন্ধন * একথা শুনিয়া কুমার পুরি মধ্যে গেল ॥ শিরিলব বন্ধী হইতে মোচন করিল * মিনতি করিয়া বীর শিরি লিল কোলে ॥ লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে * যেই ঘরে শিরীলবে করিল বন্ধন ॥ সেই ঘরে মকবিলেরে আনিল তখন * হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া কৈল অপমান ॥ বুকেতে তুলিয়া দিল দারুন পাষাণ * এক রাত্রদিন রাজা বন্দিতে রহিল ॥ কন্যাকে ডাকিয়া ফের কহিতে লাগিল * মকবিল কহিল সুতা মোর মাথা খাও ॥ চামেরীকে কহি তুমি আমাকে বাচাও * আমাকে বাচাও সুতা আপনে যাইয়া ॥ চামরী রাজার স্থানে তোকে দিব বিয়া * এত শুনি রাজকন্যা হরষিত হৈয়া ॥ ভক্তি ভাবে প্রণামিল তার আগে গিয়া * কুমারের আগে গিয়া কহে রাজ সুতা আমা সনে প্রেম ভালা বন্দী মোর পিতা * হাসিয়া কুমার কহে আমি আজ্ঞাকারী ॥ যে আজ্ঞা করিবে তুমি সেই আজ্ঞা ধরি * শাহাজাদী বলে তুমি কর এই কাজ ॥ সিংহাসন ছাড়ি দেও বাপে করুক কাজ * কন্যার বচন শুনি রাজাকে আনল ॥ সৈন্য সেনা সিংহাসন সব ছাড়ি দিল * সিংহাসন পাই রাজা বলিল তখন চামরী রাজার কর বিভার সাজন * পূরি মধ্যে রাণী পাশে কহে নরপতি ॥ কন্যার বিভার সাজ কর শীঘ্রগতি * আজ্ঞা অনুসারে যত যুবক যুবতী ॥ আসি সাজাইল যত রাজবালা সতী * নানা শব্দে বাদ্য বাজে নানা যন্ত্র ধ্বনি ॥ কুমার কুমারী দুই এক স্থানে আনি * কাজিজী আসিয়া দোহে পড়াইল বিয়া উপদেশ কৈল্য পাছে সরা পড়াইয়া * আর যত শাস্ত্র ভেদ কহি লেক কাজি ॥ তুষ্ট হই গেল কাজি দোন করি রাজি * দিবানিশি সুর শশী আনন্দে দুইজন ॥ রস বৃন্দাবনে বসি ভাবে নিরঞ্জন রতি কর্ম্ম নাহি কিছু কন্যা মনে ভাবে ॥ কুমারকে আসি সখি

জিজ্ঞাসিল তবে * রজনী কামিনী সনে খেলা নাহি কর
এহি রীত বুঝি দেশে নাহিক তোমার * এত শুনি কহে বীর
সখিরে হাসিয়া ॥ সত্য ডোরে শামা মোরে রাখিছে বান্দিয়া *
পুনি হাসি হাসি কহে বীর মহামতী ॥ শামা দরশন হইলে ভুঞ্জিব
সু-রতি * শামা সনে সত্য আমি করিয়াছি সার ॥ সেই বিনে
অন্য নারী বিফল আমার ॥ এইমতে কতদিন সেই স্থানে ছিল
রাজকন্যা স্থানে বীর বিদায় মাঙ্গিল * হেমাপুরে যাই এবে
দাওনা মেলানি ॥ বত্রিশ বাদামী নৌকা কন্যা দিল আনি *
দ্বাদশ বৎসরের অন্ন জল শিরী দিয়া ॥ দুই দিগে সৈন্য দিল
নৌকায় তুলিয়া * রাজা রাণী প্রণামিয়া শুভ সম্ভাষিল ॥ শিরী
সম্ভাষিতে বীর মন্দিরে চলিল * কোলেতে লইয়া কন্যা কহে
মিষ্ট বাণী ॥ অল্প কত দিন তরে করহ মেলনী * কান্দি
কান্দি কহে কন্যা আমি অভাগিনী ॥ তোমার কারনে হৈনু
কুল কলঙ্কিনী * কিরূপে রাখিব আমি পাপীষ্ঠ জীবন ॥ তোমাকে
ঘুষিয়া মোর হইল মরণ * গলেতে ধরিয়া কহে শুন প্রাণপ্রিয়া
আমিও যাইব নাথ সঙ্গিত হইয়া * কাঁদিয়া কহিল কন্যা গদ
গদ বাণী ॥ দুঃখিনীরে সঙ্গে লও তুমি গুণমণি * কুমার কহিলা
হেন কাপুরুষের কাজ ॥ শুনিলে এ সব লোকে দিবে দোহে
লাজ * হেন কর্ম্ম কেবা করে ত্রিজগত ভরি ॥ সরম শঙ্কট দূরে
সঙ্গে নিতে নারী * অল্প কত দিন থাক চিত্তে ধৈর্য্য দিয়া ॥
প্রাণে বাচি থাকি যদি আসিব ফিরিয়া * ধরিয়া কুমার গলে
কোলেতে বসিয়া ॥ ঝুমকি ঝুমকি থাকি উঠয় কাঁদিয়া * কুমা-
রের মুখপানে চাহি ঘন ঘন ॥ কি হবে কি হবে করি করয়
কাঁদন * কন্যার নয়ন জলে ভিজিল বসন ॥ সম্বরিতে কুমারে
না পারে কদাচন * কান্দি২ কহে কন্যা শুন প্রাণেশ্বর ॥ বল
আমি কোন রূপে পাইব খবর * এ বলিয়া রাজকন্যা কাঁদে বারে

বার ॥ সহিতে না পারি সঙ্গে কাঁদয় কুমার * হৃদয়ে হৃদয় দিয়া বদনে বদন ॥ গলে ধরি দুই জনে করয় কান্দন * বিস্তর কান্দিয়া বীর বহু সম্ভাষিল ॥ নানান প্রকার করি কন্যা বুঝাইল অধীন আকবরে কহে মন শান্ত কর ॥ বিরহ অনলে শামা মরে হেমাপুর * তোমার কারণে শামা কান্দে অবিরাম ॥ নিশি দিশি জপিতেছে আপনার নাম *

রাজকুমার হেমাপুর যাইবার বয়ান।
রাগ পরিতাল ছন্দ।

শিরীলবে সন্তাষিয়া রাজার কুমার ॥ হেমাপুর পন্থ লৈল উদ্দেশে শামার * ভক্তি ভাবে প্রভু ভাবি চড়ে গিয়া নায় ॥ সৈন্য সেনা লই বীর হইল বিদায় * সমুদ্র গহীন নৌকায় যায় মহাবেগে ॥ বত্রিশ বাদামী নৌকা যায় বায়ু আগে * এহি মতে কতদিন বঞ্চিল নৌকায় ॥ পন্থ হারাইয়া সবে কালাপানি পায় * সেই স্থানে নাহি ভাটা নাহিক উজান ॥ উল্টা মুরুতে বহু দিল অপমান * মনুষ্যের হস্ত মত দেখয় সম্পাস ॥ জল হৈতে উলটিয়া মারয় উল্লাস * বানাইছে ছেকেন্দরে সেই কল হাত ॥ দেখিলে না যায় কেহ সেই জল পথ * চতুর্দ্দিকে নিরা-কার নাহি স্থল কূল ॥ তাহাতে যাইয়া সবে দিশা হইল ভুল * বহু কষ্টে তথা হইতে ফিরাইল নাও ॥ লত পানি পাইল আসি তথা নাহি বাও * কতদিন ছিল তথা হইয়া নৈরাশ ॥ এক পক্ষী উড়া দিল জুড়িয়া আকাশ * তাহার পাখের বায়ু নৌকা চলি যায় ॥ কাহারে কোথায় নিল নাহি পরিচয় * পক্ষীর পাখের বায়ু নৌকা খান খান ॥ কোথায় কাহাকে নিল নাহি পরিমান * কুমারে ভাসিয়া গেল গহিন সাগর ॥ সৈন্য সেনা নিল স্রোতে বক্তারি সহর * নিরক্ষিয়া চাহে বীর পথ না দেখয় ॥ উচ্চল

পর্ব্বত দেখি মনে পাইল ভয় * সেখানে রহিল বীর হইয়া কাতর ॥ হেনকালে আইসে দেখে সর্প অজাগর * পর্ব্বত জগত কাঁপে সেই সর্প ভারে ॥ লুকাইতে চাহে বীর দেখি তার তরে * মহাকাল সর্প দেখি মনে ভয় পাই ॥ জলদি তফাতে গিয়া রহিল লুকাই * সমুদ্রে নামিয়া জল খায় সেই সাপে ॥ নিকটে রহিতে নারে ভুজঙ্গের তাপে * মেঘে যেন টানে জল সেই মত শোষে ॥ জল স্রোত ফিরি গেল ভুজঙ্গ তরাসে * হেনকালে শুনে শব্দ ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ আসিয়া পড়িল অলি ভুজঙ্গের শিরে * সেই অলি দন্তে দন্তে করি কর মড় ॥ বসিয়া সর্পের মুণ্ডে মারিল কামড় * অলির দংশনে সর্প নিঃশব্দে রহিল ॥ উগলিয়া ফেলে জল যতেক খাইল * দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি সর্প সেইখানে মরে ॥ প্রহর বিলম্বে সর্প মাংস খসি পড়ে * হেন কালে মেঘ খণ্ড আকাশে ধরিয়া ॥ বরষিয়া দিলজল পৃথিবী ভাসাইয়া * সে জলে সর্পের মাংস ধুইয়া যে গেল ॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া বীর প্রভুকে স্মরিল * সে সর্প অস্থিতে সিড়ী বানাইয়া নিল ॥ সে সিড়ী পর্ব্বত গাত্রে লাগাইয়া দিল * কুমার তাড়ন হেতু আসিয়াছিল ঝাড়ি ॥ পর্ব্বতে উঠিতে পাইল ঘন ঘন সিড়ী * দিন ভরি চলি যায় সেই অস্থি পথে ॥ সন্ধ্যাকালে পৌছে গিয়া পর্ব্বতের মাথে * দিবা অস্ত হইল যদি প্রকাশ রজনী ॥ সেই স্থানে রহিলেক বীর মহামনি * রজনী প্রভাত কৈল্য জেবল মুলুকে ॥ প্রভাতে চলিয়া যায় মনের কৌতুকে * চৌদিকে নিরখি দেখে নাহিক আকার ॥ অতি উচ্চ সঙ্কট পন্থ নাহিক নিস্তার * আকাশ নিকটে গেছে হেন মনে লয় ॥ শামা শামা বলি বীর ঘোষে তা সদয় * দিবস রজনী যায় ভাবি করতার ॥ ব্যাঘ্র মৃগ দেখে কত বন্য চরাচর * এই মতে যায় বীর ফল ফুল খাইয়া * নয়ন সন্তোষ হইল উদ্যান দেখিয়া *

মানিক শিখর সেই পর্ব্বতের ঠাম ॥ সেখানে বসতি করে হুমা দৈত্য নাম * ফল ফুল খাই তথা চলি যায় সুখে ॥ যতেক খাইল ফল তাহা নাহি লেখে * পর্ব্বতেতে গিয়া দেখে চৌয়ারী সুন্দর ॥ শয়নের আসে গেল বীর সেই ঘর * তার মধ্যে দেখে এক দেও ভয়ঙ্কর ॥ লোহার দারুকা দেখে হাতে পায়ে তার * হাতে পায়ে বেড়ি আর বুকেতে পাষাণ ॥ রাখি-য়াছে সেই ঘরে দিয়া অপমান * এরূপ দেখিয়া বীর গেল তার কাছে॥ পর্ব্বত সমান দেওতাতে রাখিয়াছে * কুমার তাহারে দেখি জিজ্ঞাসে বচন ॥ কি হেতু তোমার পরে এত অপমান * হুমা বলে শুন ভাই আমার বচন * একে ২ শুন মোর দুঃখের বয়ান * হুমা বলে রাজত্ব ছিল এখানে আমার ॥ সত্তর হাজার দৈত্য মোর আজ্ঞাকার * একদিন গিয়াছিলাম করিতে ভ্রমণ ॥ ছোলেমান সঙ্গে মোর হইল দরশন * তাহার সহিত মোর বহু যুদ্ধ হৈল ॥ যুদ্ধে পরাজিয়া মোরে মোছলমান কৈল * পয়গম্বরে আমারে করিল মোছলমান ॥ মোছলমান হৈয়া আমি আইনু এই স্থান * দেবেন্দ্র নামেতে মোর উজির আছিল ॥ আমার বৃত্তান্ত সব তাহারে কহিল * কহিলাম সর্ব ইতি তার বিদ্যমান ॥ নবীর কলেমা পড়ি হতে মোছলমান * এত শুনি সর্ব দৈত্য আমাকে বান্ধিল ॥ বুকেতে পাষান দিয়া এখানে রাখিল * দেবেন্দ্র উজির রাজা হইয়াছে এখন ॥ তোমাকে কহিনু সর্ব দুঃখ বিবরণ * এই কালে নাহি সেই নবী ছোলেমান ॥ বিষম সঙ্কটে মোর করিত সন্ধান * যেই পন্থে আসিয়াছ যাও সেই পথে ॥ সংহারিবে তোরে যদি দেখে সেই দৈত্যে * শীঘ্র চলি যাও তুমি যথা মনে লয় ॥ সঙ্কটে পরিবে যদি সে দৈত্য দেখয় * কুমার বলিল আমি না পারি চলিতে ॥ বহু দুঃখ পাইয়াছি চলিয়া আসিতে * তব কাছে

আজি আমি করিব বিশ্রাম॥ পাইল সুন্দর টুঙ্গি শোভিত উত্তম॥ হুমা বলে চাহ তুমি হইতে সংহার॥ তেকারণে না শুনিলা বচন আমার * এখন আসিবে হেথা মোর রক্ষি দৈত্য তোমারে দেখিলে ভাই সংহারিবে সত্য * কুমার বলয় ভাই কেমন করিব॥ তোমারে বন্ধনে রাখি কিরূপে যাইব * হুমা বলে কোন মতে করিবা মোচন॥ না করিলে মুক্তি মোরে দিবে অপমান * আমারে মারিবে ভাই তাতে নাহি ডর॥ তোমারে মারিলে দুঃখ পাইব বিস্তর॥ এতেক শুনিয়া বীর পাথর ফেলিল॥ হাতের পায়ের বেড়ি সকলি খুলিল * হুমারে লইয়া চলে রাজার কুমার॥ অট্টালিকায় বসি দেখে দেও দেবেন্দর * হুমা সঙ্গে নৃপতি আপনে চলি যায়॥ মহাশব্দ করি বীর পাঠাল তথায় * হুমা স্থানে পৌছে বীর এই সব কোন॥ হুমা বলে এই সব দেবেন্দ্রেরগণ * ভয়ঙ্কর দেও সব যেন যমকাল কুমারে ভক্ষিতে আইসে লই অস্ত্রজাল * পাষাণ লইয়া বীর একে একে মারে॥ মারিয়া পাঠায় সব যমের দুয়ারে * আর কত দেও লই দেবেন্দ্র আইল॥ আকাশ পাতাল সব অন্ধকার হৈল * মরিল বহুত দেও কুমার সমরে॥ জাল দিয়া বান্ধিলেক দেও দেবেন্দ্ররে * আর যত দেও ধরি বান্ধিয়া রাখিল॥ হুমারে লইয়া বীর দেও পুরে গেল * অতি সুবর্ণের পুরি কইতে নারি সীমা॥ ত্রিজগতে নাহি সেই পুরির মহিমা * হরষিতে যাই তথা বসিল কুমার॥ হুমা দেও আনি দিল ভক্ষিতে আহার মিষ্ট ফল ভক্ষি বীর হইল তুষ্ট মন॥ জিজ্ঞাসিল হুমা তবে কুমারের স্থান * কি জন্যে আসিলে হেথা যাইবা কোথায়॥ আমাকে তরান হেতু আনিল তোমায় * কাহার তনয় তুমি ঘর কোন দেশ॥ কি কারণে এহি বনে করিলা প্রবেশ * চামরীতে ঘর মোর বাপ ছোলতান॥ কান্দিল এমরানে যাব শামরি

কারণ * জেবল মুলুক নাম শুন দৈত্যবর ॥ কন্দিল যাইতে লাগে শতেক বৎসর * এখানে কিরূপে পারি যাইতে হেমাপুর ॥ কোন স্থানে আছে কিবা কহ কতদূর * কত দিন যাইতে লাগে সেই হেমাপুরী ॥ কোন পন্থে গেলে পাব কহ সত্য করি * হুমায় বলিল দেখ মানিক্য শিখর ॥ হেমাপুর যাইতে লাগে দ্বাদশ বৎসর * এত শুনি রাজ সুত ভাবিতে লাগিল ॥ চিন্তা যুক্ত দেখি হুমা কহিতে লাগিল * চিন্তা পরিহরি শুন রাজার কুমার ॥ পলকে পৌছাই দিব হেমাল নগর ॥ কুমার কহিল আছে দেও রাজস্থান ॥ চড়িলে দেওএর কান্ধে ঘটে অপমান * গিয়াছিল মল্লিকজাদা পরীর সহর ॥ দেও কান্ধে চড়ি দুঃখ পাইল বিস্তর * আমির হামজা যেই দেও আরোহিল ॥ আকাশে তুলিয়া পাছে বহু দুঃখ দিল * তোমার কান্ধেতে মোরে করিয়া ছওার ॥ সংহারিবে পাছে মোরে মারিয়া আছাড় * হুমা বলে তুমি এত দেও সংহারিলা ॥ আমারে দেখিয়া তুমি ভয় যুক্ত হৈলা * তুমি মোর প্রাণ রক্ষা করিলা যতনে ॥ অপমান হন্তে মোরে রাখিলা জীবনে * হেন করিবার যদি থাকে মোর আশা ॥ পরকালে হবে মোর নরকেতে বাসা * যে সকল দেও ছিল কাফের লক্ষণ ॥ আমি কিন্তু মোছলমান জানিহ কারণ * এত শুনি রাজসুত হরষিত হইল ॥ চড়িতে দেওএর কান্ধে ভয় না করিল * হুমা বলে নিঃশঙ্কায় চড় মোর পরে ॥ পলকে দিব যে লিয়া হেমাল নগরে * এত শুনি দেও রাজের কান্ধে আরোহিল ॥ শরীর বাড়াই দেও আকাশ ধরিল হাঁক দ্রিয়া দেওরাজ বাড়াইল পাও ॥ কুমারকে আদেশিল চক্ষু মেলি চাও * কুমার কহিল ভাই শুন সমাচার ॥ ত্রিজগতে দেখি আমি সব ধূয়াকার * আর হাক দিল দেও শরীর ফুলাই কুমার কহিল তবে দেওরাজ ঠাই * শুন দেওরাজ ভাই কত

জোর কর ॥ আল্লার আলম দেখি সব অন্ধকার * হুমা বলে প্রাণ সখা না করিও ডর ॥ নিশ্চিন্তে বসিয়া থাক কান্ধের উপর এ বলিয়া দেওরাজ সমুদ্রে নামিল ॥ সমুদ্রের জল তার জানু সম হৈল * দুই লম্পে দেওরাজ সমুদ্র হইল পার ॥ পলকে চলিয়া গেল হেমালনগর * ক্রমে ক্রমে দেওরাজ কুমারে নামাইল ॥ চক্ষু মেলি রাজসুত সংসার দেখিল * হুমা বলে শুন এবে চামরীর রাজ ॥ এইদিকে চলি যাও হেমাপুর মাঝ * যখনে তোমার পরে পরয়ে সঙ্কট ॥ নাম ধরি বোলাইলে আসিব নিকট কুমার কহিল তোমা দিনু সেই দেশ ॥ পাটে বসি রাজ্য কর হরিষ বিশেষ * যদি তব মনে লয় মার দেবেন্দ্ররে ॥ নতু তারে বেন্ধে রাখ কোটের ভিতরে * এইমতে দোহানের দুঃখ নিবারিল ॥ সেই স্থানে দুই জনে প্রেম ভাব হৈল * কুমারে রাখিয়া তথা গেল হুমা বর ॥ কুমার চলিয়া গেল হেমাল নগর * নগর ভ্রমিয়া বীর পাইল উদ্যান ॥ ফল ফুল দিব্যস্থান দেখে বিদ্যমান * তথা বসি গাথে মালা রাজার মালিনী ॥ তাহার নিকটে বীর চলিলেক পুনি * মালিনী সমুখে কহে রাজার কুমার ॥ বিদেশী ভিখারী আমি দুঃখিত অপার * নিত্য দিব এক মুদ্রা বাস দেও মোরে ॥ এত শুনি মালিনী আসন দিল তারে * বাস করিবারে পদ্মা ছাড়ি দিল ঘর ॥ আনন্দে মালিনী ঘরে রহিল কুমার * কাঞ্চনেরে এক মুদ্রা মালিনীরে দিল ॥ ধন পাই মালিনী যে হরষিত হৈল * অতি শীঘ্র সে মালিনী বাজারেতে গেল ॥ ভাল ভাল দ্রব্য সব কিনিয়া আনিল * স্নান করাইল তারে শুদ্ধ জল আনি ॥ ভোজন করাই পাছে শয্যা দিল পুনি * ভোজন করিয়া বীর করিল শয়ন ॥ বহু সুখে নিদ্রা গেল মালিনী ভবন * নিদ্রা ভঙ্গ হৈল যদি চৈতন্য পাইয়া ॥ হায়২ করি বীর বসিল উঠিয়া * হেনকালে মালিনী ও ছাড়িল

নিশ্বাস ॥ কুমার পুছিল তারে কি হেতু উদাস * মালিনী কহিল এক দুহিতা রাজার ॥ মালা প্রতি দিত মোরে অঙ্গুরী সোনার * শামারোখ নাম তার জগত মোহিনী ॥ অসুস্থ্যতা ঘটিয়াছে সদা বিরহিনী * ঔষধ করিল তার মহা মহা বৈদ্য ॥ সুস্থ্য করাইতে কার না হৈল সাধ্য * তাহার কারণে রাজার গেল বহু ধন ॥ তথাপিও রোগী সুস্থ্য নহে কদাচন * সুন্দর বদন তার হইছে পিঙ্গল ॥ বুঝিতে না পারে কিছু সদাই ব াকুল * অন্ন জল নাহি খায় নাহি করে স্নান ॥ সদাই পাগল মত বিরহে অজ্ঞান * কোন গাত গায় কন্যা বুঝা না যায় ॥ তাপসি যোগিনী মত উদাস সদায় * গীত যত গায় সদা গুণ গুণ করে ॥ কোন সুরে গায় কেহ বুঝিতে না পারে * সে সুর বিষম সুর যেন বীণা টান ॥ বুঝিতে না পারে কেহ দগধে পরাণ * সদাই থাকয় কন্যা নয়ন মুদিয়া ॥ থাকি২ চমকি যে উঠয় কান্দিয়া * দণ্ডেকে পলকে সদা করে হাহাকার ॥ নিরবধি দুনয়নে বহে বারিধার * উঠিয়া না বৈসে কভু শয়ন সদায় ॥ অবিরত শয্যায় পড়ি করে হায় হায় * যদি সে ক্ষণেক বৈসে থাকে স্তব্ধ হইয়া ॥ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি পাছে পড়য় ঢলিয়া * যদি সে নয়ন মেলে কান্দে উচ্চরায় ॥ যেই পথে আসিয়াছে নিরক্ষে সদায় * কোন পাড়া হইয়াছে নাহি নিরূপণ ॥ জ্বর দেহে নাহি কিছু শুখায় বদন * কেহ বলে দেও দৃষ্টি তাহার কারণ ॥ সে কারণে হৈল কন্যা পাগল লক্ষণ * নয়ন মুদিয়া থাকে নিদ্রা নাহি যায় ॥ হইলে গভীর রাত্রি কান্দয় সদায় * কন্যার বৃত্তান্ত যত মালিনী কহিল ॥ সিনাই পর্ব্বতে যেন অনললাগিল * বিরহের তাবির যদি কহিল মালিনী ॥ শুখনা কাষ্ঠেতে যেন লাগিল আগুনি * মালিনী কহিল তথ্য যুবরাজ কাছে ॥ জল ছিটা দিল যেন তপ্ত তৈল মাঝে * কি করিব কোথা যাব হেন কহে মন ॥ মৃত্যু

দেহ মধ্যে যেন সঞ্চারে জীবন * ছটফট করে প্রাণ শুনি এই কথা॥ মুখেতে না আসে রাও মনে পাইল ব্যথা * দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় সহন॥ কাটা ঘাও মধ্যে যেন মাখিল লবন * তার পরে মালিনীকে কহে বীর বরে॥ এক কথা কহি তোমা যদি মনে ধরে * চণ্ডীর কবচ এক আমি দিতে পারি॥ দেখিলে তাহাকে সুস্থ্য হইবে কুমারী * কহিও বিরলে নিয়া কন্যাকে চাহিতে॥ কদাচিত কেহ যেন না পায় দেখিতে * কহিল মালিনী বাপু দাও মোর স্থানে॥ অতি শীঘ্র দিব নিয়া কন্যা বিদ্যমানে * নিজ চিত্রে লিখিলেক যতেক বয়ান॥ আসিতে পথের যত দুঃখ অপমান * আসিয়া রয়েছি আমি মালিনী ভবন॥ কোন লক্ষে পাব আমি তোমা দরশন * শুখাইল অঙ্গ মোর বিরহ আগুনে॥ পরাণ রহিছে শুধু তোমা দরশনে * এহি কথা পত্রেতে লিখিয়া নানামতে॥ চণ্ডীর কবচ দিল মালিনীর হাতে * মালিনী কবচ পাইয়া রাখিল অন্তরে॥ অঞ্চলে বান্ধিয়া তাহা নিল রাজপুরে * সকলকে দিয়া মালা পন্থা অবশেষ॥ কন্যার মন্দির মধ্যে করিল প্রবেশ * মালিনীকে কহিল শুন রাজার কুমারী॥ বৈদ্য এক আসিয়াছে অধিনীর পুরী * চণ্ডীর কবচ এক দিয়াছে যতনে॥ বিরলে মন্দির নিয়া চাহিতে আপনে * অন্য জন কেহ নাহি থাকে সেই ঘর॥ সবে মাত্র তুমি খালি করিবা নজর * কিছু মাত্র সুস্থ্য হলে তাহারে আনিবা॥ চণ্ডীর কবচ এহি যতনে রাখিবা * এ বলিয়া সেই পত্র কন্যা হস্তে দিল॥ সহচরী সবে তবে স্থানান্তরে গেল * কবচ খুলিয়া কন্যা করে নিরিক্ষণ॥ কুমার আসিছে দেখে মালিনী ভবন * পত্রের বৃত্তান্ত যত সকল জানিয়া কুমারের নিজ চিত্রে নজর করিয়া * বিরহ বিচ্ছেদ রোগে ছিল শামারোখ॥ ঢলিয়া পড়িল কন্যা মালিনী সমুখ * ভয় পাই

মালিনী যে কবচ লুকায়॥ গেল গেল করি দাসী ধরে হাত পায় * সুগন্ধি শীতল তৈল শিরে ঢালি দিল॥ চারি পাশে দাসী সবে ধরিয়া বসিল * ব্যস্ত হই মালিনী চলিয়া যায় ঘর॥ কন্যার চরিত্র দেখি মনে পাই ডর * ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধি সার কৈল্য মনে॥ বৈদ্যকে আটক আমি করিব এক্ষনে * লড়া দিয়া যায় সেই আপনার ঘরে॥ আমাকে ধরিলে লোকে ধরি দিব তারে * আপনার ঘরে সেহ যাইয়া ত্বরিতে॥ কুমারে দেখিয়া সেহ লাগিল গঞ্জিতে * পুনরপি কুমার কহিল মালিনীরে॥ কিরূপ হইছে এবে দেখ গিয়া তারে * ভয় পায় মালিনী না যায় রাজপুরে॥ চৈতন্য পাইয়া কন্যা মালিনী বিচারে * আস্তে আস্তে রাজসুতা বাহির হইল॥ অল্প ব্যথা আছে হেন সখীরে কহিল * রাজ কন্যা কহে সব সখী বিদ্যমান কোথা বৈদ্য আসিয়াছে শীঘ্র তারে আন * সব সখীগণ আসি মালিনীকে নিল॥ সঙ্কুচিত হই পদ্মা রাজপুরী গেল * বিরলে ডাকিয়া কন্যা মালিনীকে কয়॥ সত্য করি কহ তুমি না করিও ভয় * চণ্ডীর কবচ তুমি পাইলে কোথায়॥ সত্য কহ দানে তুষ্ট করিব তোমায় * মালিনী কহিল এক বিদেশী পণ্ডিত॥ অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ রূপে আমোদিত * আজি কত দিন মোর পুরিতে আসিছে॥ বহুত যতন পাই হেথায় রহিছে * চামরী দেশেতে বলে হয় তার ঠাম॥ জেবল মুলুক বলি হয় তার নাম * শাহা সুলতান পুত্র সেই নৃপবর॥ বহিদ্র ভাঙ্গিয়া হেথা আইল একেশ্বর * এতেক শুনিল যদি মালিনীর মুখে॥ লিখিতে লাগিল পত্র কন্যা মনদুঃখে * পত্র লিখি দিল কন্যা মালিনীর ঠাঁই॥ ধন দিয়া কহে পত্র দিবেন লুকাই * হরষিতে যাই পদ্মা কুমার সম্মুখে॥ বিবরণ কহি পত্র দিল মন সুখে * পত্র পাড় জানিল বীর সব বিবরণ॥ তোমা প্রেম আশে সত্য রহিছে

জীবন * যেরূপ বসতি মোর আছি যেই সুখে ॥ সকল জানিবা তথ্য মালিনীর মুখে * যে সুখে রয়েছি আমি জানে নিরঞ্জন ॥ মরনের দশা হৈল তোমার কারণ * সে অবধি পাইয়াছি যত দুঃখ ভার ॥ দরশন দিয়া কর সঙ্কটে উদ্ধার পুর্ব্বেছিল তনু মোর রূপের উজ্বলা ॥ তোমার বিরহানলে শরীর হৈল কালা * মৃতবৎ দেহে এবে সঞ্চারিল প্রাণ ॥ প্রাণ রক্ষা কর মোরে দিয়া দরশন * বিরহে আমার অঙ্গ যায় দগধিয়া ॥ শীঘ্র আসি ক্রোড়ে মোরে লও উঠাইয়া * ব্যাকুল হইল চিত্ত সদা বিরহিনী ॥ ধ্যানমুলে থাকি যেন তাপসী যোগিনী * অন্নজল ত্যাগি ছিনু না গেল পরাণ ॥ তোমা রূপ ধ্যানে থাকি মুদিয়া নয়ান * সত্য প্রেম থাকে যদি দেখিবা এখন ॥ বল দেখি কোনরূপে পাব দরশন * ইষ্ট মিত্র মাতা পিতা কিছু নাহি মনে ॥ সকল ভুলিনু আমি তোমার কারণে * এইমতে পত্র মধ্যে যত লিখেছিল ॥ পত্র পাঠে বীরবর সকলি জানিল * দুঃখের উপরে দুঃখ বাড়িল চৌগুণ ॥ বিরহে ব্যাকুল হইল রাজার নন্দন মুর্চ্ছাঘাত হইল বীর হারাইল জ্ঞান ॥ দেহ শুন্য হইল যেন মৃত্যুর সমান * দেখিয়া মালিনী মনে লাগিল তরাস ॥ ভাবিয়া মালিনী বলে একি সর্ব্বনাশ * গন্ধ তৈল দিয়া পদ্মা করিল চেতন ॥ জিজ্ঞাসিলা মালিনী যে একি বিবরণ * কোন শোক মনে ভাবি ঢলিয়া পড়িলা ॥ বলি দেখি কোনহেতু জ্ঞান হারাইলা সেই ভাবি মালিনী জিজ্ঞাসে নানামতে ॥ সব তথ্য পদ্মাবতী বুঝিলা ইঙ্গিতে * হাসিয়া মালিনী বলে বুঝিনু চরিত ॥ কন্যার সহিত তোমা আছয় পিরিত * কন্যাকে করিছ তুমি ভাবের তাপসি ॥ তোকে হেরি হৈল কন্যা যোগিয়া সন্ন্যাসী * ভাবের ভাবিনী বুঝি আছয় দুইজন ॥ অদেখা হইল এবে করিবা কেমন মালিনীর পায়ে ধরি কহিল কুমার ॥ কিরূপে হইবে দেখা

শামার আমার * দুঃখিত হইল পদ্মা কাকুতি দেখিয়া ॥ কহিল মালিনী তবে কুমারে তুষিয়া * পদ্মাবতী বলে আমি দর্শন করাব ॥ শামারোখ হস্তে ধরি তোমা হস্তে দিব * যদি সে পুরাতে পারি তোমা মনোস্কাম ॥ তখনি জানিবা সত্য পদ্মা মোর নাম * এ বলিয়া কুমারকে বহু সম্ভাষিয়া ॥ রাজপুরে পদ্মাবতী গেলত চলিয়া * মহাদেবী স্থানেকহে সব বিবরণ ॥ শুন রাজরাণী আমি করি নিবেদন * বিদেশী পণ্ডিত এক আসিছে কুমার ॥ পৃথিবীর যত শাস্ত্র করিছে বিচার * শাস্ত্র হতে জ্ঞান ধ্যান সব যোগ সাধ্য ॥ ঔষধ প্রকারে শীঘ্র মহযোগী বৈদ্য * শামারোখ ব্যাধি জানে এহি চিকিৎসক ॥ আনাও তাহাকে যদি হও যে ইচ্ছক * শুনিয়া মালিনী মুখে রাজাকে কহিলা ॥ বৈদ্য আনিবারে রাজা দূত পাঠাইলা * মালিনীকে কহে দুত বৈদ্য কোনজন ॥ মহারাজ আজ্ঞা কৈল যাইতে এখন * রাজ আজ্ঞা শুনি বৈদ্য করিল সাজন ॥ বসন ভুসন পরে সুগন্ধি চন্দন চলিল দূতের সঙ্গে করিয়া পয়াণ ॥ হরষিতে গেল বৈদ্য রাজ বিদ্যমান * আশ্চর্য্য হইল রাজা কুমারে দেখিয়া ॥ স্বর্গ বিদ্যা ধর হয় বুঝিল ভাবিয়া * জ্ঞান হারাইয়া রাজা স্তম্ভিত রহিল ॥ শামারোখ ভাগ্যে বৈদ্য দেবতা আইল * বৈদ্য দেখি বড় তুষ্ট হৈল মহারাজ ॥ সঙ্গতি করিয়া রাজা নিল পুরিমাঝ * হরষিতে পুরী মধ্যে করিল প্রবেশ ॥ শুনিয়া কুমার মন হরিষ বিশেষ * কোঠায় থাকিয়া শামা করে নিরীক্ষণ ॥ জেবেল মুলুকে দেখে সজল নয়ন * শামারোখ হস্ত ধরি পদ্মাবতী আনি ॥ বৈদ্য হস্তে দিয়া কহে চাহ নারি পুনি * প্রেমভাবে ধরিবারে কুমারীর কর শিখিনী ভুকিল যেন পাই জলধর * দরিদ্র হইল তুষ্ট পাইয়া কাঞ্চন ॥ তপসীর তপ পুর্ণ পাই নারায়ণ * গোরক্ষ নয়নে শামা দেখয় বদন ॥ দোহানে২ দেখি ভাবে মনে মন * হস্তধরি

নাড়ী ভাবে নানামতে চায় ॥ তাপিনীর তাপ দূরে আনন্দ সদায় হস্ত ধরি বৈদ্য এহি সন্নিপাত॥ চিকিৎসা করিব আমি তোমার সাক্ষাৎ * নয়নে২ কথা মুখে নাহি সরে ॥ দোহানে ধরয় ধৈর্য্য মহারাজ ডরে * হস্তছাড়ি দিয়া বৈদ্য অন্যায় বলিয়া কোটরেতে গিয়া তবে কন্যা নিরক্ষিয়া * চক্ষু ঠারি হস্ত নাড়িবাহু প্রসারিয়া ॥ আইস বলি ডাকে কন্যা নয়ন ঠারিয়া * করাসনে দেখাইল হৃদয়ে রাখিতে ॥ শেলশুল খাইল যেন না পারে সহিতে যুবরাজ করাসনে দেখায় কন্যারে ॥ পুরিবে মনের সাধ যদি প্রভু করে * দোহানে দোহান প্রতি চাহে নিরক্ষিয়া ॥ বিরহের তাপে প্রাণ যায় দগধিয়া * মহারাজা ধন দিয়া বৈদ্যকে তুষিল মালিনীর ঘরে নিয়া বাসা করি দিল * প্রভুর মহিমা কেহ না পারে বুঝিতে ॥ দুঃখ সুখ মিশ্র করি রাখিছে প্রেমেতে * কমল তুলিতে কষ্ট হয় বেশুমার ॥ পশ্চাতে সৌরভে তার আনন্দ অপার *

কুমার কন্দিল এমরানে যাইবার বয়ান।
রাগ পয়ার ছন্দ।

মালিনীর ঘরে যাই হইল বিভোল ॥ কন্দিল এমরান হৈতে আইল চৌদল * শুনি চমকিত শামা করয় রোদন ॥ স্বজীব থাকিতে কন্যা ইচ্ছিল মরণ * শরীর লোটাই শামা বসিল ভূমেতে ॥ আহারে দারুণ বিধি না পারি সহিতে * আহারে পাপিষ্ঠ প্রাণ যাও এইক্ষণ ॥ হেথায় মরিলে হবে প্রিয়া দরশন * কতেক সহিব জ্বালা আমি যে অবলা ॥ শিশু কালে বিরহানলে জ্বলি হৈনু কালা * কতবা সহিব দুঃখ অবলা কুমারী ॥ শিশুঃ কালে কত দুঃখ রাখিব সম্বরী * আহারে দারুণ দুঃখ না যায় সহন ॥ কুমারের স্থানে লেখে এহি বিবরণ * চৌদল আসিছে

জান কন্দিল যাইবার ॥ গরল খাইব আমি জীবন অসার * যদি বা না যাও তুমি কন্দিল শহরে ॥ স্ত্রী বধ দিব আমি তোমার উপরে * মালিনীকে ডাকি কন্যা পত্র দিল হাতে ॥ দুঃখনীর দুঃখ কৈও বন্ধুর সাক্ষাতে * পত্র লই পদ্মাবতী গেল তুরমান ॥ দোলাতে উঠিল কন্যা মৃতবৎ প্রাণ * পত্র পড়ি বীরবর হইল উদাস ॥ শামা শামা বলি বীর ছাড়িল নিশ্বাস * যেই পন্থে গেল শামা সেই পন্থে গেল ॥ দোলার বসন তুলি কন্যায় ধরিল আপনা অঙ্গুরী কন্যা কুমারকে দিলা ॥ কুমারের অঙ্গুরী কন্যা আপনে লইলা * করাসনে দেখায় কন্যা না ভুলিও মোরে ॥ কন্দিলে যাইয়া তুমি পাইবে আমারে * নয়নে দেখিল বীর যায় চতুর্দ্দোলা ॥ উদাস হইয়া বীর হইয়া বিভোলা * কুমার হইতে যদি কন্যা হৈল ভিন ॥ ছট ফট করে যেন জল বিনা মিন * চেতন লভিয়া বীর সেই পন্থে ধায় ॥ কি হৈল কি হৈল বলি ঘোষায় সদয় * তার পিছে ধায় পদ্ম লইয়া বসন ॥ কুমারকে দিল লিয়া করিয়া যতন * পরীগণ কন্যা লই কন্দিলেতে গেল ॥ বন পথে যুবরাজ চলিতে লাগিল * শামারোখ গেল যদি কন্দিলের পুরি ॥ শুনিলেক মহারাজ অসুস্থ কুমারী * পিঙ্গল বদন দেখি আপনা নন্দিনী ॥ বিস্মৃত হইয়া কান্দেন জনক জননী বৈদ্য ডাকি আনি রাজা করে প্রতিকার ॥ কোন পীড়া হইল হেন নারে বুঝিবার * কোন পীড় কন্যার হইল নাহি তার চিন ॥ পিঙ্গল বদন আর তনু হইল ক্ষীন * বোসম নামেতে বৈদ্য আছিল রাজার ॥ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভেদ পারে গনিবার * ঔষধ মন্ত্রণা আদি সর্ব্ব সিদ্ধি জানে ॥ তাহারে ডাকিয়া রাজা আনিল সামনে * মহারাজ আদেসিল বৈদ্যরাজ ঠাই ॥ কোন পীড়া হইল তার বুঝ শিরাচাই * বলিলেক নাড়ী ধরি কোন পীড়া নাই ॥ কিন্তু এক পীড়া হইল কহিতে ডরাই ॥ যে পীড়া হইছে তার

ঔষধে না যাবে ॥ তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান ধ্যান কিছু না লাগিবে * রাজা বলে কহ তুমি কিছু নাহি ভয় ॥ বৈদ্য বলে কাম পীড়া ঘটিছে নিশ্চয় * কামের উদাসে অঙ্গ উঠে শুকাইয়া ॥ বিরহের ভাব বুঝি তাহার লাগিয়া * এ বলিয়া বৈদ্যরাজ চলি গেলঘর॥ ক্রোধ করি গেল রাজা রাণীর গোচর * রাণীকে গঞ্জনা করি কহে নৃপমনি ॥ তোমা গর্ভে হইল কন্যা কুল কলঙ্কিনী * কলঙ্কিনী কন্যা তব গর্ভেতে জন্মিল ॥ বিভা না হৈতে তার কাম রোগ হইল * শুনিয়া বিস্মিতে রাণী ডাকিয়া কুমারী ॥ নানামতে জিজ্ঞাসিল বহু যত্ন করি * কুমারী কহিল আমি কিছু নাহি জানি জিজ্ঞাসিল মহাদেবী সখাগণে আনি * সখীগণ আসি তবে করিল শপথ ॥ মোরা সবে নাহি জানি তার মনোরথ * এতেক শুনিয়া রাণী বুদ্ধি করি সার ॥ রাজা সঙ্গে যুক্তি কৈল্য কন্যার বিভার * যুক্তি করি রাজেশ্বরী সকলে ডাকিয়া ॥ কহিল সকলে হৈবে শামারোখ বিয়া * পূরি মধ্যে হৈল শব্দ কন্যার হবে বিয়া ॥ দৈত্য সব নিমন্ত্রণ করি আইল গিয়া * গর্দ্দফোস সনে কন্যা দিব স্বয়ম্বর ॥ বার্ত্তা দাও দৈত্যবরে আসিতে সত্তর * রাজকন্যা শুনে যদি এহি বিবরণ ॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া কন্যা কহিল তখন * যদি গর্দ্দফোস সনে মোরে দিবে বিয়া ॥ জীবন ত্যাজিব সত্য গরল ভক্ষিয়া * তখনি যে অঞ্চলেতে বান্ধে হীরক কনি ॥ দৈত্যবরে সমর্পিলে ত্যাজিব পরাণি * প্রতিজ্ঞা শুনিয়া রাণা কহে রাজাস্থানে ॥ দৈত্যবরে দিলে কন্যা মরিবে পরাণে * প্রতিজ্ঞা করিছে কন্যা করিয়া শপথ ॥ নিশ্চয় মরিবে কন্যা না হইবে রদ * একই দুহিতা মোর যাইবে মরিয়া ॥ মা বলিয়া কে ডাকিবে বদন ভরিয়া * বারে২ কহে রাণী রাজাকে বুঝাই ॥ সম্মত না হইলে কন্যা বিভা কার্য্য নাই * মহাদেবী বাক্যে রাজা ধাত্রি পাঠাইল ॥ কন্যাকে করিতে রাজি

শিখাইয়া দিল * বড় যত্ন করি ধাত্রী কহে বারে বার ॥ রক্ত আঁখে চাহে কেহ নারে বুঝাবার * নানামতে সখীসবে কহিল বিস্তর ॥ না পারিয়া কহিলেক রাজার গোচর * ক্রোধ করি মহারাজে কন্যাকে আনিয়া ॥ কর পদে বেড়ী দিল সোনারূপা দিয়া * মিনার আছিল এক গিরি হন্তে উচা ॥ তাতে এক গিরি ছিল অৰ্দ্ধ গিরি নীচা * বানাইয়া সেখানে লোহার এক ঘর ॥ কন্যাকে রাখিল নিয়া তাহার উপর * সিন্দুকের মত করি কুঞ্জির বানাইল ॥ একেশ্বর সেই ঘরে কন্যাকে রাখিল * বিভার কারনে ক্রোধ হই তার পিতা ॥ অন্ন জল মানা করি রাখিল দুহিতা * দাসিগণ স্থানে তবে কহে মহারাজে ॥ বুঝাইবা যেইরূপে গৰ্দ্দফোসে ভজে * দশ বার দিন মধ্যে কন্যা বুঝা-ইতে ॥ কূটনি হইয়া সবে কহে নানামতে * কূটনি চরিত্র বুঝি রাজার কুমারী ॥ লইলে গৰ্দ্দের নাম উঠে হাঁ হাঁ করি * না পারিয়া দাসীগণ রহে ক্ষমা দিয়া ॥ নর পতি আইসে যায় শোকাকুল হইয়া * আর দিন কন্যা স্থানে বসি রাজ ধাই কন্যা শোকে বহু কান্দে মহা দুঃখ পাই * গায়ে হাত দিয়া দাই কহেন্ত কান্দিয়া ॥ শিশুকালে বাচিয়াছ মোর দুগ্ধ খাইয়া * মোর স্তন্য দুগ্ধ খাই বাচিলা পরাণে ॥ তোমার মনের বাঞ্ছা-কহ মোর স্থানে ॥ যত কিছু তোমা মনে কহ মোর ঠাই ॥ তোমা মনবাঞ্ছা আমি দিতাম পুরাই * কার সঙ্গে প্রেম কৈলে কহ মোর স্বর্নে ॥ তাহাকে আনিয়া দিব তোমা বিদ্যমানে * দাইর মিনতি দেখি কহিল তখন ॥ জেবল মুলুক মোর হরিছে জীবন * চামরী দেশের জান সেই নৃপবর ॥ কামিনী মোহন রূপ দেখিতে সুন্দর * সুন্দর শোভিত ভালা সুরঙ্গ সুঠান ॥ সেই চোরে হরি নিল আমার পরাণ * আমার কারণে আসি সেই হেমাপুরে ॥ করি গেছে গন্ধর্ব বিভা সেই চোর মোরে *

তাহার কারণে মোর দগধে অন্তর ॥ এথাতে আসিবে হেন মনে লাগে মোর * তাহার সহিত হৈল বিভার যে রীত ॥ সেই বিনা না করিব অন্য কদাচিত * শুনিয়া কন্যার কথা চলি গেল ধাই ॥ মহারাজ আগে গিয়া কহিল বুঝাই * বিস্মিত হইয়া ধাই কহে নৃপস্থানে ॥ সংবাদ শুনিয়া রাজা ভাবে মনে মনে * মহারাণী ডাকি রাজা কহে ক্রোধ করি ॥ তোমা গর্ভে জন্ম হৈল কলঙ্কী কুমারী * মনুষ্য বরিতে চাহে কন্যা স্বয়ম্বর ॥ সংসারে কলঙ্ক মোর ঘষিল বিস্তর * কালা মাথা মানুষের কুরূপ কুরঙ্গে ॥ করূপে বঞ্চিবে কন্যা মনুষ্যের সঙ্গে * শুনিতে কুযশ অতি মনে লাগে ভয় ॥ দেও আর মনুষ্য কোথা হৈছে পরিণয় * অল্প বল অল্প জ্ঞান কুরূপ কুধ্যান ॥ কিরূপে আসিবে এথা নহে বলবান * অল্প বল মনুষ্যের কিরূপে আসিবে ॥ এ সপ্ত সমুদ্র পার কিরূপে হইবে * এ বলিয়া কন্যাস্থানে ধাই পাঠাইল * গঞ্জিয়া কহিতে সব শিখাইয়া দিল * কুমারীর স্থানে গিয়া কহে সখীগণ ॥ মনুষ্যের প্রেম তুমি ছাড়হ এখন * এ সপ্ত সমুদ্র পার কিরূপে আসিবে ॥ চলিতে চলিতে তার আয়ু শেষ হবে * কন্যা কহে হেন কথা কহ কি কারণ ॥ চাহিলে আনিতে পারে এথা নিরাঞ্জন * কুমুদ কমল জান স্বর্গ রবি শশী ॥ এথা সেথা উচ্চ নীচ প্রেম অভিলাষী * এক সখী মনে ভাবি কহিতে লাগিল ॥ কেমন মনুষ্য সেই পরি মোহ কৈল * কন্যায় কহিল সেই মনুষ্য না হয় ॥ গন্ধর্ব জিনিয়া রূপ জানিও নিশ্চয় * সখী বলে তুমি মর যাহার লাগিয়া ॥ সেই জনে রমণী ভুঞ্জে তোমা পাশরিয়া * এহি মতে সখী সব প্রতি নিত্য কয় ॥ শুনিয়া সখীর বাণী সদায় কাঁদয় * অধীন আকবরে কহে পাচালি রচিয়া ॥ চলি আইসে যুবরাজ তোমা উদ্দেশিয়া * ধৈর্য্য ধরি থাক কন্যা কুমার ভাবেতে ॥

অবশ্য মিলাবে প্রভু আনি তব সাথে * সহস্র বচ্ছর পন্থ হৈলে দুরান্তর ॥ প্রভুয়ে মিলাতে পারে নিমিষ ভিতর * কাননে ফুটিলে পুষ্প দূর হৈতে অলি ॥ সৌরভ পাইয়া তথা শীঘ্র যায় চলি *

মিনার ভিতরে কন্যার খেদ করিবার বয়ান ৷

রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ।

ধুয়া * সহন না যায় দুঃখ বন্ধুর লাগিয়া, যাহার লাগিয়া বিরহে ভাবিয়া, কলঙ্ক রাখিলা কুলে ॥ তাহারে সরিয়া, বিরলে বসিয়া, ভাব ধ্যানে বসি মূলে * অঙ্গের বসন, ছাড় কি কারণ, বেশ বিলাস ছাড়িয়া ॥ পাগলিনী মত, বিরহে একান্ত, প্রিয় পন্থ পানে হেরিয়া * পিরীতির এ মুল, যায় জাতি কূল, প্রাণ যায় কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ নাহি প্রানেশ্বর, শুন্য বাড়ী ঘর, দুঃখিনীর ফাটে হিয়া * পুরুষ ভ্রমরা, ফুল মধু চোরা, নাই গেলা মধু খাইয়া ॥ কাহারে কহিব, হৃদয় দেখাব, কোথা গেল প্রাণ প্রিয়া * এখন কি করিব, কান্দি প্রাণ যাইব; প্রানে আর না সয় যন্ত্রনা ॥ কেহ নাহি মোর; নাহি দুঃখ ওর, বিরহ জ্বালা প্রানে সহে না * গরল ভক্ষিব; জীবন ত্যজিব; যদ্যপি না পাই দেখা ॥ কহে কবিকারে স্মরহ কুমারে, অবশ্য মিলাবে খোদা * যেবা যারে চায়ে অবশ্য মিলয়ে; কোরানের এই বানী ॥ আলস্য করিলে; আশা মহীতলে; পূর্ণ না হয় কখনি *

শামারোখ কন্যার বারমাস বর্ণনা।

রাগ পয়ার ছন্দ।

বন্দী ঘরে থাকি শামা পন্থ পানে চায় ॥ কুমার বিরহে ভাবে বারমাস গায় * প্রথম ফাল্গুন মাসে বসন্ত উদয় ॥ চিকুরের

নাদ শুনি জীবন সংশয় * দক্ষিণে পবন বহে দাহুরির রোল ॥ বন্ধু বিনে বিরহিনী ভক্ষিবে গরল * চৈত্রল মাসেতে-সখী রবির বড় জ্বালা ॥ ভাবিয়া মগধ বন্ধু শরীর কৈল্য কালা * শুনিলে না ধরে নিদ্রা বসিলে পোড়ে হিয়া ॥ নিশ্চয় তেজিব প্রাণী ঘুষিয়া২ * বৈশাখ মাসেতে সখী সর্ব্ব পুষ্পময় ॥ সুগন্ধির গন্ধ মোর প্রাণে নাহি সয় * একেশ্বর বঞ্চিবারে আছিল কপালে ॥ মনে কহে প্রাণী তেজি প্রবেশিব জলে * জ্যৈষ্ঠেতে-রবির জ্বালা শরীর বিকল ॥ সমুদ্রেতে ঝম্প দিলে না লাগে শীতল * একেশ্বর থাকি আমি নাহিক দোসর ॥ এখন না আইল দুষ্ট মগধ খবর * আষারেতে নিদাঘ রীত গগণ গর্জ্জয় ॥ আখিতে না আইসে নিদ্রা চমকি উঠয় * এমত দুঃখের কালে নাহি বন্ধু জন ॥ পাপীষ্ট শরীর ছাড়ি না যায় জীবন * শ্রাবনে সঘন মেঘ বরিষয় নীর ॥ নয়নের স্রোত জলে ডুবিল শরীর ॥ আহারে দারুণ প্রিয়া না দেখিলুম মুখ ॥ শিশুকালে প্রেম করি দিলা বহু দুঃখ * ভাদ্রেতে সম্পুর্ণ জল টলমল করে ॥ না জানি পাপীষ্ট জল কারে ডুবাই মারে * বাহিরে বরিষা জল ঘরে আখির পানি ॥ এক তিল যাগা নাই শুকনা মেদিনী * শুনিতে না পারি আর চাতকির নাদ ॥ এছার জীবনে মোর আর নাই সাধ * আশ্বিনে কুমুদ পদ্ম যুগল কেশর ॥ মধু লোভে মত্ত হই গুঞ্জরে ভ্রমর * মধু পানে ভ্রমর গুঞ্জরি হৈল সুখী ॥ পৃথিবীতে মোর তুল্য কেহ নাই দুঃখী * কার্ত্তিকে শীতল রীত হেমন্তের শশী * চকোর ভুকিলে যেন পথ পানে বসি * বিরহের ঘাও যেন বিষম কাটারী ॥ নারী হই কত দুঃখ রাখিমু সম্বরি * ছাড়িল ভবের আশা হইল মরণ ॥ নিদান সময়ে বন্ধু না হইল দর্শন * অগ্রাণে অঙ্কুর শীত উত্তরে পবন ॥ দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় সহন * পুরিল যৌবন মোর কাল

গেল হি ॥ কাম বিনে কামিনী কতেক রব সহি * পৌষেতে অন্ধকার নিশী হেমন্তের রীত ॥ বিরহে উদাশ হই পড়িল ভুমিত * দণ্ডকে দিবস যায় মাসেক বৎসর ॥ তথাপি না আইল দুষ্ট মগধ খবর * মাগ্রল মাসেতে হৈল পূর্ণ বার মাস ॥ তবু না পুরাল বিধি দুঃখীনির আশ * জাড়ের তাড়না একে তাতে একেশ্বর ॥ নিরবধি রহিছি আমি মিনারি ভিতর * এমত বান্ধব নাহি তার স্থানে যাই ॥ বিরহিনী শত দুঃখ কহিত বুঝাই * এহি ভাবে বিরহিনী আছে যত জন ॥ সে জনে বুঝিতে পারে পিরীত কেমন * কিবা নর কিবা নারী প্রেম যে করিবে ॥ আমার যতেক দুঃখ সে সবে জানিবে * অধীন আকবরে কহে যে হইবে পতি ॥ অবশ্য মিলাইবে বিধি ধৈর্য্য ধর সতী * ধৈর্য্য বিনে কোন কার্য্য ভবে নাহি হয় ॥ অধৈর্য্য হইলে কার্য্য নিষ্ফল নিশ্চয় * দেখ বক ধৈর্য্য ধরি খাদ্য তালাশয় ॥ অবশ্য উদর তার নিত্যপূর্ণ হয় *

কন্দিলের রাজা সর্বত্রে চৌকি বসাইবার বয়ান
রাগ ভাটিয়াল ছন্দ

কন্দিলের মহারাজা বুঝি কন্যার গতি ॥ কন্দিলের পথে চৌকি দিল শীঘ্র গতি * কন্দিল হইতে পঞ্চ মাস লাগে যথা ॥ সেই স্থানে চৌকি রাজা দিলেক সর্বথা * দশশিরা নামে এক মহা দৈত্য ছিল ॥ তথা যাই চৌকি দিতে তাকে আজ্ঞা দিল * কহিল মনুষ্য যদি দেখহ আসিতে ॥ সংহারিবে তাকে তুমি থাকিয়া তথাতে * এই কাজে দশশিরা তথাতে রহিল ॥ এখানে কুমার মনী কন্দিলে চলিল * কানন ভাঙ্গিয়া বীর চলে রাত্র দিন ॥ অন্ন জল বিনা তার তনু হৈল ক্ষীণ * দিবসে

আন্ধার পন্থ গহন কানন॥ রবি শশীর চিন নাহি তিমির গগণ * পর্ব্বত উপরে গেলে আকাশ নিকট॥ নামিতে পাতাল হেন উঠিতে সঙ্কট * পশু পক্ষী নাহি তথা মানুষের গতি॥ এমন শঙ্কট পথে যায় মহামতি * পঞ্চ মাস চলি বীর বনের ভিতর॥ সমুখে পাইল এক কমল শিখর * ফল ফুল ভক্ষি বীরে চলয় সদয়॥ অরণ্য ভিতরে এক বৃন্দাবন পায় * বসন্ত আছয় তথা নবীন পবন॥ বিকশিত নানা পুষ্প সেই বৃন্দাবন * যত পুষ্প বিকশিত কহিতে না পারি॥ লিখিলে পুস্তক বাড়ে কালি যায় ঝরি * তথাতে দেখিল এক মহা সরোবর॥ পাষাণে বান্ধিছে ঘাট অতি মনোহর * বিকশিত পুষ্প দেখি গুঞ্জরে ভ্রমরে॥ নানা পক্ষী সুললিত হংস কেলি করে * অপূর্ব্ব উদ্যান দেখি হরিষ কুমার॥ সরোবরে স্নান করি কৈল্য ফলাহার * তুষ্ট হয়ে বৈসে বীর সরোবর কূলে॥ শামারোখ ধ্যান করি হইল বিভোলে * হানিল মদন বাণ জুড়ি কাম-শ্বর॥ বিরহে ভাবিয়া তনু হৈল জর জর * চাতকে ডাকয় প্রিয়া গুঞ্জরে কহিল॥ কাম-শ্বর খাই বীর বিকল হইল * মন নৌকা ডুবিলেক বিরহ সাগরে॥ প্রেমের তরঙ্গ স্রোতে আখি জল ঝরে * কান্দিতে কান্দিতে বীর হৈল অচেতন॥ ভূমিতে পড়িয়া বীর করিল শয়ন * অধীন আকবরে কহে মুলুক উপম॥ গুরুর চরনে মোর সহস্র প্রণাম * গুরুর চরণ সেবি পেছি বিদ্যাধন * গুরু তুল্য মহারত্ন নাহি ত্রিভুবন *

রাগ কেদার

উদ্যান প্রহরী এক কুকুর আছিল॥ সরোবর তীরে আসি কুমারে পাইল * কুমারে ধরিল আসি কুকুর অধম॥ টানি

লৈয়া চলিলেক আপন মোকাম * কুমার দেখিল তবে নয়ন মেলিয়া ॥ দেখয় কুকুরে তারে লেজায় ধরিয়া * অঙ্গে যত বল ছিল চাহিল কুমার ॥ না ছাড়িল তারে সেই কুকুর বর্ব্বার * কুমারে লইয়া গেল আপনার ঘরে ॥ বসাইল লিয়া তারে পালঙ্ক উপরে * পরমা সুন্দরী নারী দেখে একজন ॥ পদ ধৌত তরে জল আনিল তখন * মনুষ্যের রূপ হেন পরমা সুন্দরী * কুমারে সেবা করে মনে মায়া করি * নানা মতে বসি নারী তুষিয়া কুমার ॥ ভক্ষিবারে দিল আনি নানা উপহার * ভক্ষ্য দ্রব্য দেখি বীর ভাবে মনে মন ॥ ঘৃনা করি যুবরাজ না করে ভক্ষন * এত দেখি সেই নারী কুমারকে কয় ॥ আমরা মনুষ্য জাতি না করিও ভয় * কুমার কহিল তুমি মনুষ্য নন্দিনী ॥ সত্য কহ কুত্তা কেন সেবহ আপনি * নারী কহে এইমত শাপের কারণ ॥ হইল তাহার রূপ কুকুর বরণ * কুমারী কহয় পুনি কুমারের স্থান ॥ আদি অন্তে যত তার শুনহ আপনে * সাবুল বলিয়া ছিল মোর পতি নাম ॥ অহনিশী যাইত সে উদ্যান মোকাম * গন্ধর্ব্বের সাত কন্যা আইল সরোবরে ॥ আনন্দিত হয়ে তারা স্নান করিবারে * কূলেতে রাখিয়া বস্ত্র নামিলেক জলে ॥ উদ্যানে থাকিয়া তবে দেখিল সাবুলে * জলে নামি সাত জনে সাতার খেলায় ॥ ছোট তার বস্ত্র লিয়া সাবুকে লুকায় * কতক্ষণ খেলা করি তটেতে উঠিল ॥ যার যেই বস্ত্র চিনি সকলে পরিল * ছোট তার বস্ত্র দেখে না পায় ঢুড়িয়া * কুকুর লিয়াছে হেন কহিল গর্জিয়া * গন্ধর্ব্বের কন্যা যবে এমত কহিল ॥ কুকুরের মুখ তার তখনি হইল * ত্বরিতে বসন আনি চরণে পড়িয়া ॥ মুক্ত করো কহে সেই কান্দিয়া২ * পায়ে ধরি কহে তারে মার্জ্জুনার তরে ॥ আকৃতি কুকুর হোক কহিল তাহারে * গন্ধর্ব্ব কুমারী কহে করিছ

কুকাম ॥ ছয়মাস বিলম্বে আসিব এহি ঠাম * স্নান করিয়া পুনঃ কুলেতে উঠিয়া ॥ ভাল করি যাব তোরে আশিবর্বাদ দিয়া * এ বলিয়া সাত কন্যা গেল নিজ স্থান॥ সেই শাপ আছে প্রভু পাই আপমান * ইহার কারণে মোরা আছি এই স্থানে ॥ কখন আসিবে কন্যা তাহার ধেয়ানে * দিন ভরি থাকে সেই উদ্যান মাঝারে ॥ রাত্রি হৈলে চলি আইসি মোরা এই ঘরে * যাবত গন্ধর্ব কন্যা না আইসে খেলাতে ॥ পতি পত্নি মোরা নিত্য থাকিব হেথাতে * অন্ন জল খাইল বীর শুনি বিবরণ ॥ পালঙ্ক উপরে পাছে করিল শয়ন * এই মতে কত দিন ছিল সেই পুরি ॥ কি কারণে কোথা যাবে পুছিল কুমারী * কুমার সকল কথা কহিল বুঝাই ॥ জিজ্ঞাসিল কোন পথে কন্দিলেতে যাই * কন্যা বলে তথা যাইতে অনলের নদী ॥ মনুষ্য না গেছে কভু জনম অবধি * এথাহন্তে ছয় মাস গেলে এহি মুখে ॥. অনলের নদী এক দেখিবা সমুখে * সে নদীর কুলে একমাস চলি যাবে ॥ কনকের পুরী এক সমুখে দেখিবে * সেই পুরী মধ্যে জান আছে দু পুষ্কর্ণী ॥ হিম জল তপ্ত জল সুবাসিত পানি * যে অংশের জল তুমি শীতল দেখিবা ॥ কদাচিত সেই জল পান না করিবা * তপ্ত জল দেখ যথা খাইবা কিঞ্চিত ॥ অন্যথায় পাষান দেহ হইবে ত্বরিত * তারপরে পাইবা চিহ্ন উত্তম উদ্যান সর্ব্ব হিতে সেই স্থান করিবা পয়ান * কন্দিল এমরানে তবে যাবে পঞ্চ মাসে ॥ মনোরথ পুরিবেক প্রভুর আদেশে * পরীর আছিল এক টোপ তার ঘরে ॥ সেই টোপ দিল আনি শাহার কুমারে * কহিলেক এহি টোপ দিবা যার শিরে ॥ দেও পরী মনুষ্যাদি না দেখিবে তোরে * আর এক ঝুলি আনি কুমারকে দিল ॥ যাহা চাহ তাহা পাবে এমত কহিল * অন্ন জল ধন কিবা মানিক্য কাঞ্চন ॥ যাহা চাহ তাহা পাবে ঝুলিতে তখন

কুমারে সম্ভাসা করি করিল বিদায় ॥ কুমার প্রণাম করি পথে চলি যায় * ঘর হন্তে নেকলিয়া রাজার নন্দন ॥ শামারোখে স্মরি বীর করয় কান্দন * তোমার লাগিয়া মোর হইল মরণ ॥ বিধি কি নিবে না মোরে তোমা দরশন * বিরহে আকুল হই পড়িল ধরণী ॥ কুমারের দুঃখ দেখি কাঁদয় মেদিনী * বণ পশু পক্ষী কান্দে দেখিয়া কুমার ॥ কার লাগি হৈল তোর এত দুঃখ ভার * কামে মগ্ন হই বীর করিল শয়ন * বিরহের ভাবে বীর দেখিল স্বপন * শতচন্দ্র যিনি দেখে এক পূর্ণশশী ॥ স্বপনে আসিয়া দেখা দিল সে রূপসী * স্বপনে আসিয়া কন্যা ধরিয়া গলায় ॥ প্রেম রসে আরোহিয়া আলিঙ্গন চায় * হৃদয়ে হৃদয় রাখি বদনে বদন * মদনে বাড়ায়ে অঙ্গ মাগে আলিঙ্গন * দোহানে দোহান ধরি পিরীতি বিষম ॥ উন্মাদীনি গঙ্গা যেন সাগর সঙ্গম * নিদ্রা ভঙ্গ হই বীর ভাবে অন্ধকার ॥ বিচ্ছেদ ভাবিয়া বীর পৈল পুনর্বার * বিরহ ভাবেতে হৈল আকুল তরঙ্গ ॥ মদন সমুদ্রে ডুবি নৌকা হৈল ভঙ্গ * নয়ন লোচন পথে যেন শ্রোত ঝরে ॥ ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে সদায় বিহরে * নিরবধি সিচে নৌকা জল নাহি ছাড়ে ॥ সিচিতে জায়ন্ত নৌকা তরঙ্গ লহরে * উদাসে ছাড়িয়া শ্বাস চলে বন পথে ॥ কতদিন চলি গেল রাক্ষস সাক্ষাতে সেথা হৈতে গেল বীর গহন কানন ॥ পশুরাজ সিংহাসনে হৈল দরশন * কুমারে ধরিতে সিংহ আইসয় গর্জ্জিয়া ॥ কর পদ ধরি বীর মারে আছারিয়া * কেশরী মারিয়া বীর বন পথে যায় ॥ কতদিন চলি বীরে সেয়া নদী পায় * স্নান করিবারে গেল সেই নদাকুলে ॥ বৃক্ষ দেখে পাষান হয়েছে সেই জলে * নিকটে দাড়াই বীর করে অনুমান ॥ জলের প্রতাপে বৃক্ষ হইছে পাষান * বুদ্ধি বলে জানিলেক এহি সে হিমাল ॥ তার হিমে দংশ বুঝি এ সপ্ত পাতাল * এহি মতে চলি যায় নদী কূলে কূলে ॥

পাষান হইছে সব দেখয় হিমালে * কত দিন চলি যায় পাষানের পুরি ॥ অতি উচ্চ দেখে এক পাষানের গিরি * প্রকাশিত চুড়া সব লাগিছে আকাশ ॥ চৌদিকে দেখয় নাহি পথের প্রকাশ ॥ গৃহের নিকটে দেখে বৃদ্ধা এক নাড়ী ॥ কুমারে দেখিয়া আইসে খাইবারে ধরি * মুনির গাণ্ডিবে বীর চালাইয়া শ্বর বিষম সন্ধানে বীর মারিল দুস্কর * পড়িল বিষম বুড়ি শ্বরাঘাতে পশি ॥ পৃথিবী জুরিয়া যেন পড়িল রাক্ষসী * রাক্ষসী মারিয়া পাইল পথের মুকুল ॥ পুরিতে যাইতে বীর হইল আকুল * সপ্ত সিড়ি ছিল জান সে মিনার ॥ পাহাড় উপড়ে যাইতে চড়িল কুমার * প্রথম সিড়িতে দেখে অপূর্ব্ব আকার ॥ কালবর্ণ ফল ফুল অনন্ত অপার * দ্বিতীয় সিরিতে যদি কুমার চড়িল ॥ ফল ফুল লালাবর্ণ তাহাতে দেখিল * তৃতীয় সিড়িতে যদি গেল নৃপবর ॥ ধলা রঙ্গ ফল ফুল দেখিল বিস্তর * চতুর্থ সিরিতে চড়ি নৃপতি তনয় ॥ :চৌদিকে নিরখি দেখে অতি শোভাময় * পঞ্চম সিরিতে যদি চরিল কুমার ॥ কাঞ্চনের মুতি দেখে মনুষ্য আকার * সশম সিরিতে যদি বীর গেল চলি ॥ মুত্তি সব গাহে গীত হয়ে গলাগলি * সপ্তম সিরিতে দেখে রাজার কুমার ॥ শয়ন করিছে খাটে দেও ভয়ঙ্কর * অতি বলবান দেও রাক্ষস প্রধান ॥ পৃথিবীতে নাহি কেহ তাহার সমান * অপূর্ব্ব সুন্দরী এক বসি তার শিরে ॥ চামর লইয়া হাতে বাও করে ধীরে * কন্যাকে দেখিয়া বীর ভাবিল সঙ্কট ॥ কন্যা বলে কেন আইলা যমের নিকট * তোমারে দেখিয়া মোর উপজিল দয়া ॥ এথা হন্তে যাও ফিরি যদি রাখ কায়া * কুমার পুছিল তুমি হও কোন জন ॥ দৈত্য সেবা কর তুমি কিসের কারণ * কুমারী কহিল আমি রাজার দুহিতা ॥ এহি দেও হরি মোরে আনিয়াছে হেথা * কন্দিল এমরানে জান আছে নৃপবর ॥

তার সেনাপতি হয় এই দুরাচার * রাজ কন্যা শামারোখ মনুষ্যের সনে ॥ পিরিত করিছে কন্যা তাহার কারণে* যক্ষ সুতা মনুষ্য কেন করিবেক বিয়া ॥ সে মনুষ্য আসিবেক এই পন্থ দিয়া * তেকারনে এই পন্থে দিয়াছেন্ত চৌকি ॥ সে মনুষ্য মারিবারে এই স্থানে থাকি * দশশিরা নাম জান আছিল ইহার ॥ প্রথম চলিয়া গেল কাউস শহর * ধরিয়া মনুষ্য গরু বিস্তর মারিল ॥ সৈন্য লই মোর বাপে বহু যুদ্ধ কৈল ॥ নানামতে যুদ্ধ করি পরাজিতে নারে ॥ তেকারণে ভেট শেষে দিয়াছে আমারে * মোরে ভেট দিয়া বাপে রাজ্য রক্ষা কৈল ॥ তেকারণে এথা মোরে এ দুষ্ট আনিল * কন্দিল এমরাণে এহি মিনার হইতে ॥ না মারিলে এই দৈত্য নারিবা যাইতে * নিরক্ষীয়া চাহি বীর দেওবর তরে ॥ শুল মত দুই দন্ত মুখ দুই ধারে * মনুষ্য ধরিয়া দুই দন্তে বিদরয় ॥ থাকুক মনুষ্য জাতে দেও ভাগে ভয় * দেখি হরষিত বীর হাতে লৈল শ্বর ॥ দুষ্টকে চেতাইল বীর মারিয়া চাপর * আচম্বিতে জাগি দেও কুমারে ধরিল ॥ দোহানের রণ দেখি মেদিনী কাঁপিল * দুই দন্ত বাড়াই আইল ধরিতে কুমার ॥ খড়গের প্রহারে দন্ত ভাঙ্গিল তাহার * দন্ত উপাড়িল যদি হৈল চুরমার ॥ পাছারিয়া মধ্যে দেশে ধরিল কুমার * উরু মধ্যে পাও দিয়া রাজার কুমারে ॥ আর পাও ধরি তার বিষম প্রকারে * পদে পদ ধরি তারে দিল এক টান ॥ কর্ম্মকার কাষ্ঠ যেন কৈল খান খান * খণ্ড খণ্ড করি ফেলে মিনারের তলে ॥ কুমারী পড়য় পায় বস্ত্র বান্ধি গলে হাসি হাসি যুবরাজ কন্যা প্রতি কয় ॥ মরিল তোমার শত্রু না করিও ভয় * শুদ্ধ জল আনি কন্যা করাইল স্নান ॥ ভোজনের দ্রব্য পাছে দিল বিদ্যমান * তুষ্ট হই বীরবরে করিয়া ভোজন ॥ দেও এর পালঙ্কে গিয়া করিল শয়ন * হস্ত পদ দাবে কন্যা

পালঙ্কে বসিয়া ॥ বহু সুখে নিদ্রা যায় অচেতন হৈয়া * নিদ্রা ভঙ্গ হই বীর উঠিল প্রভাতে ॥ প্রতিক্রিয়া আগে কন্যা দাড়াল সাক্ষাতে * ভাল ভাল উপহার রন্ধন করিল ॥ কুমার সাক্ষাতে আনি ভক্ষিবারে দিল * কুমার সাক্ষাতে কন্যা কহে জোর হাতে ॥ এ ধন যৌবন মোর তোমা চরণেতে * কুমার কহিল মোর তনু হইল কালা ॥ হানিছে বিষম শ্বর শামারোখ বালা * কর জুড়ি কহে পুনী ছানুবর কন্যা ॥ মহাদুষ্টে মারি মোর ঘুচালে যন্ত্রণা * ভজমান হৈল আমি তোমার চরণে ॥ অন্যে না পূজিব আমি তোমা পদ বিনে * তোমা সাথে থাকি আমি করি দাসী কর্ম্ম ॥ ভজমান নারী ছাড় এহি কোন ধর্ম্ম * দুষ্ট দেও মারি মোরে করিয়াছ খুসি ॥ সঙ্গী সাথে লই যাও আমি তব দাসী * কুমার কহিল মোর দাসী নাহি কাম ॥ বাপ মার কাছে যাও যথায় মোকাম * কন্যা বলে নাহি জানি পন্থের উদ্দেশ ॥ কোন পথে কোথা যাব না জানি বিশেষ * মা ও বাপ পাশে লইয়া রাখি আইস মোরে ॥ আপনি চলিয়া যাও কন্দিল সহরে * মোরে সঙ্গে লই চল মোর নিজ দেশ ॥ তোমাকে কহিবে বাপ কন্দিল উদ্দেশ * এ বলিয়া ধরে কন্যা কুমারের পায় ॥ মিনতি শুনিয়া বীর সঙ্গে লই যায় * কন্দিলের কথা শুনি বীর হরষিত ॥ কন্যা সঙ্গে মন রঙ্গে চলিল ত্বরিত * সেই স্থান ছাড়ি যদি চলিল কুমার ॥ কতদূর গিয়া দেখে দুই সরোবর * এক সরোবর দেখে তপ্ত সেই জল ॥ আর সরোবর জল দেখিল শীতল * কন্যা সঙ্গে ভাল জলে নামে তুরমান ॥ নামিয়া জলের মধ্যে পাইল উদ্যান * কুমার কুমারী জল খাইল কিঞ্চিৎ ॥ উদ্যানের পন্থে চলে হই হরষিত * শ্রমযুক্ত হই বীর যেখানে বসয় ॥ বসন ধরিয়া কন্যা বাতাস করয় * রজনী হইলে বীর করয় শয়ন ॥ হাত পাও দাবে কন্যা করিয়া যতন *

কত দিনে গেল দোন কাউছ শহর ॥ সেই দেশের নৃপ জান
রাজা মনোহর * কুমারী বলয় এহি মোর বাপ দেশ ॥ মাতা
পিতা দেখাইলা প্রতাপ বিশেষ * কুমার কুমারী রৈল বাহিরের
ঘরে ॥ কুমারী লিখিল পত্র বাপের গোচরে * রাজকন্যা
ছানুবর আসিয়াছে কয় ॥ শুনিয়া চৌদোলে চড়ি মহাদেবী
যায় * দুহিতা লইয়া কোলে করয় ক্রন্দন ॥ কুমারী কান্দিয়া
ধরে মায়ের চরণ * বৃত্তান্ত শুনিয়া নিল কুমার কুমারী ॥
হরষিতে চলি গেলা নিজ অন্তঃপুরী * কুমারকে লিয়া সবে
করাইল স্নান ॥ রাজ যোগ্য বস্ত্র দিল পরিবা কারণ * অগুরু
চন্দন আর কুমকুম কস্তুরী ॥ কুমারকে মাখাইল বহু যত্ন করি *
ভাল উপহার আনি করাই ভোজন ॥ ভিখারীকে কৈল্য দান
অমূল্য রতন * উদ্যান মন্দিরে গিয়া করিলেক স্থান ॥ প্রশংসা
করয় সবে কুমারে বাখান * নিত্য নিত্য থাকে কন্যা কুমারের
পাশ ॥ শামারোখে স্মরি সদা ছাড়য় নিঃশ্বাস * আর দিন
মহাদেবী ভাবি নিজ মনে ॥ জামাতা দিখিতে দেবী চলিল
আপনে * অন্তরে থাকিয়া দেবী নিরক্ষি রহিল ॥ মদনে
হানিয়া তনু ভূমিতে পড়িল * কতকক্ষণ পাছে দেবী পাইল
চেতন ॥ কুমার সুমুখে গিয়া বসিল তখন * হস্ত ধরি কহে
দেবী বিনয় বচন ॥ মোর প্রাণ রাখ তুমি দিয়া আলিঙ্গন ॥
এ বলিয়া ধরে রাণী কুমারের হাতে ॥ লজ্জা ভাবে যুবরাজ
হই হেট মাথে * হেনকালে আসে দেখে কন্যা ছানুবর ॥
কুমারের হস্ত ছাড়ি উঠিল সত্তর * কন্যাকে দেখিয়া রাণী
পাইল বড় লাজ ॥ কন্যা ভাবি বলে একি বিপরীত কাজ *
নিশি দিশি ছানুবর কুমারের স্থানে ॥ লজ্জায় আকুল হই
থাকি ভাবি মনে * মহা লজ্জা পাই দেবী চলি যায় ঘর ॥
প্রভাতে কন্দিল দেশে চলিল কুমার * দল বল বহু সৈন্য

দিল নৃপবর ॥ কিছু না লইয়া বীর যায় একেশ্বর * কুমার সাক্ষাতে আসি রাজকন্যা কয় ॥ মোর কোন গতি হবে কহ মহাশয় * তোমার পিরীতি শেল হানিল পরাণে ॥ অবলার প্রাণ বন্ধু সহিব কেমনে * তোমা দাসী স্মরি প্রভু আসিবে ফিরিয়া ॥ নতু অগ্নি কুণ্ড করি মরিমু পুড়িয়া * বিস্তর করিয়া বীর কন্যাকে বুঝায় ॥ কিছু না শুনিল কন্যা পিছে পিছে ধায় * গলে ধরি কহে বীর শুন রসবতী ॥ ফিরিয়া আসিব আমি স্থির কর মতি * এ বলিয়া যায় বীর কন্দিল সহর ॥ রাত্র দিন চলে বীর ভাবে করতার * জেবল মুলুক কথা কহিনু রচিয়া ॥ শুনিয়া রসিক মনে রহুক পশিয়া * মোহাম্মদ আকবর কহে রসের বাহার ॥ রসিক চিনিতে পারে রসের ভাণ্ডার * প্রেমিকে প্রেমিক চিনে ফুল চিনে অলি ॥ নাগরে নাগরি চিনে নাহি যায় ভুলি * মীন চিনে সিন্ধুনীর সমীর সৌরভে ॥ বসন্ত আনেন পিক কুহু কুহু রবে *

রাজকুমার কন্দিল সহরে পৌছিয়া শামারোখের
সন্ধান না পাইয়া খেদ করিবার বয়ান।
রাগ খর্ব্ব ছন্দ।

কতদিনে চলে বীর গেলেন কন্দিলে ॥ অপূর্ব সুন্দরী সব দেখে নদী কূলে * সুবর্ণ কলসী ভরি জল লই যায় ॥ আনন্দ কৌতুক সবে করিয়া সদয় * নাগর নাগরী সব যেমন অপ্সরী ॥ মণি মুক্তা পরিয়াছে সর্ব অঙ্গ ভরি * দেখিয়া আশ্চর্য্য বীর টোপ দিল মাথে ॥ পরম সন্ধানে বীর যায় সেই পথে * স্থানে স্থানে মণি জ্বলে কন্দিল সহর ॥ কাঞ্চনে নিৰ্ম্মিছে কোট অতি-মনোহর * লাগাইছে সুবর্ণ রতন থরে থর ॥ কাঞ্চন জড়িত চূড়া দেখিতে সুন্দর * রাখিছে সুবর্ণ গোট তাহার উপর ॥ স্থানে স্থানে

পুষ্প বন নাচে শিখিবর * মনোহর সরোবর সুনির্ম্মল জলে ॥ রাজহংস কেলি করে মনো কুতুহলে * যেরূপ কন্দিল দেশ করিছে নির্ম্মান ॥ শত মুখে বাখানিলে না যায় বাখান * জন্ম ভরি যেইরূপ বীরনা হেরিল ॥ অপূর্ব্ব কৌতুক সেই কন্দিলে দেখিল * সর্ব্ব স্থানে ধরে রত্ন মাণিক্য কাঞ্চন ॥ রাজ্য ভরি নাহি সেথা দরিদ্র একজন * সহর ছাড়িয়া বীর পুরী প্রবেশিল ॥ প্রতি ঘরে ঘরে বীর শামা অন্বেষিল * কোন ঘরে না পাইয়া শামা দরশন ॥ সহর বাজারে পুনি করে অন্বেষণ * কোন খানে না পাইয়া হইয়া উদাস ॥ কি হৈল২ বলি হইল নিরাশ * সর্ব্বস্থানে বিচারিয়া রাজার নন্দনে ॥ মৃত্যু হইয়াছে হেন জানিলেক মনে * শামাকে না পাই বীর উদাস হইল ॥ সরোবর কূলে যাই কান্দিতে লাগিল *

রাগ দীর্ঘ ছন্দ

আহা কন্যা শামারোখ, নানামতে দিলা দুঃখ, তথাপিও না পাই তোমারে ॥ কি করিব কোথা যাব, কার তরে জিজ্ঞাসিব, কে আসিয়া দিবে প্রিয়া মোরে * ছাড়িলাম নিজ রাজ্য, মনে যে না মানে ধৈর্য্য, পথে২ যত পাইনু দুঃখ ॥ তুমি কিন্তু পিত্রালয়ে, মাতা পিতা সখী লয়ে, ভুঞ্জিতেছ মনে নানা সুখ * পাপিষ্ঠ দেওএর রণ, করিলাম প্রাণপণ, তোমাকে পাবার আশা করি ॥ কিন্তু ভাগ্য দোষে আমি, না পাইনু তোমায় ভ্রমি, এহি দুঃখ সম্বরিতে নারী * ছাড়িলাম মাতা পিতা, দুঃখেতে হইনু তিতা, তথাপিও তোমা ভাবি মনে ॥ তোমা পাব অভিলাষে, আইনু কন্দিল দেশে, তবু নাহি পাইনু আপনে* নানা দুঃখ পাই- পথে সব কব সাক্ষাতেতে, যদি পাই আমি সে শামারে ॥ কান্দিয়া২ সদায়, শরীর করিনু ক্ষয়, তথাপিও না পাই তোমারে * শুখাইয়া অঙ্গ ক্ষীণ, হৈলাম মরণ চিন,

তুমি প্রাণ রহিছ কোথায় ॥ আর নাহি সহে প্রাণে, দেখা নাহি দাও কেনে, প্রাণ মোর নেকলিয়া যায় * বাষট্টী বৎসর পথ, ভ্রমি আমি অবিরত, নিজ দেশে যাব কি লইয়া ॥ বিষম সঙ্কট বন, দুঃখ পাই যে কারণ, বিধি বাম হইয়াছে বলিয়া * যেমত পাকাই দড়ি, রাখিছি অমল পুরী, তেনমত আমার শরীরে ॥ হইনু পাগল প্রায়, দেহ ছাড়ি প্রাণ যায়, দয়া প্রভু কর মোর তরে * আহা প্রভু নিরঞ্জন, সৃজিয়াছ ত্রিভুবন, আমাকে সৃজিলা দুঃখ দিয়া ॥ নাহি মোর বুদ্ধি বল, ছাড়িয়াছি অন্নজল, প্রাণ যায় বিরহে জ্বলিয়া * পুড়িয়া অঙ্গার ছাই, রস, কস কিছু নাই, তোমা ভাবে মরণ আমায় ॥ আর না যাইব দেশ, গরল ভক্ষিব শেষ, আত্মঘাতি হইব নিশ্চয় * আসিয়াছি বিভার কাজে, দেশে যাব কোন লাজে, কি কহিব লোকে জিজ্ঞাসিলে ॥ এ সপ্ত সমুদ্র পার, দেশেতে না যাব আর, কন্দিলে মরিমু প্রেমানলে * মোহাম্মদ আকবর কয়, কেন কর দেহ ক্ষয়, দীননাথে ডাক প্রাণ ভরি ॥ সে বিধি সদয় হইলে, খুসী হবে মহীতলে, নিকটেতে পাইবে প্রাণেশ্বরী * অনলে জ্বলিলে সোনা, মুল্য তার হয় দুনা, রূপ তার নিত্য বৃদ্ধি পায় ॥ সেইরূপে প্রেমানলে, দহে যেইভুমণ্ডলে, তাহার বাঞ্ছিত পূর্ণ হয় *

রাজকুমার দাসী লয়ে মিনার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কুমারীর সঙ্গে দর্শনের বিবরণ।

রাগ পয়ার ছন্দ।

সরোবর তীরে বসি কান্দিয়া কাতর ॥ জলের কারণে দাসী আইল বহুতর * সুবর্ণ কলসী জল ভরিতে নামিল ॥ তার মধ্যে এক দাসী কহিতে লাগিল * শীঘ্র জল ভরি সবে করহ পয়ান ॥ যাইতে হইবে সব শামারোখ স্থান * এহি জল নিব

কিছু কন্যার লাগিয়া ॥ স্নান করে কিনা করে দেখি জিজ্ঞাসিয়া
আর দাসী কহে কন্যা মরিবে পরানে ॥ কত দিন বাঁচিবেক অন্ন
জল বিনে * এ সকল কথা যদি শুনিল কুমার ॥ টোপ শিরে
দিয়া চলে সঙ্গতি তাদের * এক দাসী স্থানে কহে আর দাসী
কথা ॥ নিশ্চয় মরিয়া যাইবে রাজার দুহিতা * বন্দীতে থাকিয়া
কন্যা মনুষ্যকে চায় ॥ মনুষ্যের কিবা শক্তি আসিত হেথায় *
কেহ বলে হীরা কনি খাইল শামারোখে ॥ শুখাইয়া মরিবে কন্যা
মনুষ্যের শোকে * এমত কহিয়া দাসী পুরি মধ্যে গেল ॥
মহাদেবী স্থানে গিয়া কলসী রাখিল * টোপ শিরে দিয়া বীর
গেল সে মোকাম ॥ যেবা যাহা কহে তাহা শুনিল তামাম *
শোকাকুল হয়ে রাণী কহে দাসী পাশ ॥ দুহিতা স্মরিয়া দেবী
ছাড়িল নিশ্বাস * রাণী বলে দাই যাও অভাগিনী পাশে ॥
কহিও বুঝাই তুমি হিত উপদেশে * কিরূপে আসিবে হেথা
মনুষ্য নির্বল ॥ ছাড়িতে কহিবা তারে পিরীতি সকল * জল
লও সঙ্গে করি স্নান করাইবে ॥ প্রানপণ করি তারে অন্ন
খাওয়াইবে * অন্নজল দিয়া দেবী দাই পাঠাইল ॥ তাহার
সঙ্গতি হই কুমার চলিল * দাসী সঙ্গে গেল বীর মিনার উপর ॥
অতি উচ্চ দেখি ধন্দ হৈল বীরবর * কপাট খুলিল দাই
ছোড়ানির কলে ॥ কোঠাতে প্রবেশ করি কন্যা ধরি তোলে ॥
দাইর সঙ্গিত বীর কোটে প্রবেশিল ॥ টোপ শিরে দিয়া বীরে
লুকাইয়ে রহিল * কন্যা ধরি সেই দাই করয় কান্দন ॥ নিশ্চয়
বুঝিল আমি ত্যজিব জীবন * কমল বদন হইল পিঙ্গল বরণ ॥
নয়ন মুদিয়া থাকে সদা অচেতন * বহুত মিনতি করি কন্যা
চেতাইল ॥ চক্ষে জল দিয়া দাই কহিতে লাগিল * দাই যে
কহিল কন্যা কর এবে স্নান ॥ কন্যা বলে স্নান মোর ছাড়িলে
পরান * পুনঃ কন্যা বলে মোর স্নান নাহি দায় ॥ আর স্নান

করিব আমি যদি প্রাণ যায় * দাই বলে স্নান রৈল করহ ভোজন॥ কন্যা বলে ব্যস্ত মোরে কর কি কারণ * না খাইব অন্ন জল না করিব স্নান॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই মোর দেহ শুন্য প্রাণ * বিধিয়ে করয়ে যদি প্রিয়া দরশন॥ তবে অন্ন জল আমি করিব ভক্ষণ * নতু অন্ন জল আমি না খাইব আর॥ ত্যজিব ভবের আশা জীবন অসার * মিনতি করিয়া দাই কহে রাজসুতা॥ মনুষ্যের প্রেম তুমি ছারহ সর্ব্বথা * রাজার কুমার অন্য কামিনী পাইয়া॥ রস রঙ্গে কেলি করে তোমা পাসরিয়া * কন্যা বলে যদি বন্ধু পাসরয় মোরে॥ স্ত্রী বধ দিব আমি তাহার উপরে॥ দাই বলে অল্প বল কিরূপে আসিব॥ কুমারী কহিল আমি ঘোষিয়া মরিব * পুনঃ কহে সত্য যদি থাকে মোর কর্ম্মে॥ এহি যুগে না পাইলে পাব আর জন্মে * দাই বলে গর্দ্দফোস অতি বলবান॥ তাহাকে ভজিয়া তুমি রক্ষা কর প্রাণ * সখী মুখে রাক্ষসের বাখান শুনিয়া॥ অগ্নির হলকা যেন উঠিল জ্বলিয়া * বলবান হৈতে মোর নাহি কোন কাজ॥ কুস্তি না লড়িব আমি তাহার সমাজ * মোর প্রান নাথ জান রূপে গুণমণি॥ শত গর্দ্দফোস তার পদের নিছনী * যদ্যাপিও চাহে সেই বিভা করিবার॥ বিভা রাত্রি তাকে আমি করিব সংহার * তাহাকে সংহারি আমি পশ্চাতে-মরিমু॥ কদাচিত তাকে আমি নাহিক বরিমু * সখীকে গঞ্জিয়া কহে শুনরে কুটনি॥ তোরা সব মোর পাশে না আসিবে পুনি * না খাইল অন্ন জল সখীকে গঞ্জিয়া॥ পাগলিনী মত কন্যা রহিল পড়িয়া * ভয় পাই দাসী সবে কন্যাকে রাখিয়া॥ কপাট বান্ধিল দাই বাহিরে আসিয়া * কান্দি২ যায় দাই গমন সত্ত্বরে॥ সকল বৃত্তান্ত কহে রাণীর গোচরে * বার্ত্তা শুনি রাজরাণী কান্দিল বিস্তর॥ এথায় রহিল কন্যা মিনার ভিতর

দাইর বচনে কন্যা হইয়া উদাস ॥ কুমারে স্মরিয়া শামা ছাড়িল নিশ্বাস * কুসুমের বনে যেন দহিল অনল ॥ বিরহ ভাবিয়া কন্যা হইল পাগল * কাঁচা কাষ্ঠ দোহিতে যেন অনল শোসায় তেন মত শামা অঙ্গ দগধিয়া যায় * কামরূপি হই কন্যা ছাড়িল নিশ্বাস ॥ মদন অনলে জ্বলি ধরিল আকাশ * মুদিয়া নয়ন ধ্যানে দেখে প্রাণ প্রিয়া ॥ তেকারণে থাকে কন্যা নয়ন মুদিয়া * নয়ন মুদনে কন্যা দেখি প্রাণ নাথ ॥ হৃদয়ের উপরে জানি ধরে দুই হাত * চাপটি ধরিছে হেন আপনার করে ॥ তেকারণে রাখে হস্ত হৃদয় উপরে * এমত ধেয়ান সদা হই একাকিনী ভাবের ভাবিনী যেন তাপসী যোগিনী * দুরান্ত মগধ তুমি অবলা ঘাতকী ॥ অবলা বধিয়া তুমি হইলে পাতকী * পিরীতি করিয়া বন্ধু মোরে কৈলা বধ ॥ মৃত্যুকালে কোথা রৈলে পাপিষ্ঠ মগধ * দেবতার দৃষ্টি হৈলে মনুষ্য মরয় ॥ মনুষ্যের দৃষ্টি হৈলে দেবতা রক্ষয় * আহারে দারুণ দুষ্ট কোথায় রহিলা ॥ বাসুকীর মত হই আমারে দংশিলা * জীবন থাকিতে আসি দেও দরশন ॥ নহে আজি কালি মধ্যে ত্যজিব জীবন * এহি সে দারুণ চিত্তে রহিলেক দুঃখ ॥ মৃত্যু কালে না দেখিনু তোমা চন্দ্র মুখ * আহারে দারুণ দুঃখ আর কত সয় ॥ না দেখিলে প্রাণবন্ধু নিদান সময় * এসব শুনিয়া বীর টোপ শিরে দিয়া ॥ অষ্ট অঙ্গে বন্দে২ চাহে নিরক্ষিয়া * হায় বন্ধু প্রাণনাথ আসিয়া ত্বরিত ॥ এ বলি পালঙ্গ ছাড়ি পড়িল ভূমিত * এত দেখি কহে বীর শুন চন্দ্রমুখী ॥ আসিবে তোমার প্রিয়া না হইও দুঃখী * তুমিত রহিছ হেথা বিরহের দুঃখে ॥ না জানিও তোমা বন্ধু রহিয়াছে সুখে * তুমি যেইমত সেহ জানিও সমান ॥ দোহানের দৃষ্টি হন্তে দোহান মরণ * এত শুনি চমকিয়া মেলিল নয়ন ॥ চতুর্ভিতে চাহে কন্যা শুনিয়া বচন * ভক্তি

করি কহে কন্যা কে করিলা বাণী॥ প্রিয়ার সংবাদ কহ কর্ণ ভরি শুনি * কহিলেন্ত তোমা স্মরি আসিবে কুমার॥ তোমার চরিত্র দেখি হবে ধন্দকার * অন্ন জল বিনা তুমি রহিছ শুখাই॥ পূর্ব রূপ রঙ্গ তুমি দিয়াছ জ্বালাই * সুরঙ্গে কুরঙ্গ তুমি করিয়াছ হিয়া॥ এরূপ দেখিলে সেই যাইবে ফিরিয়া * রাজার কুমারী তুমি সদা আনন্দিত॥ আনন্দ ছাড়িয়া কেন চরিত্র কুৎসিত * অন্যের কারণে কেন এমত হইছ॥ মাতা পিতার শত্রু হই কান্দিতে রহিছ * মরণের ইচ্ছা কেন পরের কারণে॥ কাম-ওার হইলে তুমি লজ্জা নাহি মনে * এই কথা শুনি কন্যা কহিতে লাগিল॥ কি করিব দুঃখ মোর কপালে আছিল*অদৃষ্টে লিখিল বিধি এই দুঃখ দশা॥ কুল কলঙ্কিনী হৈনু না পুরিল আশা * এ সুখ সম্পদে মোর কিছু নাহি মন॥ নিষ্ঠুর মগদ বন্ধু হরিছে জীবন * কান্দি২ পুনঃ কন্যা করে নিবেদন॥ দুঃখিনীর দুঃখ চাইতে আইলা কোনজন * দেও কি গন্ধর্ব্ব তুমি না দেখি তোমারে॥ কি হেতু আইলা তুমি দুঃখিনী বাসরে * বন্দী হই একাকিনী অন্ধকারে থাকি॥ দয়া করি দাও দেখা তোমাকে যে দেখি * অদৃশ্য হইয়া বাক্য কহ কি কারণ॥ দরশন দিয়া রাখ দুঃখিনী জীবন * কুমার কহিল মোরে দেখে কার্য্য নাই॥ সংবাদ কহিতে আমি আইনু এই ঠাই * একজনে দেখি তুমি হইছ এমত॥ আমারে দেখিলে তুমি হইবে উন্মত্ত * এত শুনি কহে কন্যা জীবন ত্যজিমু॥ তোমার উপরে পাছে নারী বধ দিমু * কাপট্য ছাড়িয়া মোরে দাও দরশন॥ নতু হীরা ভক্ষী সত্য ত্যজিব জীবন * এ বলিয়া হীরা কণি কন্যা মুখে দিতে॥ ত্রাসিত হইয়া বীর ধরিলেক হাতে * কন্যা কহে কেন তুমি স্পর্শিলা আমারে॥ কেবা তুমি নাহি দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে * বুঝিল মরিবে কন্যা শান্তাইলা মন॥ টোপ খুলি জুবরাজ দিল

দরশন * দেখিয়া কুমার মুখ কুমারী তখন ॥ ত্রাস ছাড়ি উঠি শীঘ্র কৈল্য আলিঙ্গন * হতাশ হইয়া কন্যা পড়ে মোহ হৈয়া ॥ অতি ব্যস্ত হই বীর লইল তুলিয়া * ব্যজন করিল বীর কুমারী অঙ্গেতে॥ শৈত্য বারী ঢালে পড়ে কুমারীর শিরেতে*পরম যতনে তারে করিল চেতন ॥ কুমারে দেখিয়া কন্যা ভাবে মনে মন * মনের সন্তাপে কন্যা বিস্তর কান্দিল॥ প্রেমবাক্য কহি বীর কন্যা বুঝাইল* শান্ত করাইল বীর বুঝাই বিস্তর ॥ সাফল্য মানিল কন্যা পাই প্রাণেশ্বর * সাফল্য গুরুর পদে পরম ভকতি ॥ সাফল্য জনম তোর রাজার সন্ততি*সাফল্য তোমার সনে হৈল দরশন॥ সাফল্য হইল মোর রাখিলা জীবন* সাফল্য জীবন মোর পাই গুণমনি ॥ সাফল্য হইল মোর জনক জননী * সাফল্য জনম শিক্ষা যত ইতি কাজ ॥ সাফল্য হইল ধনি সংসারের মাঝ * সাফল্য এতেক শ্রম কৈলা বহুদূর ॥ সাফল্য হইল তোর কন্দিল সহর * সাফল্য হৃদয় কালী ফেলিনু মুছিয়া ॥ সাফল্য সন্তোষ কৈলা দরশন দিয়া * সাফল্য তোমারে যেবা করিল সৃজন ॥ সাফল্য প্রভুয়ে মোর করাইল মিলন * সাফল্য ললাটে মোর আছিল লিখন ॥ সাফল্য আনিল মোর রাজার নন্দন*সাফল্য জীবন প্রিয়া মোর প্রাণধন ॥ সাফল্য হইল মোর হেরিয়া নয়ন* সাফল্য প্রবল মোর হইল অঙ্গ বল॥ সাফল্য ঘুচিল মোর বিরহ অনল * সাফল্য হইল এবে মোর অন্ন জল ॥ সাফল্য হইল যত অঙ্গরোগ গেল * সাফল্য হইল মোর শতগুণ সুখ॥ সাফল্য হইল এবে খণ্ডি গেল দুঃখ * সাফল্য আনন্দ মোর পাই প্রাণধন ॥ সাফল্য শ্রীচরণে তোর মজি থাকে মন * এতেক শুনিয়া বীর কুমারী বয়ান ॥ গলে ধরি কোলে তুলি দিল আলিঙ্গন * মোহাম্মদ কাজেম আলী আওলিয়া আল্লার ॥ তাঁহার চরণে মোর ভকতি অপার * অধীন আকবরে

কহে পাঙ্কলির ছন্দ ॥ অবশ্য পুরিবে যার যেমন নির্ব্বন্ধ *

ধুয়া ॥

মোহন রূপ যোগী উড়ি আইল ॥

মন বন অন্ধকার মোর কৈল আলো *

রাগ আছওারি ছন্দ।

শামারোখ নারী, পরম সুন্দরী, শোভে অঙ্গ জবা পুষ্প তুল॥ মুখ শশী নিন্দে, নীল বস্ত্র পিন্দে, যুগ্ম করে শোভে অঙ্গ লাল * শুদ্ধ পাটেশ্বরী, গৌর রঙ্গ নারী, পরিধানে মোহিনী নিন্দিল ॥ মহারুদ্রা গাথা, নানা ভাষে কথা, পিক ধিক জিনি স্বর সরল * সর্ব্বগুণে গুণবান, দানে মারে সুরগণ, শান্ত কর মোর মনানল॥ যে হেন মোহন গুরু, দুঃখিতের কল্পতরু, সর্ব্ব উপমা মোর হৈল * আমার প্রাণের সম, রসময় অনুপম, সেই পদ কমলে মজিল ॥ প্রণামি কুণ্ডল হল, স্থল বস্ত্র পরিমল, অধীন- আকবরে ভনিল *

রাগ পয়ার ছন্দ।

কুমারে জানু পরে মস্তক রাখিয়া ॥ মুখ হেরি রহে শামা গলেতে ধরিয়া * কুমারের গলে শামা দুই হাতে ধরি ॥ হৃদয়ে হৃদয় রাখি রহিল সুন্দরী * ভূজ গলে ধরি কন্যা নয়নে নয়ন ॥ অধরে অধর রাখি করে সুধা পান * তপন তাপিত হই পাই জলধার ॥ তিলেক দরশনে গেল যত দুঃখ ভার * আপনার যত দুঃখ কহিল সুন্দরী ॥ কুমার আপনা দুঃখ কহিল বিস্তারি * গলে গলে ধরি দোন প্রেম আরোহিয়া ॥ ভাবুক ভাবিনী মতে রহিল মিশিয়া * অপার সঙ্কট দুঃখ সকল কহিল ॥ রস পূর্ণ হৈল তনু পাছে প্রকাশিল * রাহু যেন দূরে গেল চন্দ্রকে ছাড়িয়া ॥ তেন মতে কন্যার জ্যোতি উঠে ঝলকিয়া * বলিতে বলক যেন কলকে বলঙ্গ ॥ সজল জলেতে যেন ঝলকে তরঙ্গ *

সুখা কাষ্ঠে জলপাই যেন হয় পাত ॥ রসেতে বিভোর কন্যা পাই প্রাণনাথ * ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বীর চাহে ভক্ষিবার ॥ শুন্য কোটে নাহি কিছু করিতে আহার * কুমার পুছিল তুমি কি রাখিছ খাইতে ॥ কন্যা বলে মোর লাগি কি আনিছ সাথে * কুমার বলিল মোর তাপিত হৃদয় ॥ তোমার অমৃত বাণী সদায় দহয় * কন্যা বলে রাখিয়াছি প্রাণ আর হিয়া ॥ ক্ষুধা পাইলে খাও প্রভু আমাকে কাটিয়া * অন্ন জল নাহি খাই রাখি কোন কাজ ॥ আনিবে যাচিতে অন্ন জল তিল ব্যাজ * এত শুনি যুবরাজ ঝোলায় হাত দিয়া ॥ নানাবর্ণ মিষ্টদ্রব্য লয় নেকালিয়া সুবর্ণের থাক এক ঝুলি হইতে লইল ॥ সেই সব দ্রব্য দোন একত্রে খাইল * অন্ন জল ভক্ষী দোন করিল শয়ন ॥ অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া নিদ্রায় অচেতন * কার অঙ্গ হইতে কোন না হয় অন্তর ॥ হৃদয়ে হৃদয় রাখি অধরে অধর * রাত্রি গেল সুখের দোন প্রভাতে উঠিল ॥ প্রাতঃক্রিয়া করি দোহে আনন্দে বসিল * গদগদ হাসি কন্যা বীরে জিজ্ঞাসিলা ॥ বাষট্টি বৎসর পন্থ কিরূপে আইলা * কিরূপে ভাঙ্গিলা তুমি সে বন জঙ্গল ॥ কিমতে ছাড়িল তোমায় সে দেও সকল * দশশিরা হস্তে তুমি কিরূপে বাঁচিলে ॥ প্রধান রাক্ষস দেও কিরূপে মারিলে * এ সপ্ত সমুদ্র বল কে করিল পার ॥ কহ প্রাণনাথ মোরে সেই সমাচার * কুমারি পুছিল যদি এ সব বচন ॥ ক্রমে ক্রমে কহে বীর সব বিবরণ * প্রথমে বক্তারি দেশে আছিল যে মতে ॥ ত্রিশুল সলাইবান পাই মুনির হাতে * মকবিল নামে রাজা যত দিল পরাভব ॥ যে মতে উদ্ধার কৈল্য কন্যা শিরীলব * জাল খড়গ দিল শিরী যেরূপে আনিয়া ॥ যেই মতে দুঃখে পড়ি তারে কৈল্য বিয়া * যেরূপে সমুদ্র পার হুমা করি দিছে ॥ হুমা দেও সঙ্গে প্রেম যেরূপে হইছে *

যেই মতে করিল প্রেম হুমার সহিতে ॥ সঙ্কটে পড়িলে কৈছে তারে বোলাইতে * যেইমতে আসিতে পথে কুকুর পাইল ॥ কুমারে ধরিয়া তার পুরি মধ্যে নিল * তাহার ঘরেতে এক সুন্দরী কামিনী ॥ ঝোলা টোপ যেইরূপে সেই দিল আনি * যত ইতি সমাচার একে একে কৈল ॥ শুনিয়া কুমারী মনে আশ্চর্য্য হইল * হেনকালে আসিল দাই অন্ন জল নিয়া ॥ কুমার লুকাই রৈল টোপ শিরে দিয়া * কপাট খুলিয়া দাই গেল কোট মাঝ ॥ বিজলী চটক দেখে কন্যা অঙ্গ সাজ * হরষিতে রাজ-বালা কহিল তখন ॥ অন্ন জল দেও দাই করিব ভক্ষণ * এত শুনি অন্ন জল সমুখেতে দিল ॥ পশ্চাতে খাইব বলি লুকাই রাখিল * এইমতে দাই তথা নিত্য আসে যায় ॥ ফিরব না দেখে কন্যা আনন্দ সদায় * রাণীকে কহিল দাই এ সব কাহিনী ॥ সদাই আনন্দ দেখি তোমার নন্দিনী * শুনি রাণী হরষিত হইয়া ত্বরিত ॥ দাসীকে কহিল বুঝ কি ভাব চরিত * আর দিন যাই দাই কহে কুমারীরে ॥ চামরী আসিছে হেন মোর মনে ধরে * এমত কহিল যদি শামার গোচর ॥ দাইকে গঞ্জনা কন্যা করিল বিস্তর * লড়া দিয়া গেল দাই মহাদেবী স্থানে ॥ ইঙ্গিতে কহিল কিছু রাণী বিগুমানে* আপনে চলিল দেবী মনেতে ভাবিয়া ॥ নানা বর্ণ খাদ্য দ্রব্য সঙ্গেতে লইয়া * মহাদেবী আইল হেন দেখিয়া কন্যায় ॥ টোপ শিরে দিয়া তথা কুমার ছাপায় * রাণী আসি দেখে কন্যা হরিষ বদন ॥ কন্যার বদন রাণা চুম্বিল তখন * কর পদ বন্ধন তার ফেলিল কাটিয়া ॥ স্নান করাইল কন্যা গন্ধ তৈল দিয়া * বসন ভূষণ দিয়া পরায় অলঙ্কার ॥ হইল অঙ্গের জ্যোতিঃ শশি পূর্ণিমার * নানা উপহার পাছে ভক্ষিবারে দিল ॥ পশ্চাতে খাইব বলি সকল রাখিল * হরষিত হই রাণী ফিরি গেল ঘরে ॥ সংবাদ কহিল গিয়া রাজার

গোচরে * সুসংবাদ শুনি রাজা কহিল তখন ॥ পুরী মধ্যে আন কন্যা ছেদিয়া বন্ধন * এতেক শুনিয়া গেল শত সহচরী ॥ শামা লিয়া যায় সবে চৌদলেতে করি * টোপ শিরে দিয়া বীর সঙ্গেতে চলিল ॥ উত্তম মন্দিরে গিয়া আনন্দে রহিল * এই মতে মনোরঙ্গে রহে দুই জন ॥ আনন্দ হৃদয়ে করে ভোজন শয়ন * আর দিন কহে রাজা রাণীর সহিত ॥ কন্যা বিভা দিতে হয় এখন উচিত * নিজ সুতা ডাকি রাণী কহেন্ত পিরীতি সয়ম্বর দিতে তোর দেও অনুমতি * কন্যা কহে কদাচিত দৈত্য না বরিব ॥ রাণী কহে কোথা তবে মনুষ্য পাইব * এত কহি গেল রাণী আপনা ভবন ॥ কন্যাকে বুঝায় সব সহচরীগণ * কি হেতু না বর তুমি গর্দ্দফোস রাজা ॥ কোথাতে পাইবা বল চামরীর রাজা * হাসিয়া কহিল কন্যা অম্বেসিয়া চাও ॥ না পাইলে মানুষের মূরতী বানাও * সখী সবে হাসি বলে শুন কহি আমি ॥ কিরূপে করিবা বল মুরতীরে স্বামী * এত শুনি টোপ শিরে হাসয় কুমার ॥ মুরতী বরিব কন্যা একি চমৎকার শামা কহে আইস প্রিয়া তুমি এবে কোথা ॥ সখী সবে বলে আমি না দেখি অন্যথা * আসিল মনুষ্য এথা অপার মহিমা ॥ ভূবনের মধ্যে তার দিতে নাহি সীমা * সখী মধ্যে এক সখী চতুর আছিল ॥ মধুর বচনে সখী কহিতে লাগিল * এরূপ করিয়া কহ ছাড়ি প্রবঞ্চনা ॥ প্রতি নীতি দেখি তব রসের সান্ত্বনা * পূর্বে বিরহিনী মতে করিতে রোদন ॥ এখন আনন্দ তোমার দেখি সর্বক্ষণ * দিনে দিনে বাড়ে তোমার মুখের লাবণ্য ॥ ঝলকে অঙ্গের জ্যোতিঃ যৌবন প্রসন্ন * গ্রহণ ছাড়িলে যেন দিপ্তী শশধর ॥ তেন মত চন্দ্র মুখ তোমা নিরন্তর * আসিয়াছে মনুষ্য বুঝি তাহারে পাইয়া ॥ এ বলিয়া কন্যা ঘরে সখী গেল ধাইয়া * ত্বরিতে দিলেক টোপ শিরে বীরবর ॥ কিঞ্চিৎ দেখিল

রূপ সখী কলেবর * শামাস্থানে কহে সখী মনে আকুলিয়া ॥ দেখিনু কুমার এক রৈল লুকাইয়া * দামিনী সদৃশ্য আমি দেখিনু নয়নে ॥ নাহি জানি লুকাইয়া রৈল কোন স্থানে * অধঃমুখে হাসি বালা কহে সখী পাশ ॥ নির্ব্বল মনুষ্য কোথা রাখয় সাহস * বাষট্টি বৎসর পন্থ মনুষ্য আলয় ॥ এ সপ্ত সমুদ্র পার কিরূপে আইসয় * কহিল কন্যাকে সবে উপদেশ ইত ॥ লুকাই রাখিতে তারে না হয় উচিত * মোরা সবে দেখি আগে কিরূপ কুমার ॥ মন মত হৈলে আশা পুরাব তোমার * এড়াইতে নাহি পারে সু-রসিকা সখী ॥ কুমারে চাহিতে সবে আনিলেক ডাকি * কুমারের টোপ যদি খুলিল কুমারী * দেখিয়া যে মোহ গেল সব সহচরী * ইন্দ্র চন্দ্র নহে তার রূপের সমান ॥ নয়নে নাহিক তেজ সেরূপ দেখন * ভূবন মোহন রূপ দেবতা জিনিয়া ॥ বনচক্র রূপ যেন ভূলায় দেখিয়া * সখীগণে মোহ দেখি বুঝিয়া বিহিত ॥ টোপ শিরে দিয়া বীর ছাপিল ত্বরিত * চৈতন্য পাইয়া ধরে কুমারীর পাও ॥ ভাল মত না দেখিনু ফিরিয়া দেখাও * এই মতে তিনবার দেখাল কুমারী ॥ সখী সব হৈল যেন মদন ভিখারী * কপাট বান্ধিয়া কন্যা রহিল বাহিরে ॥ সখী সব কহে গিয়া রাণীর গোচরে * শুন শুন মহা-দেবী শামারোখ কথা ॥ মনুষ্য তাহার নাথ আসিয়াছে এথা * মোরা সব ঘরে গেলাম তাকে দেখিবারে ॥ বিজলী চটক যেন চাহিতে কে পারে * শুনিয়া চলিল দেবী কুমারে চাহিতে ॥ শত শত শহচরী চলিলেক সাথে * হাসি হাসি কহে রাণী শুন শামারোখ ॥ মনুষ্য সন্তান কোথা আনহ সমুখ * এত শুনি শামারোখ হেট মাথা হৈয়া ॥ কহে হেন বল কেন জননী হইয়া * বল দেখি কোথা হইতে মনুষ্য আসিব ॥ বৃথা কহ কোথা আমি মনুষ্য পাইব * মনুষ্যের অল্প জিউ সমুদ্র অপার ॥ কিরূপে

আসিবে বল রাজার কুমার * এহিমতে রাজকন্যা বিস্তর কহিল ॥ সুতা সম্বোধিয়া রাণী কহিতে লাগিল * মনের বাঞ্ছিত যদি আসিয়াছে তোর ॥ তুষিয়া লওনা কন্যা ধরি দুই কর * দেখিলে তোমার বর কহিয়া রাজারে ॥ মনের হরিষে বিভা দিতাম তোমারে * শুনিয়া মায়ের কথা মন্দিরেতে গিয়া ॥ দেখাইল কুমারকে টোপ খসাইয়া * চমকিত হইল সবে মুদিয়া নয়ন ॥ ভূমিতে পড়িল সব হারাইয়া জ্ঞান * কতক্ষণ পাছে সবে পাইয়া চেতন ॥ কি দেখিলে কি দেখিলে বলে সর্বজন * স্নেহ করি রাজেশ্বরী কন্যা প্রতি কয় ॥ ভাল মতে জামাতার মুখ দেখি লয় * একে একে তিনবার টোপ খসাইল ॥ দেখিয়া কুমার রূপ আশ্চার্য্য হইল * তিনবার দেখি রাণী হৈল অচেতন ॥ লর্জ্জা ত্যাগি মহারাণী বলিলা তখন * শুন শুন কন্যা তুমি মোর মাথা খাও ॥ যেমতে দেখিতে পারি ফিরিয়া দেখাও * শুনিয়া মায়ের কথা লজ্জিত হইয়া ॥ কুমারকে দেখাইল মুকুট রাখিয়া * কুমারের রূপ দেখি মহাদেবী কয় ॥ স্বর্গ বিদ্যাধর এহি মনুষ্য তনয় * মদনে গঠিছে মুখ অরুণ বরণ ॥ নাশা খড়গ শোভিয়াছে কোমল লোচন * কালাসর্প গ্রিবা যেন ভূজঙ্গ সংসয় ॥ হেরিতে না পারে জ্যোতিঃ আখি উলটয় * হেমা ধরকটি জিনি হৃদয় শব্দল ॥ জগৎ শোভিয়াছে যেন মৃণাল ফুল * অঙ্গুলে অঙ্গুরী আদি কাজলের রেখা ॥ জলদের মধ্যে যেন অরুণে দিল দেখা * শশধর পাছে হেন নক্ষত্র শোভিছে ॥ সুখ জল চারি পাশে কর্ণাট সাজিছে * কামিনী মোহন রূপ সর্ব শাস্ত্রে জ্ঞাতা ॥ হরিষ হইল রাণী দেখিয়া জামাতা * নৃপতির আগে রাণীকহে বিবরণ ॥ শুনিয়া আশ্চার্য্য রাজা হরষিত মন * জামাতা চাহিতে রাজা করিল আদেশ ॥ কুমারে দেখিতে রাজা করিল আবেশ * সভা করি বসিলেন সৈন্য সেনা লইয়া ॥

কন্যা নিকটে দাসী দিল পাঠাইয়া * কহ গিয়া আসিবারে মনুষ্য ছাওয়ালে ॥ না দেখি মনুষ্য কভু এথা কোন কালে * দাসী গিয়া কহিলেক শামারোখ ঠাই ॥ আদেশিছে মহারাজ দেখিতে জামাই * এত শুনি যুবরাজ হরষিত হইল ॥ রাজযোগ্য সাজ বীর পরিতে লাগিল * শামারোখ রাণী স্থানে কহিতে লাগিল ॥ কোন ভাবে বাপে আসি তাকে বোলাইল * কন্যা বলে দেওরাজ যক্ষ হুতাশন ॥ না জানি কুমারে ধরি করয় ভক্ষণ * রাণী কহে হেন কর্ম্ম যখনে হইবে ॥ অনল জ্বলিয়া সব সংহার করিবে * শামারোখ জাল খড়গ লইয়া আপন ॥ রাণী কন্যা নিকটে রহিল দুইজন * কুমার হরিষে তবে টোপ শিরে দিয়া ॥ রাজসভা প্রবেশিল অঙ্গ লুকাইয়া * সভা মধ্যে দাঁড়াইল রাজার নন্দন ॥ কতক্ষণে আসিবে হেথা কহে সর্বজন * বসিয়াছে মহারাজ সৈন্য সেনা লইয়া ॥ কুমার প্রণাম কৈল্য সভা সম্বোধিয়া * মুখের বচন শুনে চক্ষে না দেখয় ॥ কহিতে লাগিল রাজা সর্ব সভাময় * শুনহ রাজার সুত ছাড় এহি বেশ ॥ দেখিবারে শ্রদ্ধা বহু মনের আবেশ * এত শুনি টোপ বীরে খুলিল তখন ॥ ঘর্ম্ম শ্রম হই পড়ে সহিতে রাজন * চৈতন্য নাহিক কার শাস নাহি রয় ॥ মুখেতে কাপড় দিয়া কুমার হাসয় * কুমার ভাবিয়া টোপ শিরে চড়াইল ॥ কতক্ষণে জ্ঞান পাই চৈতন্য হইল * কি দেখেহু কি হইল বলে সর্বজন ॥ এরূপ মনুষ্য নাহি দেখি কদাচন * কেহ বলে আস্রি কেন পাইলে বহু দুঃখ ॥ ঘরে বসে পাইতে যে কন্যা শামারোখ * পুনরপি বলে শুন রাজার কুমার ॥ যেই মতে দেখিতে পারি বদন তোমার * এ চন্দ্র বদন তব দেখিয়া নয়নে ॥ যশ কীর্ত্তি রহিবেক এ তিন ভুবনে * শাহা ছোলতানের পুত্র মনেতে ভাবিয়া ॥ দেখা দিল সভা মধ্যে টোপ খসাইয়া * মনে মনে

সর্ব্বজনে হরিষত হৈয়া ॥ ধন্য ধন্য প্রশংসিলা কুমারে তুষিয়া * কুমারের রূপ দেখি কমল কিশোর ॥ সিংহাশনে বসাইল করিয়া আদর * নাম গ্রাম জিজ্ঞাসিল শাস্ত্রের বিধান ॥ কোথাতে বসতি তোমার কাহার নন্দন * কুমার কহিল মোর বাপ ছোলতান ॥ জেবল মুলুক আমি তাহার সন্তান * আমার জননী হয় রতিকলা নাম ॥ চন্দ্রদেব সুতা জান রূপে অনুপম * হেন কালে আইলেক দশশিরা চর ॥ সংবাদ কহিল সেই রাজার গোচর * মহাভয় পাই কহে রাজ বিদ্যমান ॥ মহা দৈত্য মারি গেল কোন বলবান * খণ্ড২ করি তারে কাটিয়া ফেলিছে ॥ রাজকন্যা ছানুবরে কেবা হরে নিছে * হাসি২ যুবরাজ কহিলেক পাছে ॥ মহাদৈত্য মারিবারে হেন কেবা আছে * রাজরাণী কহিলেক কুমার বাখান ॥ বিষম সংগ্রামে দৈত্য মারিল নিদান * হাসি২ মহারাজ সভামধ্যে কয় ॥ তার হস্তে দশশিরা হইল প্রলয় * শুনিয়া আশ্চার্য্য হৈল সৈন্য সেনাপতি ॥ কুমারে প্রশংসা সবে করে যত ইতি * সবে বলে দৈত্যকে যে মারিয়াছ তুমি ॥ কেনহে মারিছ দেও নাহি জানি আমি * হস্তী গণ্ডার মৃগ্ ব্যাঘ্র যক্ষ দৈত্যগণ ॥ এ সকল মারিয়া আইলা কন্দিল ভুবন * তুষিয়া কহেন্ত সবে কুমার মহিমা ॥ এ সংসারে না পারে কেহ দিতে তার সীমা * সেবকে ডাকিয়া রাজা গঞ্জিয়া কহিলা ॥ রাজার কুমারে কেন অযত্নে আনিলা * চলিয়া কমল অঙ্গ পাইল বহু দুঃখ ॥ কি কারণে না রহিলা তাহার সমুখ * সেবক দিলেন রাজা কুমারের সঙ্গে ॥ সুবর্ণ মন্দিরে শয্যা দিল মনরঙ্গে * আরোহিতে অশ্ব দিল বসন ভুষণ ॥ সেবা করিবারে দিল দাস দাসীগণ * মন তুষ্ট কৈল রাজা সম্ভাষা করিয়া ॥ মন্দিরে চলিল বীর রাজে প্রণামিয়া * দাসীকে কহিল রাজা করিয়া যতন ॥ চলিয়া আসিছে জান রাজার নন্দন * শ্রমযুক্ত

হইয়াছে করাইবে স্নান॥ ভাল উপহার আনি করাবে ভোজন*
সেবা যে করিবা সদা থাকিয়া বিদিত॥ যেইক্ষণ যেই চাহে
দিবেক ত্বরিত * আজ্ঞা অনুসারে তারে দাস দাসীগণ॥ যতনে
সেবয় তারে নিত্য জনে জন * এহি মতে মন্দিরেতে মনের
হরিষে॥ অহর্নিশি থাকে মিশি বীর শামা পাশে * এইরূপে
অন্তঃপুরে আছে যুবরাজ॥ আর দিন মহারাজ করে কোন কাজ*
পাত্রগণ স্থানে রাজা স্নেহ করি কয়॥ এক্ষনে উচিত কন্যা দিতে
পরিণয়* রাজে সম্বোধিয়া পাত্র কহে দাড়াইয়া॥ এই মতে দাও
যদি রাজ কন্যা বিয়া * সংসারের লোক সবে ঘোষিবে কুযশ॥
মনুষ্যের প্রেমভাবে পরী হইল বস * পুনরপি পাত্রগণ কহিলা
উত্তর॥ এখন কন্যাকে তুমি না দাও সয়ম্বর * এত শুনি মহা-
রাজ রাণীকে পুছিল॥ কন্যা বিভা দিতে পাত্রে বারণ করিল *
রাণী বলে না মানিব বারণ অবশ্য॥ না জানি কি গর্দ্দফোস মারে
কি মনুষ্য * মনুষ্যকে দিলে বিভা সে দৈত্য মারিব॥ পশ্চাতে
মনুষ্য শোকে আমিও মরিব * পাত্র কহে যদি কন্যা দিবা
সয়ম্বর॥ গর্দ্দফোস লুটিবেক কন্দিল সহর * গর্দফোস না জানয়
হেন কর্ম্ম নয়॥ সে দেওকে নিমন্ত্রণ কর মহাশয়* আর নিমন্ত্রণ
কর সমাজ হইতে॥ ভাঙ্গিয়া লিখহ পত্র সয়ম্বর বরিতে *
করিবেক নিমন্ত্রণ যত দেওবরে॥ এত বলি আজ্ঞা দিল পত্র
লিখিবারে*শুভলগ্ন করি রাজা পত্র লিখিলেন্ত॥ দেও পরী যক্ষ
ইন্দ্র সব আসিলেন্ত * সভা করি বসিলেক যতেক রাজন॥ গর্দ্দ-
ফোস আইল পাছে করিয়া সাজন * শুনিয়া ভাবয় কন্যা কি বুদ্ধি
করিব॥ গর্দ্দফোস ছাড়ি আমি মনুষ্য বরিব * গর্দ্দফোস প্রতিজ্ঞা
যে করিল তখন॥ কুমারে ভক্ষিলে দুঃখ হইবে মোচন *
কন্যাকে বসাই আমি খাটের উপর॥ কুমারে খাইব ফাড়ি
তাহার গোচর * যখন ভক্ষিব আমি তার মাংস খানি॥ তখনে

যাইবে মোর হৃদয় আগুনি * কুমারে সাজাই রাজা করি নানা সাজ ॥ সিংহাসনে বসাইল সেই সভা মাঝ * বসিল পশ্চিম মুখে রাজার কুমার ॥ নক্ষত্র মণ্ডলে যেন চন্দ্রিমা প্রচার * মনে মনে গর্দ্দফোস ভাবিতে লাগিল ॥ দেওয়ের সভাতে দেখি মনুষ্য আইল * কুমারের রূপ দেখি মোহ দেওগণ ॥ ক্ষণেক বিলম্বে সবে পাইল চেতন * গর্দ্দফোস বলে কন্যা মনুষ্য বরিব ॥ না বরিতে আগে তারে আমি হরি নিব * তারে না পাইলে কন্যা আমারে বরিবে ॥ তাহাকে খাইলে মোর মন শান্ত হবে * এহিমতে ভাবি দেও শুন্য পথ দিয়া ॥ অলক্ষেতে কুমারকে ধরিল আসিয়া * যখন কুমার আইল দৈত্যের সভাতে ॥ জাল খড়গ শেল শুল না ছিল সঙ্গেতে * কুমারে বান্ধিয়া দিল এক দৈত্য পাশ ॥ আজ্ঞা দিল রাখ লিয়া পর্ব্বত কৈলাশ * কন্যার সাক্ষাতে রাখি তাহারে ভক্ষিব ॥ তবে সে মনের দুঃখ আমি পাসরিব * কুমারে হরিয়া দেও বৈসে আনন্দিত ॥ আমারে বরিবে কন্যা জানিনু নিশ্চিত * পুরি মধ্যে করে সাজ রাজার নন্দিনী ॥ আনন্দিত হই সব যত সোহাগিনী * চাঁচর চিকুর বালা বান্ধিয়া কবরী ॥ মেঘের কোলেতে যেন রহিছে চামরী * কপালে সিন্দুর শোভে চন্দনের ফোটা ॥ অরুণে বেড়িয়া যেন মেঘে কৈল্য ঘটা * বদন পূর্ণিমা শশী কমল নয়নী ॥ নয়নে অঞ্জন পরি করিলা শোভনী * ইঙ্গিতে কটাক্ষ বান হানে যার তরে ॥ ত্বরিতে নাগিনী রূপে বিনাশে তাহারে * মধু হাসি রূপ রাশি চাহে যার তরে ॥ জীবন যৌবন ধন ঢালি দিব তারে * মধুবানী শুনি পিক মুখ নাহি তোলে ॥ লাজ পাই পলাইল পর্বতের তলে * অধরে মধুর রস যেবা মধু পিয়ে ॥ শত বৎসরের মৃত ততক্ষণে জীয়ে * গোলাপের পুষ্প যিনি রঙ্গিমা অধর ॥ অম্বর কর্পূর সজ্জা সুগন্ধি সুন্দর * উচ্চ নিচ বর্জ্জিত

দশন মুক্তা পাতি ॥ রঙ্গিন ধ্বল মধ্যে অভিনব জ্যোতিঃ * সুধা মুখে হাসি যদি দশন দেখয় ॥ সপ্তস্বর্গ জ্যোতির্ম্ময় তবে প্রকাশয়* কপালে কনক দোলে কর্ণে দোলে মতি ॥ চান্দ ভেল কলঙ্ক কমল ভেল অতি * কন্যা সাজ করি রাণী দিলেক পাঠাই * চলিল নৃপতি সুতা প্রভুকে ধেয়াই॥ হাতেতে পুষ্পের মালা সঙ্গে সহচরী ॥ সয়ম্বর বরিতে যায় যেন বিদ্যাধরি * সভাতে আসিয়া বালা চারিপাশে চায় ॥ কুমার বসিছে কোথা না পায় নির্ণয় * সহচরী ডাকি তবে কহিল কুমারী ॥ কুমার বসিছে কোথা চাহত বিচারী * সখীগণ সভামধ্যে বিচারী চাহিল ॥ দেও হরি নিছে হেন সকলে কহিল * সভা মধ্যে যুবরাজ আছিল বসিয়া ॥ আচানক দেও আসি নিলেক হরিয়া *

কুমারের হরণের সমাচার শুনিয়া রাজকন্যা মুচ্ছিতা
হয় এবং চৈতন্য লাভের খেদ
করিবার বিবরণ।

পয়ার ছন্দ * শামারোখ দাসী মুখে শুনে এই বাণী ॥ অজ্ঞান হইয়া পড়ে রাজার নন্দিনী * যেন বজ্রঘাত কন্যার পড়িল শিরেতে ॥ ঢলিয়া পড়িল শামা ত্বরিতে ভূমিতে ॥ সখীগণ ইহা দেখি হায় হায় করে ॥ সংবাদ দিলেক তবে মহারাণী তরে * মহারাণী আদেশে তবে সব সখীগণ ॥ কন্যাকে উঠাই লয় অন্দর ভবন * শিরে জল দিয়া কেউ করে পাঙ্খা বাও ॥ মৃত্যু হৈল কন্যা মুখে নাহি সরে রাও * কুমারী লইয়া রাণী করয় ক্রন্দন ॥ রাজা ও কুমার শোকে করয় রোদন * পুরী মধ্যে কান্দে সব হইয়া হুতাস ॥ কুমারের শোকে সবে ছাড়িল হুতাশ * চমকি চমকি উঠে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ কি কৈল্য কি হৈল কহে নয়ন মেলিয়া * আহারে দারুন বিধি নিষ্ঠুর হৃদয়

কিঞ্চিত নাহিক দয়া তুমি দয়াময় * আহারে দারুন কর্ম্ম দুঃখের বিকল॥ আহারে দারুন চিত্ত ভাবিয়া আকুল * আহারে দারুণ প্রান প্রেমের আবেশী॥ আহারে সুন্দর মুখ যিনি পূর্ণ শশী * আহারে সুন্দর অঙ্গ-কাম অবতার॥ আহারে কমল হাসি মধুর সঞ্চার * আহারে দারুণ বিধি কেন হইলা বৈরী আহারে দারুণ বিধি আমাকে যেমারি * আহারে কেমন শাস্ত্র নারী বধ ধর্ম্ম॥ আহারে কেমন জ্ঞানে করাইলা কর্ম্ম * আহা প্রাণনাথ পুনি দেও দরশন॥ আহা সেই প্রেম ঘটে কর আলিঙ্গন * আহা বিধি এত কেন কৈলা বিড়ম্বন॥ আহা কান্ত কেন রহে দারুণ জীবন * আহারে যৌবন মোর পূর্ণ আশাকুল॥ আহা কর্ম্ম লেখা মোর পূর্ণ অকুশল * আহা প্রাণনাথ মোর হবে কোন গতি॥ আহারে দারুন দুষ্ট পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি* কেমনে হরিলা মোর প্রাণের দোশর॥ কেমনে পাইমু লাগ দারুন দুস্কর * কোন জনে হরি নিল না চিনি তাহারে॥ কেমনে রাখিল নিয়া পর্ব্বত উপরে * কেমনে নিঃশব্দ হই আছিল কুমার॥ কেমনে নিঃশব্দে নিল দারুণ বর্ব্বর * কেমনে নিঃশব্দে নিলা প্রাণের ঈশ্বর॥ কেনে বা ধরিতে তুমি না দিলা উত্তর * কেমন রমণী দিয়া ভোলাইল মন॥ কেনেবা না দিলা দোহাই রাজার তখন * কি মতে বান্ধিল তার কোমল শরীরে॥ কি মতে না জানি কইল্য কেমন প্রকারে * কি মতে রাখিব প্রাণ আমি অভাগিনী॥ কি মত আছয় প্রভু নির্ণয় না জানি * একেত বিচ্ছেদ তনু আর প্রাণ ভয়॥ নাহি জানি দুষ্ট সবে কি মত করয় * ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রেম জ্বালা নানান প্রকার॥ কোমল শরীর মধ্যে দুষ্টের প্রহার * ধার্ম্মিক কুমার ধরি করিল নিরাশ॥ এবেহ পুরাও আশা জানি নিজ দাস * চতুর্দ্দশ অব্দ দুঃখের না হইলা তুষ্ট॥ পুনঃ দুঃখ ঘটাইলা মতি

হইল নষ্ট * হিত উপদেশ সবে কন্যা শান্তাইল ॥ লোহার মন্দির ঘরে কন্যা প্রবেশিল * ঘরের কপাট মারি রহিল কুমারী বিলাপ করয় কন্যা কুমারকে স্মরি * সভা ভাঙ্গি দেও সব গেল যদি ঘর ॥ বিলাপ করয় কন্যা থাকি একেশ্বর * মোহাম্মদ আকবর কহে করিয়া চরণ ॥ যার যেই নির্ব্বন্ধ দুঃখ না যায় খণ্ডন * জেরেল মুলুক কথা কহিতে অপার ॥ শুনিয়া বিদরে প্রাণ যত দুঃখ ভার * আননে না স্বরে বাণী কলমেতে কালী চক্ষে অশ্রু বহে নিত্য বাক্য যাই ভুলি *

মন দুঃখে বারি চক্ষে পুনরায় রাজকন্যার খেদ।

পয়ার ছন্দ * কি হৈল কি হৈল মোর পরিধান বাস ॥ কি হৈল কি হৈল মোর জীবন উদাশ * কি হৈল কি হৈল মোর রূপ বিদ্যাধর ॥ কি হৈল কি হৈল মোর জীবন দোসর * কি হৈল কি হৈল মোর ভাবের ভাবেনী ॥ কি হৈল কি হৈল মোর তাপের তাপিনী ॥ কি হৈল কি হৈল মোর প্রানের দোশর ॥ কি হৈল কি হৈল মোর রূপ কামেশ্বর * কি হৈল কি হৈল মোর বসন্তের ভাব ॥ কি হৈল কি হৈল মোর পুষ্পের সৌরভ * কি হৈল কি হৈল মোর কুঞ্জকান্ত নিলা ॥ কি হৈল কি হৈল মোর দিব্য পুষ্পমালা * কি হৈল কি হৈল মোর বসন্তের কলি কি হৈল কি হৈল মোর ভাল দিব্য ডালি * কি হৈল কি হৈল মোর দুর্ল্লভ চন্দ্রিমা ॥ কি হৈল কি হৈল মোর রূপের মহিমা * কি হৈল কি হৈল মোর প্রিয়া দরশন ॥ কি হৈল কি হৈল মোর এরূপ যৌবন * কি হৈল কি হৈল মোর ভাব কল্প জীউ ॥ কি হৈল কি মোর বিরহের পিউ * কি হৈল কি হৈল মোর অমল্য রতন ॥ কি হৈল কি হৈল মোর

অনাথনী ধন * কি হৈল কি হৈল মোর প্রদীপ রৌসন॥ কি হৈল কি হৈল মোর চক্ষের অঞ্জন * কি হৈল কি হৈল মোর জল তৃষ্ণা কূল॥ কি হৈল কি হৈল মোর ক্ষুধা সমতুল* কি হৈল কি হৈল মো'র আনন্দের সঙ্গ॥ কি হৈল কি হৈল মোর সুগন্ধি আনন্দ * কি হৈল কি হৈল মোর আনন্দের সঙ্গ॥ কি হৈল কি হইল মোর বিরহের রঙ্গ * কি হইল কি হইল মোর অন্তরের আশা॥ কি হইল কি হইল মোর অপূর্ব তামাসা* কি হইল কি হইল মোর প্রেম তুষ্ট বন্ধু॥ কি হইল কি হইল মোর বিরহের সিন্ধু * কি হইল কি হইল মোর পালঙ্ক দোসর॥ কি ইহল কি হইল মোর রসের নাগর * কি হইল কি হইল মোর নসিব সুদিন॥ কি হইল কি হইল মোর আনন্দের চিন * কি হইল কি হইল সখী না দেখি উপায়॥ কি হইল কি হইল বলি কান্দয় সদায় * কি হইল কি হইল বলি করে গড়াগড়ি॥ কি হইল কি হইল বলি আর্ত্তনাদ ছাড়ি * কি হইল কি হইল মোর জোড়ের কবুতর॥ কি হইল কি হইল মোর হংস সরোবর* কি হইল কি হইল মোর ভক্ষ উপহার॥ কি হইল কি হইল মোর সিঙ্গার বাহার * কি হইল কি হইল মোর শয়ন দোসর॥ কি ইইল কি হইল মোর শুদ্ধ কলেবর * কে নিল কে নিল মোর রস গুণনিধি॥ কে নিল কে নিল মোর দুগ্ধ ভাণ্ড দধি * কে নিল কে নিল মোর বন্ধু গুণ বন্ত॥ কে নিল কে নিল মোর প্রেম রস কান্ত * কে নিল কে নিল মোর অন্নের ব্যঞ্জন॥ কে নিল কে নিল মোর দুগ্ধের লবণ * কে নিল কে নিল মোর জারের বসন॥ কে নিল কে নিল মোর অঙ্গের ভূষণ * কে নিল কে নিল মোর রসের ভাণ্ডার॥ কে নিল কে নিল মোর প্রাণের আহার * কে নিল কৈ নিল মোর পূর্ন শশী নিশি॥ কে নিল কে নিল মোর দধির কলসী * কে নিল কে নিল মোর চক্ষের কাজল॥ কে নিল

কে নিল মোর রূপের উজ্জ্বল * কে নিল কে নিল মোর হৃদে দিয়া জ্বালা ॥ কে নিল কে নিল মোর কণ্ঠ পুষ্পমালা * কে নিল কে নিল মোর প্রাণে দিয়া ব্যথা ॥ কে নিল কে নিল মোর প্রাণেশ্বর কোথা * কে নিল কে নিল মোর মধু রসবাণী ॥ কে নিল কে নিল মোর দেহের পরাণি * কে নিল কে নিল মোর অন্ন ভক্ষপাত ॥ কে নিল কে নিল সখী মোর প্রাণনাথ * কে নিল কে নিল মোর সিথির সিন্দুর ॥ কে নিল কে নিল মোর ভাণ্ডার মধুর * কে নিল কে নিল সখী কহনা আমারে ॥ আর না সহয় দুঃখ আমার অন্তরে * অধীন আকবরে কহে স্মর কন্যা বিধি ॥ নির্বন্ধ পুরিলে পাছে পাবে গুণ নিধি * আর কত দিন থাক প্রভুকে ভাবিয়া ॥ আসিবে তোমার কান্ত দত্য সংহারিয়া প্রভুয়ে যাহাকে রাখে করি সমাদর ॥ কে মারিতে পারে তারে অবনী ভিতর *

রাজকন্যা কুমার বিচ্ছেদে পুনরায় প্রেমভাবে স্বীয়
নির্বন্ধকে ভৎসনা করিয়া খেদ করে।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥ সভা ভাঙ্গি দৈত্য গেল, হৃদেতে হানিয়া শেল, গুণবতী পুঃন খেদ করে ॥ আহা প্রভু নিরঞ্জন, হেন কৈলা কি কারন, জনম দুঃখিনী কৈলা মোরে * আমার পাপিষ্ঠ প্রাণে,ধৈর্য্য আর নাহি মানে, কিরূপে রহিব একেশ্বর ॥ নিশ্চয় গরল খাব, পাপ তনু সংহারিব, আর দুঃখ নাসয় অন্তর * যদি সে এমত হৈত, বিধি মোরে বিড়ম্বিত, তবে কেন মরণ না দিল ॥ আহারে করম পাপ, শিশু কালে দিয়া তাপ, মন সাধ মোর না পুরিলা * কুক্ষণে জনম হৈনু, কুল কলঙ্কিনী হৈনু, জগতে রহিল অপবাদ ॥ পাপিনী কহিবে

সবে, পিতৃ মাথা হেট হবে, সবে কবে জন্মিল আপদ * এমত কপাল কার, ঘটে এত দুঃখ ভার, হিয়া মোর মদনে দহিল ॥ রাজ্য পাট ত্যাগিমু, সন্যাসিনী হই যাইমু, জগত ভরি কলঙ্ক রহিল * আহারে দারুণ প্রাণ, কেন কর উচাটন, শান্ত নাহি হও কি কারণ ॥ নিকলি ভ্রমিব দেশ, জীবন করিবা শেষ, যথা পাই প্রিয়া দরশন * আহারে দারুণ প্রিয়া, কোথা গেলা দুঃখ দিয়া, কারে দেখি তোমা পাসারিমু ॥ কেবা মোরে দিল শাপ, পাইনু বিষম তাপ, প্রাণ মোর অনলে দহিমু * দারুণ যৌবন বৈরী, সম্বোরী রাখিতে নারি, মরিমু যে প্রিয়া দুঃখ গুণি ॥ বৈরী হইল সয়ম্বর, হরি নিল প্রাণেশ্বর, জ্বলি উঠে চিত্তের .আগুনি * দুঃখ নাহি সহে আর, কারে কব দুঃখ ভার, কোথা গেলে পাব প্রাণনাথ ॥ এখনে মরিব আমি, আহা বন্ধু কোথা তুমি, আর নাহি হইবে সাক্ষাৎ * আহা বন্ধু কোথা রৈলা, একাকিনী মোরে কৈলা, আর কত সহি দুঃখ ভার ॥ কতবা রহিব সহি, প্রাণ যায় মোর দহি, মরণ হইবে এবে সার * খুসি মনে হৃদ খুলি, সাজাই যৌবন ডালি, না ভঞ্জিল হই যোগ্যমান ॥ পাইয়া অমূল্য রত্ন, কেননা করিনু যত্ন, নিরাশ করিল নিরঞ্জন * আহারে পাপিষ্ঠ আখি, হইলা জনম দুঃখি, না দেখিলা প্রিয়া চন্দ্র মুখ ॥ বরিষণে চক্ষু পানি, ঘোর হৈল জ্যোতিঃ মণি, দুরে গেল রস রঙ্গ সুখ * আহারে শ্রবণ হেথা, না শুনিলা প্রিয়া- কথা, আর দেখা স্বপনে না হবে ॥ আহা প্রিয়া গুণমনি কে দিবে তোমারে আনি, কোথা গেলে দরশন হবে * অহর্নিশি অভাগিনী, বন্ধু অঙ্গ গন্ধ পুনি, না পাইনু সুগন্ধি সৌরভে ॥ আমাকে পাইব করি, তোমারে নিয়াছে হরি হেন কর্ম্ম কভু না হইবে * এমন ব্যথিত আছে, যাইত তোমার কাছে, জানাইত মোর দুঃখ ভার ॥ আমার ভাগ্যের ফলে যদি,

থাকে স্বকুশলে, দেও মারি আসিবে আবার * শরীর দেউটি ভেল প্রেমের পলিতা তেল, নিশি দিশি জ্বলে অবিরত॥ খাইয়া বিষম শেল, শরীর ভাঙ্গিয়া গেল, হৈল রঙ্গ অঙ্গ কৃষ্ণ যত * শরীর হইল কালা, গলেতে কলঙ্ক মালা, অপযশ রৈল ত্রিভুবনে॥ যে মোরে সংবাদ দিব, তাহার নিছনি হব, শিরে লিব তাহার চরণে * হব আমি দেশান্তর, মাঙ্গি খাব ঘরে ঘর, ভিক্ষা দাও বন্ধুরে আমার॥ উদাসিনী মত হই, অন্বেষিব ঠাই ঠাই, ঘরে ঘরে নগরে বাজার * হইল জগৎ ভরি, মানব কলঙ্ক পরি, তথাপিও না পুরিল আশ॥ আহারে দারুণ দুঃখ, না পুরিল মন সুখ, ভাবি ভাবি হইনু নিরাশ * যখন বন্ধুর কৈল, মোর মনে না হইল; দাসী হই রহিতে চরণে॥ এখন কান্দিয়া মরি, বন্ধুকে নিলেক হরি, দেখিতে না পাইনু নয়নে * হৃদয়ে হানিল শেল, প্রাণ বন্ধু কোথা গেল, বিনা কাষ্ঠে জ্বলয় হুতাশ॥ অধীন আকবরে কয়, আহা প্রভু দয়াময়, শীঘ্র পুরাও বিরহিনীর আশ * যদ্যপি না আসে তিনি, গরল ভক্ষিব পুনি, নারী বধ দিবেক তাহারে॥ শয়ন আহার ছাড়ি, প্রিয়া হেতু করে জারী, বিরহিনী দুঃখিত অন্তরে *

———

রাজকন্যার বিরহ গীত।

রাগ পয়ার (ধূয়া)

কারে কহি দুঃখ সখী মনের বেদনা
মিলন রতন নিধি পুনঃ বিচ্ছেদনা॥

গেলা গেলা ওরে নাথ গেলা পর দেশে॥ বৈরাগিনী হই যাব প্রিয়ার উদ্দেশ্যে * নিকুঞ্জ মন্দিরে বসি করয় সুশার॥ দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হইল আমার * নয়নে না আইসে নিদ্রা রজনী

পোহায় ॥ একেলা মন্দিরে থাকি প্রাণ মোর যায় * আষাঢ় বরিষে বৃষ্টি চপলা প্রকাশ ॥ নব জলধর দেখি সাগরে উল্লাস * ভক্ষিতে নাহিক শ্রদ্ধা চক্ষে নাহি নিন্দ ॥ অধীন আকবরে কহে ঘটিল কুদিন * সয়ম্বর পূর্ব্বে প্রভু একত্র আছিল ॥ দুষ্ট সয়ম্বরে প্রভু কোথা হরে নিল * আহারে দারুণ দুঃখ কব কার ঠাই ॥ শুধু তনু লই রৈল প্রাণী সঙ্গে নাই * অবলার প্রাণবন্ধু কত সহে জ্বালা ॥ শিশুকালে প্রেম করি শরীর কৈলা কালা * তুমিত রসিক বন্ধু আমি কাঞ্চা ডাল ॥ অঙ্কুরে পিরীতি দিয়া ঠেকাইলা জঞ্জাল * কে কহিবে বার্তা মোর বন্ধু লাগ পাইলে ॥ আর কি হইবে দেখা আমি মরি গেলে * শুইলে না ধরে নিদ্রা বসিলে পোড়ে হিয়া ॥ নিরবধি পরাণ যায় কান্দিয়া কান্দিয়া * কি করিব কোথা যাব বলনা গো সখী ॥ প্রাণ বন্ধু বিনে মোর জগত শুন্য দেখি * কতেক সহিব দুঃখ বিরহের ভার ॥ নিশ্চয় খাইব হীরা অসার সংসার * অঙ্কুর বয়সে মোর দিল প্রেমাগুণ ॥ সহিতে না পারি আর বিরহ আগুন * নিশ্চয় মরণ মোর হবে এই মতে ॥ মরি গেলে ভাল হয় জ্বালা যাবে সাথে * ঘুসিতে ঘুসিতে আমি অবশ্য মরিব ॥ আমি মৈলে প্রাণবন্ধু কারে আসি পাইব * এহি রহিল দুঃখ হৃদয়ে আমার ॥ বন্ধুর রাতুল পদ না দেখিনু আর * লোকে অপযশ রৈল কহিবে দানব ॥ কোন লোভে রাজ কন্যা ভজিল মানব ॥ এসকল ভাবি আমি মনে কৈনু কালি ॥ হাতে ধরি মাথে লই কলঙ্কের ডালি * মা ও বাপ শত্রু আমি হই যার লাগি ॥ আর কি তাহার মুখ দেখিবে অভাগি * হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি নিঃশব্দে থাকিয়া ॥ মা বাপের শত্রু হইনু যাহার লাগিয়া * তারে হরি নিল দৈত্য বুকে শেল হানি ॥ কিরূপে রাখিমু সখী কহ মোর প্রাণী * ছাড়িনু ভবের আশা খাইনু কাটারী ॥ এমত দুঃখের বন্ধু কেবা নিল হরি * দুঃখের

উপরে দুঃখ না যায় সহন॥ কাটা ঘাও মধ্যে যেন মাখিলা লবণ* আহারে দারুণ বিধি তুমি নৈরাকার॥ কোথা বসি চাহ তুমি মোর দুঃখ ভার*শিশুকালে এত দুঃখ দিয়াছ আমারে॥ জনম দুঃখিনী করি ভাসাইলা সাগরে * মোর কর্ম্মে ছিল সখী জনম জঞ্জাল॥ বিধিয়ে লিখিছে দুঃখ দুঃখিনী কপাল * মুনি মন নাসা হৈল ধন নাসা ধনী॥ গন্ধ নাসা পুষ্প যেন মণি নাসা ফনি রক্ত মাংস শুকাইল অস্থি চর্ম্ম সার॥ এত দুঃখ পাই প্রাণে না যায় আমার * অন্ন জল ত্যাগিয়াছি নাহি প্রাণ গেল॥ সহিতে না পারি আর বিরহ অনল * আত্ম ঘাতি হই আমি ত্যজিব জীবন॥ আর জন্মে পাব আমি প্রিয়া দরশন * অধীন আকবরে কহে থাক ধৈর্য্য ধরি॥ আসিবে তোমার কান্ত দৈত্যেরে সংহারি *

রাজকুমার কারাগারে থাকি হুমা দৈত্যকে স্মরণ করে এবং গর্দ্দফোস দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে

রাগ পয়ার।

এথায় জেবল মুলুক করয় কান্দন॥ সদয় হইল তারে প্রভু নিরাঞ্জন * হুমা দৈত্য বাণী তবে মনে হৈল তার॥ সঙ্কটে পড়িলে হুমা করিবে উদ্ধার * কুমারে রাখিছে লিয়া পাতাল নগরে॥ উদাস হইয়া বীর প্রভু নাম স্মরে * হস্তপদে বান্ধিয়াছে গলেতে শিকল॥ অন্ধকার ঘর মাঝে কুমার বিকল * মনেতে ভাবিয়া বীর হুমাকে স্মরিল॥ মানিক্য শিখরে থাকি হুমায় জানিল * বুঝিল কুমার পরে ঘটিল নিদান॥ বায়ু গতি হুমা দৈত্য আইল বিদ্যমান * কুমার নিকটে আসি দেখে বন্দী ঘরে॥ কপাট বান্ধিছে তথা যাইতে না পারে * কোটের

কোনেতে এক ছিদ্র যে আছিল ॥ মক্ষিরূপে হুমা দৈত্য কোটে প্রবেশিল*কুমার সমুখে আসি কহে দৈত্যবরে ॥ সঙ্কটে পড়িলে ভাই কেমন প্রকারে * জিজ্ঞাসা করিল হুমা দুই পদে ধরি ॥ সত্তর হাজার দৈত্য মারিছ আছাড়ি * হুমার বচন শুনি কহিল কুমারে ॥ জাল খড়গ টোপ শুল শামারোখ ঘরে * কন্যা স্থানে কহি যত মোর বিবরণ ॥ জাল খড়গ টোপ শুল আন এইক্ষণ * এত শুনি হুমা গেল কন্যার বিদিত ॥ জাল খড়গ টোপ শুল মাঙ্গিল তুরিত * কন্যায় কহিল তুমি হও কোন জন ॥ জাল খড়গ শুল দিব কহ কি কারণ * দৈত্য বলে মোর নাম হুমা মোছলমান ॥ আমার বন্ধন বীরে করিছে মোচন * বন্ধন মোচন করি দিছে সিংহাসন ॥ তেকারণে তার কার্য্য করিবারে মন * কুমার কন্যাকে কহে হুমা বিবরণ ॥ সে দেশের দৈত্য মারি দিয়াছে রাজন * হুমা বলে সত্য আমি সেবক তোমার ॥ ভিন্ন হেন না জানিও মনে আপনার * আস্তে ব্যস্তে উঠি কন্যা আনি দিল বাণ ॥ বাণ লই গেল হুমা অতি তুরমান * কোটে প্রবেশিয়া হুমা কাটিল.বন্ধন ॥ মুকল হইয়া বীর লই স্বরাসন * শুইয়াছে গর্দ্দফোস পালঙ্গ উপর ॥ পদাঘাতে চেতাইল উঠে দুরাচার * নিদ্রাভঙ্গ হই উঠে দেও ভয়ঙ্কর ॥ মনে মনে করে শ্রদ্ধা ধরিতে কুমার * মহাক্রোধে গর্দ্দফোস কুমার ধরিল ॥ দুইজন সিংহনাদে মেদিনী কম্পিল * রাজার কুমার পিছে ত্রিশুল লই হাতে ॥ যারে পায় তারে মারে ঘুরাইয়া মাথে * এত দেখি ভয় পাই দেও সব যত ॥ ধাই গেল দৈত্য সব সেই তেলেছমাত * এক জন ভাগিতে ধায় সঙ্গে শত জন ॥ কাহারে মারিবে বীর ভাবে মনে মন * শুল এড়ি জাল খড়্গ লইলেক হাতে ॥ ফেলিয়া মারিল সেই দৈত্য তেলেছ-মাতে * ছয় ঘড়ি পন্থ ঘিরি পড়িল চপিয়া ॥ যত দেও ছিল

তথা ফেলিল মারিয়া * তেলেছমাত ভাঙ্গি পাছে করি খান খান ॥ কাটিল সকল দেও কদলী প্রমাণ * পাতাল ছাড়িয়া দেও কৈলাশেতে গেল ॥ যুবরাজ পিছে পিছে তথাতে চলিল * ধরিয়া মারিল বীর যথা দৈত্যগণ ॥ ধাইল কতেক দেও ভঙ্গ দিয়া রণ * হুমা কান্ধে চড়ি বীর যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ বিপরীত দেখি তবে দেও ভয় পাইল * কুমারের যুদ্ধ দেখি দেও সবে ধায় ॥ নিজ সুতা সম্বোধিয়া মহাদেবী কয় * চিন্তা পরিহরি মাও শান্ত কর মন ॥ অবশ্য পুরাবে বাঞ্ছা প্রভু নিরাঞ্জন * খণ্ডিবে যতেক দুঃখ বিরহের ভার ॥ চিন্তা ত্যাগ কর কন্যা আসিবে কুমার * রাণী গিয়া কহিলেক রাজার চরণে ॥ সাহায্য পাঠাও সৈন্য কুমার কারণে * কুমার সাহায্য হয় করিতে সমর ॥ পাঠাইল নিজ সেনা কমল কিশোর * পাইয়া অপার সৈন্য হরিষ কুমার ॥ সিংহনাদ করি বীর বলে মার মার * যুদ্ধে প্রবেশিয়া ক্রোধ হই মহাবীরে ॥ মহা মহা দৈত্য সব পায়ে ধরি মারে * কদলীর বাগ যেন কাটে দেও গণ ॥ দেও আর মনুষ্য যুদ্ধ না হৈছে এমন * কন্দিলের লোক সব বলে ধন্য ধন্য ॥ কুমার মনুশ্য নহে দেবতা প্রসন্ন * গর্দ্দফোস সৈন্য সব রণে দিল ভঙ্গ ॥ সিংহের সৌরভে যেন পালায় কুরঙ্গ * ক্রোতাজের পন্থ চলি ধায় দেওবর ॥ কুমার দৌড়ায় চড়ি হুমার উপর * দুই দণ্ড পন্থ জন আছিল অন্তর ॥ বায়ু গতি চলি যায় ক্রেতাজ শহর * সৈন্য সেনা লই দেও গৃহে প্রবেশিল ॥ কপাট মারিয়া দেও তথাতে রহিল * কন্দিলের সৈন্য লই চলিল কুমার ॥ গৃহের নির্ম্মাণ দেখে জলের আকার * সমুদ্রের মাঝে গৃহ ভ্রময় সদায় ॥ জলে হাড়ি রাখিলে যেন ভাসিয়া বেড়ায় * গৃহের গঠন দেখি হইল আশ্চার্য ॥ কুলেতে রহিল সৈন্য ধরি মন ধৈর্য * তথা কন্যা শামারোখ পাঠাইল চর ॥ লিখিল

কুমার আগে না কর সমর * এমরানে আসিয়া তুমি কর রাজ্য ভোগ ॥ তোমা হেতু হৈল মোর বিরহের রোগ * আমার ভাগ্যেতে প্রভু জিনিয়াছে রণ * পুনি কেন সেই যুদ্ধে প্রবেশ কারণ * এহিমতে পত্র কন্যা লিখিল লিখন ॥ নিষেধ করিয়া লেখে না করিও রণ * পত্র লই চরগণ তখনে চলিল ॥ কুমার সাক্ষাতে গিয়া দরশন দিল * বৃত্তান্ত জানিয়া বীরে লিখিল উত্তর ॥ দেও মারি আসি আমি তোমার গোচর * তারে না মারিয়া যদি তোরে করি বিয়া ॥ এহি দেও সত্য মোরে ফেলিবে মারিয়া * পত্রের উত্তর যদি লিখিল কুমার ॥ পত্র লই চর গেল গোচরে কন্যার * কোন পন্থা না দেখিয়া হইল আশ্চার্য্য ॥ সমুদ্রের তীরে রৈল সবে ধরি ধৈর্য্য * উপায় না দেখি বীর দিশা নাহি পাই ॥ কি করিব জিজ্ঞাসিলে হুমা দেও ঠাই * হুমা বলে মোর কিছু কহন না যায় ॥ জিজ্ঞাসিলে গুরুস্থানে হইবেক সদয় * হুমা দেও বলে মোরে দেওনা মেলানী ॥ গুরুকে জিজ্ঞাসি হেথা আসি আমি পুনি * এ বলিয়া হুমা দেও বিদায় হইল ॥ নক্ষ দেশে গুরুস্থানে গিয়া জিজ্ঞাসিল * শুনিয়া তাহার গুরু বিস্তর হাসিয়া ॥ সমুদ্র শুকাইতে মন্ত্র দিল শিখাইয়া * আর এক মন্ত্র দিল কুমার লাগিয়া ॥ মারিবারে ঠেলা গৃহ সে মন্ত্র পড়িয়া * যখনে মারিবে ঠেলা হই যাবে দূর ॥ তবে প্রবেশিতে পাবে সে গৃহ ভিতর * এহি তথ্য পাই হুমা চলিল ত্বরিত ॥ কুমার সাক্ষাতে আসি হইল উপস্থিত * মন্ত্র পড়িবারে পত্র কুমারকে দিল ॥ তিনবার পড়িবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল * কহিল হুমা দেও সিন্দুনীরে সে মন্ত্র পড়িয়া ॥ একই সোওাসে নদী দিল শুকাইয়া * সমুদ্র শুখাল যদি গৃহ হইল স্থির ॥ সৈন্য লিয়া হুমা সঙ্গে চলে মহাবীর * সেই মন্ত্র পড়ি বীর মারিল হুঙ্কার ॥ কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহে হইল দুয়ার * প্রবেশ করিল সবে গৃহের মাঝার ॥

দেখিয়া দেওয়ের সৈন্য হইল ধন্দকার * সুখে নিন্দ্রা যায় কত গর্দ্দফোস সৈন্য ॥ চাপড় মারিয়া বীর কহিল চৈতন্য * জাগিয়া কুমার সঙ্গে করিলেক রণ ॥ এক দুই করি বীরে মারে জনে জন * এক দেও ধরি মারে আর দেও গায় ॥ মস্তকে মস্তকে বীর ধরিয়া চুসায় * এই মতে দেও সব করিল সংহার ॥ গর্দ্দফোস আসি যুদ্ধ দিল আরবার * দোহানের গর্জ্জনায় কম্পে বসুমতি ॥ গর্দ্দফোস পাছারিল কুমার সুমতি * দৈত্য জানু ধরি বীর দিল একটান ॥ কর্ম্মকার কাষ্ঠ যেন কৈল দুইখান * গর্দ্দফোস দেও মারি রাজার কুমার ॥ বদন ভরিয়া নাম লইল আল্লার * আর কত মারিল দেও খরগ চর্ম্ম ধরি ॥ পালাইল দেও সব জঙ্গ ভঙ্গ করি * ধন রত্ন ছিল যত লুটে সৈন্যগণ ॥ কুমারকে ধন্য ধন্য বলে সব জন * ছোলেমান দ্রব্য যত রাখি ছিল দৈত্য ॥ এক দ্রব্য মূল্য দিতে নাহি পারে দৈত্য * কন্দিলের এক সৈন্য রাখিয়া তথায় ॥ কাউছ জিনিয়া বীর কন্দিলেতে যায় * শুনি হরষিত রাজা হৈল আগুয়ান ॥ সৈন্য সেনা লইয়া রাজা ধরিল জোগান * শশুরে দেখিয়া বীর করে নমস্কার ॥ আশীর্বাদ দিয়া কোলে লইল কুমার * মান্যতা করিয়া রাজা দিলেক চৌদোল হরষিতে বসিল বীর হইয়া বিভোল * নগরে আসিতে রূপ যে জনে দেখিল ॥ নবচক্র দেখি যেন ভ্রমিয়া রহিল * পুরী মধ্যে শুনিল যদি আইল কুমার ॥ মনে মনে নৃপ সুতা আনন্দ অপার * নানা অভিলাষে তবে মন্দিরেতে গেল ॥ চন্দ্রের চন্দ্রিমা যেন আকাশে উঠিল * রাজপুরে গেল যদি রাজার নন্দন ॥ কমল কিশোর ছাড়ি দিল সিংহাসন * প্রণাম করিয়া বীর কহে কার্য্য কথা ॥ সিংহাসন লোভে আমি না আসিনু হেথা * শুনি হরষিত রাজা অন্তঃপুরে গেল ॥ ভোজন করিতে বীরে বোলাই আনিল * কপাটের ঝরকা তুলি শামারোখ চায় ॥

শামারোখ

কখনে পাইব বন্ধু প্রভুকে ধেয়ায় * মহাদেবী আজ্ঞা দিল ধন রত্ন আনি ॥ দরিদ্রে ডাকিয়া দাও কুমার নিছনি * শুদ্ধ জল আনি তবে স্নান করাইল ॥ রাজ যোগ্য বস্ত্র আনি পরিবারে দিল * কুম কুম চন্দন আর অঙ্গেতে ভূষিত ॥ লক্ষ মূল্য বস্ত্র পরে দেখিতে শোভিত * মিষ্ট ফল মিষ্ট জল নানা উপহার ॥ ভোজন করাইল তারে নানান প্রকার * শীতল মন্দিরে দিল শয়নের শয্যা ॥ রাজা প্রজা মিলি করে কুমারের পূজা * পাত্রের সহিত রাজা সুযুক্তি করিয়া ॥ সহস্বর কাজে পত্র দিল পাঠাইয়া * দেও পরী যথা তথা যতেক রাজন ॥ পত্র পাই আইল সবে কন্দিল ভুবন * নানা বাদ্য শব্দ হৈল পুরিল মেদিনী ॥ নানা-রূপে গায় গীত বাজে যন্ত্র ধ্বনি * শতেক বিংশতি চন্দ্রে গায় সুললিত ॥ নানাবর্ণে বাদ্য বাজে শুনিতে শোভিত * অপূর্ব নর্ত্তকী সব মদন চৌগুন ॥ রাগিনী সহিত গায় বিরহিনী গুন * নানান ভঙ্গিমা করি গায়ে সর্ব্বজনে ॥ কলেবর হর্ষ হয়ে পশিলে শ্রবণে * পশু পক্ষী নর্ত্তকীর শুনি সেই গান ॥ স্থান ছাড়ি খাদ্য হেতু না করে পয়ান *

রাজা পাত্রের সহিত যুক্তি করিয়া শুভ লগ্নে কুমার কুমারীর বিবাহ দিবার বিবরণ ।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ * রাজা কহে পাত্র বরে, কিবা যুক্তি কহ মোরে, কুমারীর বিবাহ কারণ ॥ মনুষ্য হউক বর, তাহে নহে ক্ষতি কর, শাস্ত্রে নাহি করে যে বারণ * কেননা সে বীরবর, মহাযোদ্ধা হয় আর, দৈত্য দানব করিয়া সংহার ॥ হেন বীর যেই হয়, তাহাকে অর্পিতে হয়, শামারোখ সঙ্গিনী তাহার * পাত্র কহে মহারাজে, নাহি দোষ এ সমাজে, মনুষ্যে অর্পিতে রাজবালা ॥ যত শীঘ্র হয় কার্য্য, সমাপনে বাড়ে ধৈর্য্য, শুভ

লগ্নে হউক শুভালা * এত শুনি মহারাজে, দৈবকে ডাকিল ব্যাজে, কহিল লগন দেখিবারে ॥ দৈবকে পাতিল খড়ি, আঁকিয়া মেদিনী জুড়ি, লগ্ন পাইল প্রথম জুম্মাবারে * শুনিয়া সে মহারাণী, সেহেলিরে ডাকি আনি, কহে সবে সাজ করিবারে॥ সখীগণে শুনি কথা, রাজবালা আছে যথা; চলি গেল শীঘ্র সেই ঘরে * মন রঙ্গে কহে সবে, রাজার নন্দীনি এবে, আইস করি সেঙ্গার তোমার॥ তোমার বিবাহ দিন, দৈবকে কহিল চিন, আগামীতে প্রথম জুমার * আইস সোহাগীনী সই, মন রঙ্গে গীত গাই, সেহেরা শোভিত শিরে লাল ॥ ঝলকে বাদলা তার, ঠামে ঠামে মুক্তাহার, হৃদয়ে কাচুলি ঝলমল * কুচ মধ্যে শোভে পাট্টা ঝললে বিদ্যুৎ ছটা, সুবর্ণ শোভিত চাঁপা ফুল॥ শোভিছে কর্ণের পাতি, পুষ্প খোপা নানা জাতি, কণকের ঝলক বহুল * কোরতা কাবাই অঙ্গে, বুটা শোভে নানা রঙ্গে, আতর গোলাপ ও চন্দন ॥ রাজা পুরোহিত সঙ্গে, সভা মধ্যে আইল রঙ্গে, বিভা রঙ্গে চাহিতে আপন * দেখিয়া কুমার মুখ মোহ হৈল দেবতা বুক, ভূত প্রেত মোহিত হইল॥ সবে বলে ধন্য ধন্য, শামারোখ হৈল ধন্য, মোরা ধন্য কন্দিল ধন্য হৈল * কন্যাকে পরাই সাড়ী মুকতা কাঞ্চন জুড়ি, চুড়া বান্ধে জ্যোতের তাপিনী॥ অঞ্জন শোভিছে আখে, সকলে মোহিত দেখে, রূপ রেখা শোভে সু-যামিনী * ছাড়া ও ঘুঙ্গর পায়, আগুরু চন্দন গায়, ভ্রমর গুঞ্জরি চারি পাশ ॥ কোমরে কণক বান্ধা, হৃদয়ে মানিক্য চান্দা, গজমতি শোভে গল মাঝ * পিন্দাই ভুবন বেশ, তুলিয়া বান্দিল কেশ, যেন চূড়া কানাই বান্দিল॥ করিয়া চড়ার সাজ, দয়া পুষ্প গন্ধরাজ, যার গন্ধে ভরমর জুটিল * সাদরে বসায় ডুলা, সমুখে আগের কুলা, সেনা সাজ করে পাত্রগণ॥ যুবতী সকল আইল, ধান্যদুর্বা শিরে দিল, দাঁড়াইল যত সখীগণ *

সখীগণে লইয়া কুরি, বদনে বসন ধরি, পাট আড়ে কুমার রাখিল ॥ গন্ধ পুষ্প হাতে নিয়া, ফেলয় কুমার চায়া, মধুরসে ঝুলুকা খেলিল * কুমারীর মুখ চাইল, মাণিক্য নিছনি দিল, সখীগণে হাদিয়া মাগয় ॥ মাণিক্য অঙ্গুরী ছিল, কুমারীর হস্তে দিল মুখ চাহি দিল সবে সায় * আনন্দ অপার হৈল, দুঃখ সব দূরে গেল, দোহানের মুখ দোহে হেরি ॥ জেলওয়া আফরোজ হৈল, দোহ ব্যথা ঘুচি গেল, মহানন্দ কুমার কুমারী * আশুক মাশুক পাইল, দুঃখ রাশি ঘুচে গেল, আনন্দিত দিবস রজনী ॥ অলি যেন পুষ্পে বসি, মধু খায় নিত্য হাসি, হৈল যেন দোহার পরাণী *

কন্যার রূপের বর্ণনা।

রাগ মালতী ছন্দ * কন্দিল নৃপতি মনে ভাবি নানাসুখ ॥ কুমারকে দেখাইল কুমারীর মুখ * রূপ দেখি সভাসদ মোহিত হইল ॥ ভুবন মোহন রূপ প্রভু তারে দিল * মুখপূর্ণ শশী দেখে বহুত উজ্জ্বলা ॥ ললাটেতে চন্দ্র যেন করে নানা খেলা * খগচঞ্চু যিনি নাসা জ্বলয় নয়ন ॥ ভুরু যুগে খেচিয়াছে মদন কামান * গৃধিনী শ্রবণ যিনি সে কর্ণ সুন্দর ॥ পড়িতেছে মাথার কেশ পদের উপর * দশন মুক্তা পাতি জ্বলয় রতন ॥ হাসিতে হরিয়া যায় যুবকের মন * মৃণাল জিনিয়া বাহু কদলী উপর ॥ সিঙ্গ জিনি মধ্যে দেশে উদয় ভাস্কর * রাতুল অধর যিনি কাঞ্চনের বাণ ॥ তপস্বীর তপ ধরে মুনি হারা জ্ঞান * হৃদগরে ধরিয়াছে কনক শ্রীফল ॥ হীরকের মুখ যেন করে ঝলমল * কুরঙ্গ নয়নী বালা রস কুমুদিনী ॥ কপালে তিলক শোভে জাতেতে পদ্মিনী * রূপ দেখী সকলের পুরিলেক সাধ ॥ তুষ্ট হৈয়া সকলে করয় আশীর্বাদ * দেখিল সকলে রূপ সুন্দর বিরাজ ॥ এক চন্দ্র কোলে হেন আর চন্দ্র সাজ * রূপ দেখি বাটে বাটে লাগিল বিবাদ ॥ বিরহে

বিয়োগী যোগী ঠেকিল প্রমাদ • সন্ধান করিল কিছু না দেখি উপায় ॥ দেখিয়া কেশোরী সিংহ মনে লাগে ভয় • চিত্তক্ষমা দিয়া সবে হৈল নৈরাশ ॥ মনান্তরে শত মুখে না হয় প্রকাশ • কন্দিল নৃপতি তবে হরষিত মন ॥ হেমাপুর রাজ আগে করে নিবেদন • শুভলগ্ন হৈল দেখি বিলম্ব না সয় ॥ স্বরূপ হৈল কন্যা দেও পরিণয় • নৃপতির আজ্ঞা সব জানিয়া বিশেষ ॥ কদলীর তলে রাজা করিল প্রবেশ • দুলাকে দেখিয়া হৈল আনন্দ অপার ॥ বিয়া পড়াইয়া দিল হুকুম আল্লার • হেমাপুর রাজা যদি বিয়া পড়াইল ॥ কুমার কুমারী দোহে বিরলেতে নিল • কুলনি করিয়া বীরে তুলে লৈল কোলে ॥ সুবর্ণ মন্দিরে নিল মন কুতুহলে • সুবর্ণ মন্দিরে দোন আনন্দেতে বৈসে ॥ জনমের দুঃখ সব খণ্ডিল নিমিষে • কর্ণাট জিনিয়া যত পাইছিল ধন ॥ নিছনি করিল সব ডাকি দুঃখীজন • দোহানের যত দুঃখ কহে পূর্ব্ব স্মরি ॥ তিলেক দর্শনে তুষ্ট হৈল মন ভরি • হেমারাজে তথা পাছে হাসি হাসি কয় ॥ পরীক্ষা নিবার তরে মোর মনে লয় • শামারে ছাড়িয়া যদি ভজি থাকে আর ॥ প্রদীপ উপরে হস্ত পুরিবে তাহার • বৈদ্য হৈয়া মোর বাড়ী গেল হেমাপুরী ॥ তোর সঙ্গে চলি গেল হেমাপুর ছাড়ি • তখনে জানিতাম যদি তুমি বৈদ্য চোর ॥ বিভা না করাই আমি করি দিতাম দূর • যদি জানিতাম আগে এই চোর বৈদ্য ॥ মোর পুরি মধ্যে যাইতে কিবা তার সাধ্য • এত কহি হস্ত ধরি প্রদীপেতে দিতে ॥ লজ্জা পরিহরি কন্যা ধরিলেক হাতে • আপনি বলয় চোর পরীক্ষা কি কাজ ॥ হস্ত পোড়া গেলে পাছে পাবে মহা লাজ • পরীক্ষা করিলে সত্য হইবেক চোর ॥ এ বলিয়া পরিহাস করিল বিস্তর • কুমারের মুখশশী কুমারী হেরয় ॥ দশন মুক্তা তুল্য অঙ্গে ঝলকয় •

সখীগণে দোহানকে করি একান্তর ॥ যার যেই ঘরে সেই গেলেন্ত সত্বর * বিরল মন্দিরে হৈল শাস্ত্রের রিকাজ ॥ আনন্দে রহিল দোন সুন্দর বিরাজ * স্মরিয়া আল্লার নাম রাজার নন্দনে ॥ শোকরানা নামাজ পড়ে হরষিত মনে • কামরোগী হৈলে যেন পাগল লক্ষণ ॥ বিরহ অনলেতে দহি বিচলিত মন * করিল বিচিত্র শর্য্যা পালঙ্ক উপর ॥ মধু লোভে পুষ্প ডালে বসিল ভ্রমর * শুইলে না আসে নিন্দ্রা বসিলে সে কাম ॥ রতি রসে কেলি করে সুন্দর বিরাম * শামারোখ কন্যা তবে হইল ফাফর ॥ রতি মন উপস্থিত সেই মনে ডর * কুমার পালঙ্কে বসি কামেতে মোহিত ॥ বিরহে বিয়োগী জ্বলি উঠে আচম্বিত• এথা দোহেঁ মনোরঙ্গে করয় সানন্দ ॥ কামধনু টঙ্কারিয়া জুড়িলেক বন্দ • কুমারে বলেন প্রিয়া শুন দিয়া মন ॥ কামরিত দিয়া মোর রাখহ জীবন * এত কহি দুই জনে করিল শয়ন ॥ মুখে মুখে বুকে বুকে বদনে বদন * অঙ্কুরে ভাঙ্গিলে কলি জীব নাই দায় ॥ কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায় * ফল মুলে বিনাশিল দারুণ মগধ ॥ প্রাণে মোর মারি যায় কোন অপরাধ রক্তময় হই কন্যা কপালে মারে হাত ॥ আহারে প্রাণের সখী রহিলা কোথাত * ধন মন নিল মোর জীবনে নাহি দায় ॥ ডাকরে পাড়ার লোক ডাকু মারি যায় • ঘর্ম্ম জলে ভাসি অঙ্গ শরীর পশিল ॥ জ্বলি জ্বলি উঠে অগ্নি না হয় শীতল * দেখিয়া সকল সখী করে মধু হাসি ॥ অন্তরে থাকিয়া করে চামর বাতসী * আতর গোলাব ক্ষেপে অগুরু চন্দন ॥ আষাঢ়ের মেঘ যেন করে বরিষণ * সমস্ত রজনী ভরি হয় রতি রণ ॥ কাতর হইয়া বালা করয় ক্রন্দন ॥ হেন কালে হইলেক দিবস সংবাদ ॥ নানা পক্ষী সুললিত কোকিলের নাদ * কামে বিমোহিত কন্যা হইল কাতর ॥ জাগিল গোকুল লোক পূর্ব্বেতে

পসর • মোহাম্মদ আকবরে কহে রসের নাগর॥ দিবস হইল দেখ এরে ক্ষমা কর • দিবস জানিয়া বীরে রণে দিল ভঙ্গ॥ সমুদ্রে পড়িল ভাটা না ধরে তরঙ্গ • দুই তনু জুড়ি ছিল একই পরাণ॥ করাতে চিরিয়া যেন কৈল দুই খান • মহাসুখে পালঙ্গেতে বঞ্চিল রজনী॥ রসের রসিক বড় কামেতে কামিনী • কার দৃষ্টি হতে ছাড়া নহে কোনজন॥ দিবানিশি মহাসুখে থাকে দুইজন • মনোরথ পুরি দোহে আছে আনন্দিত॥ দিনে দিনে দোহানের বাড়য় পিরীত • এই মতে মহাসুখে রহে কিছু কাল॥ হেন কালে আইল তথা বন্ধু ফোরখপাল • কুমারে গলে ধরি করয় কান্দন॥ যেরূপে আসিছে এথা কয় বয়ান • যখনে তোমার সনে আছিনু সকল॥ তরুণী ভাঙ্গিয়া সবে গেল বহু স্থল • বিধির কৃপায়ে ভাসি বক্তারিতে গেল॥ তোমা না দেখিয়া সবে কান্দিতে লাগিল • মকবিল হেছাম শুনি করয় কান্দন॥ মৃত্যুবৎ শিরীলব শুনিয়া বিবরণ • আত্মঘাতি হৈতে চাহে রাজার কুমারী॥ ভাল যুক্তি দিয়া সবে রাখিয়াছে ধরি • মা বাপ তোমার জ্ঞান হৈছে বেয়াকুল॥ চলিতে না পারে ঘোর হৈছে দৃষ্টি ভুল • অনাহারে তোমা বিনে করয় কান্দন॥ নিশি দিশি বিলাপয় নিকটে মরণ • মাতা পিতা দেখহ যদি চলহ ত্বরিত॥ বিলম্ব হইলে হবে দর্শনে বঞ্চিত • মকবিলের কন্যা শিরি স্বজীবে মরেছে॥ তোমারে দেখিতে সত্য জীবন রেখেছে • রক্ত মাংশ শুখাইল অস্থি চর্ম্ম সার॥ এত দুঃখ পায় প্রাণ না যায় তাহার • লইয়া তোমার নাম কান্দয় সদায়॥ দিবানিশি বিলাপেন্ত করি হায় হায় • গণক নজ্জুমে কহে স্বজীবে কুমার॥ তেকারণে পাঠায় মোরে উদ্দেশ্যে তোমার • ভরমিতে ভরমিতে গেনু মানিক্য শিখর॥ কৃপা করি নিল বিধি দৈত্যের নগর • একজন নিল মোরে রাজ বিদ্যমান

শুনিনু রাজার নাম হুমা মোছলমান * মোকে জিজ্ঞাসিল কহ কোন দেশে ঘর ॥ জেবলমুল্লুক বন্ধু বসতি চামর * তোমা নাম শুনি মোরে রাখিয়া যতনে ॥ পাঠাইল দেও সঙ্গে মোকে তোমা স্থানে * এ বলিয়া বারমাসী দিল তার হাতে ॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া পাছে কান্দে নরনাথে * বক্কারী শহরে শিরী পন্থ পানে চায় ॥ কুমার বিরহ ভাবে বারমাস গায় * অধীন রচকে তাহা করি বিরচন ॥ শুনি যেন গুনিগণ হরষিত হন *

মকবিল নন্দিনী শিরীলবের মাস বর্ণনা ।
রাগ একাবলি ছন্দ (ধুয়া)
ঐনি রাধার বন আইসয়ে নাগর ॥
ঐনি কালার বন আইসয়ে নাগর ॥

মাখিলুম খই দই, প্রাণনাথ গেল কই, দুগ্ধেতে মিশাই চম্পা-কলা ॥ নগর বাজারেতে, ডাকিতে ডাকিতে, ভাঙ্গিলাম ঐ রসের গলা * অনেক সাধনে, আনিলুম জলপানে, বন্ধু ও খাইবে আসি ॥ একা মন্দিরেতে, ভাবিতে চিন্তিতে, একেলা পালঙ্কেতে ঝুমিতে ঝুমিতে; জলপান হইল বাসি *

প্রথম ফালগুন, নবীন পবন, বন্ধু বিনে পরমাদ ॥ কত দিন চাইমু, আপ্তঘাতি হৈমু, জীবনের নাই সাধ * বসন্ত সমির, মদনে অস্থির, আর না সহয় অভাগী ॥ সহিতে না পারি, খাইব কাটারী; বন্ধু হবে বধের ভাগী * দগ্ধ সর্ব্বতন সদা, পোড়ে মন শীতল চন্দন গায় ॥ স্বামী বিনে আর, জলন্ত অঙ্গার অনলে দহিয়া যায় * চৈত্রে তনু ঘর্ম্ম কেবা জানে মর্ম্ম, সঘনে জলের পেয়াস ॥ পরাণে অস্থির খাইতে চাহে নীর, কামিনী কামেতে উদাস * বিরহ বেদন না যায় সহন, কতবা সহিব অভাগিনী ॥ করিব কেমন সদা দহে মন, কেবা দিবে বন্ধু আনি *

বৈশাখে কমল, যত ফুল ফল, পাইয়া নবীন জল ॥ বিরহিনী অঙ্গ, কামে তনু ভঙ্গ, আমার জীবন বিফল * একেত অবলা তাতে প্রেম জ্বালা, সহিতে না পারি আর ॥ ভাগ্য কর্ম্ম দশা না পুরিল আশা, মরণ হইল সার • জ্যৈষ্ঠে ফুল ঝরে, কাঁচলি অধরে কত সহিবেক আর ॥ তাতে রবি তাপ, জলে দিমু ঝাপ, প্রিয়া দেখা না হইল আর * কে আছে ব্যথিত, দুঃখ নিবারিত বুঝি অভাগিনী ব্যথা ॥ করিয়া বিচার, বার্ত্তা দিত তার, বন্ধু রহিয়াছে যথা * আষাঢ়ে গগন, গর্জ্জে ঘনে ঘন, প্রকাশিতে নাহি ভানু ॥ হিয়ার অন্তর, বহে নিরন্তর, মদনে হানয় তনু*হেনু গতি কার, অঙ্কুরে অঙ্গার, পতির বিরহে দশা ॥ কুল কলঙ্কিনী হৈনু অভাগিনী, না পুরিল মন আশা • শ্রাবণের জল মহি টলমল, এবেত না আইল প্রিয়া ॥ শয়ন স্বপন, দেখি ঘন ঘন কোথা যাও দাগা দিয়া • কুস্বপ্নের প্রায়, নিত্য আইসে যায় জাগি কিছু নাহি দেখি ॥ শয্যাতে বিচারি, ধরিতে না পারি, পাছে কান্দে দুই আখি • ভাদ্রে পূর্ণ জল, সমুদ্র নিছল, নালা খালা গেল ভাসি ॥ মনেতে আছয়, আসিব নৌকায়, পন্থ পানে চাহি বসি • আজি কালি করি, থাকি ধৈর্য্য ধরি, কত দুঃখ সহিব আর ॥ না হয় প্রবোধ, পাপিষ্ঠ মগধ, নারি বধ কৈল সার আশ্বিনে আবেশ, বরিষার শেষ, নৌকায় না আসিল আর ॥ বিষম রজনী, সদা বিরহিনী, হেন দৈব ঘটে কার • নারীর পরাণে, ধৈর্য্য নাহি মানে, ফিরিয়া না হইল দেখা ॥ অবলা বধিয়া, রৈলা পাশরিয়া, পাষাণ প্রাণের সখা • কার্ত্তিকের মাস হইল নৈরাশ, কোথা যাব কহ সখী ॥ হিয়ার উপরে রাখি প্রাণেশ্বরে আখি, ভরি রূপ দেখি • পাগলিনী প্রায়, কান্দিয়া বেড়ায়, নাহি দেখি স্থান স্থিতি ॥ লাগ পায় যার, পুছে সমাচার যেন পাগলের মতি • আইল অগ্রান, হেমন্তের বাণ

তনু হৈল শীতে কালা ॥ হই মন দুঃখী, একা শুয়ে থাকি; শয্যাতে না লাগে ভালা * আমার কপাল, জনম জঞ্জাল, বিধাতায় এই মত কৈল ॥ আমি মরি যাব, বন্ধুকে না পাব, কুলেতে কলঙ্ক হৈল * পৌষে হইল বরি, একা ঝুরি মরি, না পাইনু বঁধুয়ার সঙ্গ ॥ হৃদয় নারাঙ্গি, পড়ে মোর ভাঙ্গি, শোকে শুখাইল অঙ্গ * নাহি লাগে ভাল, বিরহ জঞ্জাল, না খণ্ডিল মোর দশা ॥ বুঝিনু মরণ; কিসের জীবন, ছাড়িলাম জীবন আশা * মাঘে বার মাস, না পুরিল আশ, বৎসর হইল পুর ॥ বুঝিলাম আশ, মোর সর্ব্বনাশ, প্রিয়া পরবাসে দূর * বারমাসি পূর্ণ, তনু হৈল শুন্য, সহিতে না পারি আর ॥ বড়ই পিরীতি, করিলা ডাকাতি, ঘোষণা হইল সার * শিরীলব জান, ফোররথ-পাল স্থান, কহে বার্ত্তা দেও তুমি ॥ কহ বন্ধু স্থান, মোর অপমান, গরল খাইব আমি * ভাবি প্রভু পদ, নারী হৈল বধ, কহিও তাহার আগে ॥ স্মরি নিজ দাসী, শিঘ্র মিলে আসি ঈশ্বর শপথ লাগে * কহিও মিনতি, মরিব যুবতী, যৌবন বহিয়া গেল ॥ কহে শীঘ্র যাও, নতু সংবাদ পাঠাও, কুশল সানন্দ ভেল * সাজাই যৌবন, করিয়া যতন, একেবারে দিল ছাড়ি ॥ ধরিয়া যোগীবেশ, ভ্রমি দেশ বিদেশ, করেতে লইব ঝারি * উদাসিনী হৈয়া, খাইব মাঙ্গিয়া, নতুবা হইমু বধ ॥ দোস্ত ফোররথ যাও, সংবাদ জানাও, পাসরী রহিল মগধ * ফোররথ ভাবিয়া শিরী, সম্বোধিয়া কহে, না ভাবিও দুঃখ ॥ করিয়া যতন, বাড়াই যৌবন, পশ্চাতে হইবে সুখ * শুন শিরীলব, হইয়া উদ্ধব অকারণে কহ কথা ॥ মোহাম্মদ আকবরে, কহে কন্যা তরে, নির্ব্বন্ধ পুড়িলে ব্যথা * করহ সবুরী; পাইবে মজুরী, খণ্ডিবে তোমারি দুঃখ ॥ প্রিয়া সঙ্গে লিয়া আনন্দ হইয়া, ভুগিবেক নিত্য সুখ *

রাজকুমার তিন কন্যাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশ
উদ্দেশ্যে গমন করে এবং পথিমধ্যে
বিষ খাইবার বিবরণ।

রাগ পয়ার ছন্দ * সংবাদ শুনিয়া বীর হইল উদাস॥ চিন্তাযুক্ত চিত্ত হই ছাড়িল নিঃশ্বাস * ব্যস্ত হই পুরীমধ্যে গেলন্ত ত্বরিত॥ বিরস বদন হই বসিল ভূমিত * রাজকন্যা দেখি বলে একি সর্বনাশ॥ মুখশশী পূর্ব প্রিয়া নাহিক প্রকাশ আমার পরান প্রিয়ে তোমার নিছনি॥ কি শোকে উদাস ভাব কহ গুণমনী॥ সত্বর আইল ধাই শুনি বিবরণ॥ রাজরাণী আসি তথা করয় তোষণ * কাতর হইয়া কন্যা চরণে পড়িল॥ কাকুতি করিয়া শামা কহিতে লাগিল * যদি দোষ করি থাকি শাস্তি কর মোর॥ তথাপিও তুষ্ট কথা কহ প্রাণেশ্বর * বিরষ দেখিয়া প্রভূ দগধে পরাণ॥ মোর মাথা খাও প্রভূ দাও বাক্য দান * কুমার কহিল যদি মোর কথা ধর॥ যেই বাক্য কহি আমি যদি সে না নাড় * মিত্র মোর আসিয়াছে সংবাদ লইয়া মাতা পিতা অন্ধ হইল কান্দয়া কান্দিয়া * ত্বরিত যাইব তবে সজীবে পাইব॥ বিলম্ব হইলে মোর দুই প্রাণ যাইব * তথ্য পাই কহে কন্যা আমি তব দাসী॥ তোমার চরণ তলে মোর গৃহবাসী * যেখানে যাইবা তুমি আমি যাব সঙ্গে॥ তোমা দরশনে মোর শোক তাপ ভাঙ্গে * কাতর হইয়া কন্যা মন্দিরে গেলেন্ত॥ মাতা পিতা স্থানে শামা কান্দিয়া কহেন্ত * আপনার দেশে যাবে রাজার কুমার॥ মাতা পিতা ছাড়ি মোর হৈল দুঃখ ভার * এত শুনি রাজরাণী করয় ক্রন্দন॥ পুরীমধ্যে কান্দে সব যত সখীগন * কান্দিতে

কান্দিতে রাজা উজিরে ডাকিয়া ॥ কহিল কুমার যাবে দেশেতে চলিয়া * বিদায়ী উদ্যোগ কর সকলে মিলিয়া ॥ কুমারের ছরঞ্জাম দেহ নেকালিয়া * কন্যা সঙ্গে দিল রাজা সহস্র পদ্মিনী ॥ অস্ত্র খড়্গ অশ্ব গজ জোগাইল আনি * বিচিত্র চৌদোলা দিল নৃপ আরোহিতে ॥ চৌদোলা দিলেন আনি কুমারে যাইতে * ধন রত্ন মণি মুক্তা কাঞ্চন সকল ॥ স স্র পদাতি দিল বিক্রমে বিশাল * কুমারের হস্তে তুলি সুপিলা দুহিতা ॥ অপরাধ পাইলে মাপ ক্ষমিবা সর্ব্বথা * বিদেশে থাকিবে বাছা এতিমের মত ॥ গৌরব করিয়া বাপু তুষিবা সতত * কু-কথা কহিলে কেহ কেমনে সহিবে ॥ দুঃখিত হইয়া বাছা ঘৃণায় মরিবে * এক কায়া এক প্রাণ কহিল কুমারে ॥ সজীবে থাকিতে আমি কেহ কহিতে পারে * মাতা পিতা প্রণামিয়া চলে রাজসুতা ॥ বিদায় করিল রাজা শোকে অভিভুতা * শ্বশুর শ্বাশুরী দোঁহে প্রণাম করিয়া ॥ নিজ দেশে যায় বীর রথে আরোহিয়া * দৈত্যগণ রথ লই শুন্য পথে যায় ॥ কতেক দিবসে গিয়া হেমাপুর পায় * রাজদ্বারে গিয়া সবে রথ নামাইল ॥ দুইজনে মাতা মহে প্রণাম করিল * মালিনীকে ডাকি বীর দিল বহু ধন ॥ আনন্দিত হই তথা রহে সর্ব্বক্ষণ * এই মতে কতদিন আনন্দে থাকিয়া ॥ হেমারাজ হৈতে চলে বিদায় হইয়া * তথা হইতে যায় বীর হুমার আলয় ॥ হুমা দৈত্য দেখি সবে চরণ বন্দয় * আপনার ঘরে লিয়া দিলেক আসন ॥ মান্যতা করিয়া দিল মাণিক্য রতন * অপূর্ব্ব গঠন হুমা দিল এক হার ॥ সন্তোষ হইয়া পুনঃ চলিল কুমার * হুমার আলয়ে বীর তিন রাত্রি ছিল ॥ বক্কারী উদ্দেশ্য বীরে গমন করিল * বক্কারী শহরে যদি গেল মহাবীর ॥ শুনি হরষিত শিরী আনন্দ শরীর * মকবিল হোছাম শুনি লৈয়া

সৈন্যদল ॥ কুমারকে আনিবারে আইল সকল * চৌদোলে করিয়া আইল শিরী যে আপনে ॥ কুমারে দেখিয়া কন্যা প্রণামে চরণে * লেপটি ধরিয়া কন্যা রাজার নন্দন ॥ কোলে করি গলে ধরি দিল আলিঙ্গন * চাতকে পাইল যেন সোহাগের জল ॥ চকোরে পাইল যেন শশাঙ্ক উজ্বল * বরিষার কালে যেন পঙ্কজের মূল ॥ আদিত্যের দেখা পাইল মূল ফল ফুল * উদাস হইয়া কন্যা অঙ্গেতে মিশায় ॥ শিরীলব আসি ধরে শামার গলায় * মান্যতা করিয়া তারে নিল নিজ ঘরে ॥ ধার্ন্য দুর্বা দিয়া নিল সোহাগিনী বরে * শামারোখ হস্তে আনি শিরী সমর্পিল ॥ শিরীলব হস্তে তবে শামা সমর্পিল * সতীনের গলে ধরি করে বহু মান ॥ কহিল আমরা দুই বহিন সমান * এইমতে কত দিন রহে মহা রসে ॥ ছানুবরে স্মরি বীর কহে কন্যা পাশে * তোমা দোহে কহ যদি আনি ঝানুবরে ॥ হাসিয়া বলেন দোহে সে স্বামী চোরেরে * না জানি কতেক নারী করিয়াছ ভোর ॥ তোমার কারণে সব সদাই কাতর * তোমা মনে যেই লয় সেই কর কাজ ॥ হরিষে কাউসে যাইতে করিলেক সাজ * রথে আরোহিয়া সব চলে শুন্য গতি ॥ উড়িয়া চলিল দৈত্য লই পুষ্প রথি * ফোরখ পাল সঙ্গে লই চলিল ত্বরিত ॥ রাজকন্যা ফোরখ পাল সঙ্গে দেখে আচম্বিত * রথ পরে মহামন্ত্রী দেখে রাজ সুতা ॥ স্নেহ করি পুছে বীরে হইয়া ব্যগ্রতা * কহিতে কন্যার কথা আখি উলটিল ॥ ভাবে মগ্ন মোহ হই ফোরখ পড়িল * লোচন যুগলে বহে বারি অবিরত ॥ মিত্রের ব্যগ্রতা দেখি নামাইল রথ * দৈত্যগণ স্থানে নৃপ পুছয় কারণ ॥ জ্ঞান ছাড়ি মিত্র কেন হৈল অচেতন * নৃপ স্থানে কহে দৈত্য করি অনুমান ॥ দেখে সে মন্দির এক পুষ্পের উদ্যান * তাহাতে ফিরয় এক পরমা সুন্দরী ॥ উষাকালে

শশী যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি * চারিপাশে সহচরি পড়য় ঢলিয়া ॥ মৌহশ্চিত পাত্র সুত সে রূপ দেখিয়া * শুনিয়া সঙ্কট কার্য্য ভাবে নিজ মন ॥ উদ্যান নিকটে গিয়া রহে কতক্ষণ * রক্ষীগণ আগে আসি দিয়া বহু ধন ॥ পুছিলেক কোন দেশ কি নাম রাজন * রক্ষীগণ কহে এই রসবৃন্দা নগর ॥ ধর্ম্মশীল মহারাজা ইহার ঈশ্বর * পিয়ারেখা নামে আছে রাজার নন্দিনী ॥ ভূবন মোহন রূপ জগত মোহিনী * তার সম রূপ নাহি এ তিন ভূবনে ॥ জনমে পুরুষ মুখ না দেখে কখনে * মহারাজ দেশে দেশে দূত পাঠাইল ॥ কুমারী রূপ সম কাকেও না পাইল * তেকারনে মহারাজ সাজায় সয়ম্বর ॥ কুমারীর যোগ্য হলে মিলিবেক বর * শতেক সহস্রে বাছি কন্যা যুবরায় ॥ দেখিয়া বরিবে কন্যা যাকে মনে লয় * তাহার কারণে এই উদ্যান নির্ম্মিছে ॥ নানা ফুল ফল আদি তাহাতে শোভিছে * পুষ্পের সুগন্ধ আর আমোদ লইতে ॥ নিত্য নিত্য আইসে এথা উদ্যান দেখিতে * পক্ষ মধ্যে দুইবার আইসে উদ্যানেতে ॥ মহাধুমে রাজসুতা সখী লই সাথে * উদ্যান ভ্রমিয়া কন্যা ফিরে যায় ঘরে ॥ একেশ্বর থাকে গিয়া পুরির ভিতরে * কুমারীর যত ইতি শুনি বিবরণ ॥ যথাতে আছিল পাত্র আসিল তখন * সখীর সহিতে এথা আইসে হরবার ॥ একারনে থাকিতে এথা না দিল কিঙ্কর * মিত্রকে লইয়া বীর গেলেন্ত অন্তরে ॥ কৌশল করিয়া বীর বহু যত্ন করে * শিরেতে শীতল তৈল করয় লেপম ॥ প্রাণপণ করি বীরে করয় চেতন * চেতনা করিয়া বীরে বহু সম্ভাষিল ॥ পিয়ারেখা রূপ রঙ্গ কহিতে লাগিল * কোন বিধি দিল তারে মদনের ধনু ॥ বিন্ধিয়া কটাক্ষ বাণ হানিলেক তনু * কোন বিধি সৃজিয়াছে যুগল নয়ন ॥ হেরিতে হানিল মোরে কাম

পঞ্চবাণ * তিল কাল শোভে ভাল নয়ন অন্তর ॥ রঙ্গিমা উদ্যানে জান উড়য় ভ্রমর * কোন বিধি সৃজিল তার রাতুল অধর ॥ স্মরিতে নিকলে জীউ ছাড়ি কলেবর * দশন কমল যিনি মুক্তা পরিমান ॥ হরিতে যুবক মন করিছে সন্ধান * মদনে কুন্দিছে বিধি তাহার অধর ॥ প্রসন্ন শীতল অঙ্গ পরম সুন্দর * কেমন রসিকে তারে শিখাইল গতি ॥ চলিতে হরিল মন সেই রূপবতি সহস্র মুখেতে যদি তাহারে বর্ণয় ॥ রূপের মহিমা তার কহিতে না রয় * সেই রূপ দেখি বীর মোহ হই যায় ॥ লজ্জিত হইয়া শশী আপনে পলায় * ক্ষীণ হৈল তনু তান দহে কাম বাণ ॥ জীবন লভিয়া কিবা পাইব জীবদান * মৃত্যু তুল্য হৈল তনু কামেতে রোগিনী ॥ দিনে দিনে বাড়ে কামতনু হয় ক্ষিণী * দিনে দিনে ঘটি যায় কুমারের বল ॥ সলিলে দেউটি যেন ক্ষীণ হয় সকল * প্রবাসে মরিবে প্রিয়া কেবা দিবে আনি ॥ কায়া ছাড়ি গেল প্রাণ কি করিবে জ্ঞানি * এ বলিয়া কান্দে পাত্র রহি নিশি দিশি ॥ তাহার কারনে বীর ভাবে চিন্তে বসি*রমণীর বেশ ধরি যদি গাহি গীত ॥ তবে যাইতে পারি আমি নৃপতি বিদিত * এতেক ভাবিয়া বীরে পড়িল ভূষণ ॥ বাজুবন্দকণ্ঠ মালা জড়িত কাঞ্চন * শ্রবনে কুণ্ডলী পরে করেতে চামর ॥ বজ্র শঙ্খ মালা শোভে চুড়ার উপর * সুন্দর সাজিল দোহে পরিয়া ভূষণ ॥ মধু বীণা হাতে করি চলে দুইজন * রাজদ্বারে যাই দুই আলাপিত গীত ॥ সকলে দেখিয়া তাহা হইল মোহিত মহারাজ আগে গিয়া কহে একজন ॥ পরমা সুন্দরী দুই বৈরাগ্য বরণ * নানাবর্ণ অলঙ্কার অঙ্গেতে শোভয় ॥ তাহাদের গীত শুনি সবে মোহ যায় * মুখ জ্যোতিঃ দেখিয়া দেবতা দহে হিয়া ॥ বিধাতার হস্তের কলি পড়িছে ঝড়িয়া * বদন শোভিছে ভালা হরিণের গলায় ॥ তাম্বুলের রস পিতে

লাবু দেখা যায় * কুন্দে যেন কুন্দিয়াছে হস্তে বাহু মুনী॥ চম্পার কলিকা যেন এ পঞ্চ অঙ্গুলী * মধ্য দেশ ক্ষীণ অতি কেশবীর তুল্য॥ পৈরণ শোভিছে ভালা লক্ষ টাকা মূল্য * নবীন কদলী যিনি শোভে দুই জানু॥ অমূল্য নুপুর পায় বাজে রুনু ঝনু * ব্রহ্মাজেন গড়িয়াছে দুই পয়োধর॥ কালান্ত ভ্রমর দুই মুখের উপর * শুনি আজ্ঞা দিল রাজা আন বিদ্যমান॥ কহিতে ধাইল সবে আনিতে কারণ * চরগণ কহে শুন বৈরাগী নন্দিনী॥ আদেশিছে মহারাজ চলুন এখনি * এহা শুনি তারা দোহে দরবারে পৌছিল॥ মহারাজে প্রণামিয়া দণ্ডায়মান হৈল * আস্তে ব্যস্তে গেল দোন রাজ বিদ্যমান॥ দেখিয়া সকল লোক হৈল অচৈতন * প্রণাম করিয়া দোন আলাপিল রাগ॥ শুনিয়া রাগিনী সবে হৈল মোহ ভাগ * চামর লইয়া হাতে বাও দোহে করে॥ ইন্দ্র চন্দ্র মনি গুনি ধৈর্য্য নাই ধরে * অন্তরে থাকিয়া দেবী শুনি সুললিত॥ ধাই পাঠাইল দোহে আনহ ত্বরিত * অন্তঃপুরে নিল ধাই দোন যুগীবর॥ দেখিয়া রমনী সব হরিষ অন্তর * দোহার মুখের প্রতি করে নিরীক্ষণ॥ রূপ. হেরি মহাদেবী হারাইল জ্ঞান * আর যত সখী দাসী অন্তঃপুরে ছিল॥ সকলে অজ্ঞান হই ভুমিতে পড়িল * কামদৃষ্টি হেরি সবে হৈল উলামত॥ বলাবলি করে সবে বিদ্যাধরী মত * রাগিনী ধরিয়া যদি আলাপিত গীত॥ শুনিয়া কামিনী সবে হৈল মোহিত * অপূর্ব নৃত্য যে করে বিচিত্র কামিনী॥ ইন্দ্রের নর্ত্তকী কিম্বা স্বর্গের রমনী * বচন শুনিয়া নব কামিনী ভুলয়॥ আনন্দিতে শুনি গীত কোকিল পলায় *হস্ত পদ দোলে আসি অঙ্গেতে ভঙ্গিমা॥ নানা বেশ ধরি করে অধর রঙ্গিমা * বসন্ত কালেতে যেন কোকিল কুহুবন॥ শুনিলে মধুর গীত মোহ মুনি মন * সহিতে না পারে কেহ বিরহ সঙ্কটে॥ খুলিল সম্মুখে

যেই ছিল অন্তপ্পুরে * সুললিত গীত গায় নাচিয়া নাচিয়া॥ ভঙ্গিমা করিয়া দোন পড়য় ঢলিয়া * গীত বাদ্য রুনু ঝুনু করে দুইজন॥ ধৈর্য্য নাহি ধরে সব যুবতীর মন * পিয়া রেখার মুখ যদি দেখে ফোরক পাল॥ নাগিনী দংশিল যেন ঘটয় জঞ্জাল * কামের নাগিনী যেন তাহাকে দংশিল॥ খাইয়া যে বিষ ঘাও ঢলিয়া পড়িল * এতেক নৃপতি সুতা কমল বদন॥ সহিতে না পারে কোন কামের তাড়ন * নতুন বরষের কালে ধৈর্য্য নাহি মানে॥ সঙ্কুচিত রহে বালা গুরুর গঞ্জনে * দৃষ্টি মাত্র দংশে যেন ঐ রসের নাগে॥ হিয়ার উপরে ভাল মন্ত্র নাহি লাগে * মোহশ্চিত হই পড়ে কামের তাড়নে॥ নৃত্যকী পড়িল কেন পুছে সর্ব জনে * সঙ্গের সারথী কহে বায়ু ভোর হৈছে॥ নাচিতে গাহিতে তার বায়ু উথলিছে * নৃত্যকী চরিত্র বুঝি পিয়ারেখা কহে॥ কামে মগ্ন মোহশ্চিত বায়ু ভোর নহে * সকল রমণী মেলা পুরুষ নর্ত্তকী॥ ভাবিয়া আকুল হৈল কামিনীকে দেখি * মোহশ্চিত দেখি মিত্রে কুমার ভাবিয়া॥ চৈতন্য করিল তারে গন্ধ তৈল দিয়া * মহারাজ স্থানে রানী বিস্তর কহিয়া॥ সুবর্ণ মণ্ডপে দোহে বাসা দিল নিয়া * নানা দেশী রাজা সব কালুকা আসিবে॥ আমার দুহিতা জন্য স্বয়ম্বর নিবে * সেই রাজা সবে তব নাচন দেখিবে॥ ধন রত্ন পাই বহু দরিদ্র খণ্ডিবে * রন্ধনের সামগ্রি বহু দিল উপহার॥ সন্তোষ হৈল জান সে দোন কুমার * কামে আকুলিত পাত্র বিরহে আটোপ॥ দিবানিশী অবিরত পিয়ারেখা যপ * শয়ন ভোজন কিছু মনে নাহি লয়॥ পিয়ারেখা পিয়ারেখা ঘোষণা সদায় * ওখানেতে পিয়ারেখা পুরুষ চিনিয়া॥ আশকে বিভোল হই রহিল পড়িয়া *

———

রাজনন্দিনী পিয়ারেখা নৃত্যকী দেখিয়া আশক হয় ও ফোরখ পালের সহিত পিয়ারেখার বিবাহ বিবরণ।

ধুয়া। প্রান মোর হরি নিল কানাইয়া।
কি দিয়া রাখিমু মন মানাইয়া॥

রাগ সোহিনী * পিয়ারেখা অন্ন জল না করে ভোজন॥ সদাই দেখিতে সাধ নৃত্যকী নওন * অন্ন জল নিদ্রা শয্যা কিছু নাই তায়॥ ভাবেন্ত নৃত্যকী রূপ দেখিতে সদায় * গুরুর গঞ্জনা ডরে না হয় বাহির॥ অনলে পোড়ায় অঙ্গ মদনে অস্থির * নিশাকালে উঠি পাত্র গাহে সুললিত॥ গীত শুনি পিয়ারেখা কামে আকুলিত * ঘরেতে রহিতে নারে হইয়া কাতর॥ মণ্ডপের দ্বারে গিয়া রহে একেশ্বর * মণ্ডপ নিকটে এক পুষ্প ঝাড় ছিল॥ পুষ্প ঝাড়ে গিয়া সেহ চাহিতে লাগিল * বিরহের তান রাগ শ্রবণে শুনিয়া॥ পড়িলেক পিয়ারেখা ভাবেতে ঢুলিয়া * যখনে পড়িল কন্যা হই অচেতন॥ পড়িতে হইল শব্দ হস্তের কঙ্কন * কঙ্কনের শব্দ শুনি ভাবয় রাজন॥ নারীর কঙ্কন বাজে আইল কোন জন * জেবল মুলুকে ভাবে ইহার প্রকার॥ বাহিরে আইল বীর করিতে বিচার * মনে ভাবি মহামতি গেলেন্ত দেখিতে॥ আকাশের শশী যেন পড়িছে ভূমিতে * মিত্রকে ডাকিয়া বলে ছাড়িয়াছে দুঃখ॥ বাহিরে আসিয়া দেখে প্রিয়া চন্দ্রমুখ * এত শুনি বাহিরে সে আইল ত্বরিত॥ দেখে স্বর্গ বিদ্যাধরি পড়িছে ভূমিত * এক দৃষ্টী পিয়ারেখা মুখ করি ধ্যান॥ মদনমোহন দেখি হারাইল জ্ঞান * কি করিব কোথা লিব হারাইল বুদ্ধি॥ কামে মাতওয়ালা হই গেল মোর শুদ্ধি * নৃপতি কহিল প্রিয়া লই যাও ঘর॥ মনের

আরতি কহ কন্যার গোচর * কোলে করি নিল প্রিয়া শয্যার উপরে ॥ বসিল পাত্রের সুত হরিষ অন্তরে * চেতন পাইয়া কন্যা উঠিয়া বসিল ॥ অন্তর হইয়া কন্যা রুষিয়া কহিল * শোনরে নিলজ্জা যোগী শকতি কেমন ॥ যমেরে ধরিলি কেন ভয় নাহি মন * এক্ষণে কহিলে যত কিঙ্কর আসিয়া ॥ ধরিয়া নিলাজ যোগী ফেলিবে কাটিয়া * গীতের কারণে মোর দয়া লাগে মনে ॥ নতুবা ইহার শাস্তি পাইতে এক্ষণে * শুনিয়া কন্যার কথা রাজার নন্দন ॥ বসিয়া মণ্ডপ দ্বারে করয় ক্রন্দন * গলায় বসন বান্ধি পাত্রের তনয় ॥ কান্দন করিয়া বহু মিনতি করয় * পাত্র বলে ইচ্ছা মোর হৈতে তব দাস ॥ প্রতি ধর্ম্ম পালি মোরে রাখ নিজ পাশ * ধর্ম্মশীল দাতা তুমি মহা গুণবন্তী ॥ প্রাণরক্ষ কর মোর করিয়া পিরীতি * কাকুতি করিয়া চাহে ধরিতে চরণ ॥ রুষিয়া কহিল কন্যা মরিবে এখন * আপনে কহিছ মোরে মারিতে কিঙ্কর ॥ মোর সাধ মারিবারে তোমার গোচর * ইহা শুনি ছুরি হাতে লয় পাত্রবর ॥ এ বীর পুরুষ বধ তোমার উপর * আপনেহ ধৈর্য্য ধরি না দিল উত্তর ॥ কন্যায় তুষিয়া বহু কহে নৃপবর * কি কারণে আইলা এথা কহ গুণবতী ॥ কুমারী কহিল মোর ভ্রম হইল মতি * শুনিয়া গীতের সুর মোহ হৈল মন ॥ সহিতে না পারি আইনু গীতের তারন * নৃপতি কহিল যদি গাহি ভাল মতে ॥ মানব এড়িয়া পারি পরী ভুলাইতে * পুনরূপী বলে নৃপ চল মোর সঙ্গে ॥ তোমায় উদ্যানে নিয়া বসি মন রঙ্গ * দোহানে গাইব গীত শুনিও আপনে ॥ নানা যন্ত্রে তাল রাগ পুরিব তখনে * প্রভাত হইলে রাত্র এথা আনি দিব ॥ ইহার খবর মাত্র কেহ না পাইব * নৃপ দিব্য করিল যে সকালে আনিব ॥ আমিও তোমার সঙ্গে উদ্যানে যাইব * কন্যার মরন বুঝি পাত্রের তনয় ॥ শতেক

সহস্র বার দিব্য যে করয় * নৃপতি বচনে কন্যা হইল শান্ত মতি॥ কন্দিলের দোলা দৈত্য আনি শীঘ্রগতি * উদ্যানের সেই কন্যা দোলাতে তুলিয়া॥ চলিলেক দৈত্য সব শুন্যপথ দিয়া * শুন্য গতি হৈতে কন্যা নিজ মনে ডরে॥ শ্রান্ত মতি হই কন্যা যাই গলে ধরে * রোগিনী পাইল যেন মহান ঔষধ॥ দরিদ্র পাইল যেন বহুত সম্পদ * প্রভাতে চলিয়া গেল কাউছ শহর্॥ শুনি হরিষত হৈল রাজা মনোহর * পরম সন্তোষে রাজা হৈল আগুসারি॥ সৈন্য সেনা লই রাজা নিল আগু-বাড়ি * পরম হরিষে রাজা করে বিভা সাজ॥ ফোরখ সহিতে রাজা রাখে পুরীমাঝ * বিদেশ দেখিয়া কন্যা হইল ব্যস্ত মতি॥ কোথাতে আনিছ কহে করিয়া কাকুতি * কুমার কহিল এহি কাউছ শহর॥ হরিয়া আনিছি এথা বিভা করিবার * কপট করিয়া কন্যা ছুরি লিল হাতে॥ লজ্ঘিলে আমারে কেহ মারিব ত্বরিতে * ধর্ম্ম ছাড়ি কেহ যদি মোরে কর বল॥ প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ভক্ষিব গরল * যে ঘরে থাকিবে তুমি আমি না থাকিব॥ তোমার সহিত আমি দেখা না করিব * কবুল করিল পাত্র মনে কৃপাবাসী॥ সেবা করিবার দিল শতজন দাসী * রাজ যোগ্য দ্রব্য সব সদয় দেয়ন্ত॥ এহিমতে পিয়ারেখা তথাতে রহেন্ত * বাক্য রসে বৃন্দাবনে হৈল প্রভাত॥ বাক্য না পাইয়া সব হৈল বজ্রাঘাত * মণ্ডপে দেখিল নাই নর্ত্তকী ছাওাল॥ বিচার করিল সবে ভাবিয়া জঞ্জাল * কোতওয়ালের কাছে গিয়া বহু বিচারিল॥ নৃত্যকী হরিছে হেন সকলে কহিল * হরিল গীতের টানে বুঝিল ভাবিয়া॥ রাজকন্যা হরি নিল মোহিত করিয়া * আপসে ভাবিয়া সব কান্দয় আপনি॥ কন্যার দুঃখেতে কান্দে জনক জননী * এই মতে কান্দনের বহু রোল হৈল॥ পুস্তক বাড়ন হেতু নাহি লেখা গেল * এথাতে বিষাদ

কন্যা সদায় বিরষ ॥ সখীগণে কহে চাহে না হয় সন্তোষ *
দিবসে কুমারী পাশে না যায় কুমার ॥ স্মরণ করিলে যায়
ভাবিয়া অপার * প্রদীপ নিকটে নিয়া চন্দ্র মুখ চায় ॥ এক
চন্দ্র কাছে যেন আর চন্দ্র ধায় • প্রভাত হইলে নানা সেবকে
সেবয় ॥ কাকুতি মিনতি করি না হয় সদয় * নানা পুষ্প দিয়া
মালা গাঁথে নিজ হাতে ॥ কন্যার সাক্ষাতে দিল ফেকেন্ত
তফাতে * সখীগণ কহে যদি কুমারের দুঃখ ॥ রোষযুক্ত হই
কন্যা ফিরায়েন্ত মুখ • ছানুবরে বিভা দিতে করিলেক সাজ ॥
নানা যন্ত্র ধ্বনি বাজে রাজপুরী মাঝ • কোলানী করিয়া তুলা
পুরী মধ্যে নিল ॥ আনন্দে সহলা রাণী কন্যা বিভা দিল *
পাত্রের ব্যগ্রতা দেখি কন্যা ছানুবর ॥ পিয়ারেখা স্থানে গিয়া
কহিল বিস্তর • যার লাগি যেই জন হয় যে বিয়োগী ॥ তাহাকে
বিমুখ হৈলে হয় দুঃখ ভাগী • ভজমান হৈলে যদি না পূরয়
আশ ॥ অবশ্য বিধাতা তারে করয় নৈরাশ • পুরুষের চিত্ত
যদি নাহি করে দুঃখী ॥ পরকালে সেই নারী হইবে নারকী •
সুন্দর সুঠাম রূপ উজির কুমার ॥ কমল বদন যিনি মুখ শশধর •
তোমার কারণে সেই সদায় ব্যকুল ॥ তোমার প্রেমের
আশা রাখয় বহুল * কন্যার বচন শুনি কহে পিয়ারেখা ॥
মোর দেশে লই গেলে পাইবেক দেখা * তাহা হৈতে মোর
মনে চারিগুণ সাধ ॥ তাহারে দেখিয়া মোর ঘটিল প্রমাদ •
এক্ষণে বরিলে আমি কৈবে সর্ব্বজনে ॥ যোগী ভজমান হৈলে
গীতের তারণে • যখন দেখেছি অমি তাহার চরণ ॥ মনে
মনে করিয়াছি তাহারে বরণ • কুমারীর মর্ম্ম বুঝি কন্যা
ছানুবর ॥ সকল কহিল তার পিতার গোচর * শুনিয়া কন্যার
বাণী মনোহর নৃপতি॥ধর্ম্ম আদি স্থানে পত্র লেখে যত ইতি*
পত্র লেখি নৃপতিরে দূত পাঠাইল ॥ রাজ আজ্ঞা পাই দূত শীঘ্র

চলি গেল * রজনী হইলে তবে পাত্রের তনয়॥ নিদ্রাকালে পিয়ারেখা মুখ নিরক্ষয় * হেরিতে হেরিতে তার আঁখি উলটিল॥ মদনে মোহিত হই কুমার পড়িল * পড়িতে হইল শব্দ মেদিনীতে ভারি॥ তার শব্দে ভয় পাই জাগিল কুমারী * পাত্রকে দেখিয়া কন্যা হাসে মনে মন॥ এতেক দুর্গতি তব কিসের কারণ * মনেতে ভাবিয়া কন্যা কহিল ইঙ্গিতে॥ ঘুরি ঘুরি নিদ্রা যাও পড়িয়া ভূমিতে * কতক্ষণ পরে কন্যা মনেতে ভাবয়॥ জানিল আমার জন্য পুরুষ বধ হয় * আস্তে ব্যস্তে রাজকন্যা উঠিয়া তখন॥ গন্ধ তৈল শিরে দিয়া করয় চেতন * গঞ্জনা করিয়া কন্যা কহে পুনর্ব্বার॥ শুনরে নিলাজ যোগী লজ্জা নাহি তোর * সামান্য সদৃশ তুমি নিলজ্জ নির্ভয়॥ পরনারী স্থানে কেন রাত্রিতে আশয় * পুনরপী হাসি কন্যা কহিলেক কথা॥ এথা হৈতে যাও এবে রাখিয়া মান্যতা * মনে মনে অভিলাষ ভজিতে চরণ * কথায় গগন চুরা ধরিছে বামন * ওথা রাজ পত্র লই দূত চলি গেল॥ পত্র পড়ি মহারাজ হরষিত হৈল * জাতি কুল জানি রাজা হরষিত মন॥ দূতকে প্রসাদ দিল বহু রত্ন ধন * পত্রের উত্তর লিখি দিলেক ত্বরিত॥ বিভা দিব কন্যা তরে হই হরষিত * সংবাদ লইয়া দূত আইল চলিয়া॥ শুনি হরষিত রাজা চলিল সাজিয়া রাজা মনোহর তবে ভাবয় সন্তাপ॥ পুরিমধ্যে কান্দনের হইল বিলাপ * জামতার হস্তে তুলি দুহিতা সপিল॥ অপরাধ হৈলে তারে ক্ষমিতে কহিল * বষণ ভূষণ দিল রত্ন অলঙ্কার॥ অশ্ব গজ রথ দিল হইতে ছওার * শত জন দাসী দিল ভাল ভাল চায়া॥ কন্যার সঙ্গতি সবে চলিল সাজিয়া * মহাদেবী লিখে পত্র শামা-শিরী স্থানে॥ সপিনু দুহিতা মোর তোমার চরণে * পালিবেন্ত ছানুবরে জানি নিজ দাসী॥ ছানুবর স্থানে দেবী

কহিল সম্ভাবি * পত্র লই ছান্নবর বিস্তর কান্দিল ॥ মাতা পিতা প্রণামী কন্যা চরণে পড়িল * কন্যা কোলে তুলি রাণী কান্দিয়া বিশেষ ॥ সন্তোষ করিয়া কিছু কহে উপদেশ * পরদেশে গেলে বাছা বুঝিয়া চলিবে ॥ শ্বামীর চরিত্র বুঝি বচন কহিবে * কুবাক্য কহিলে কেহ ঘৃণা না করিও ॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া দোন সদায় থাকিও * এক মনে পতি জ্ঞানে করিবে সেবন ॥ সতীনের সঙ্গে কৈও পিরীত বচন * শ্বশুর শ্বাশুরি সেবা করিবা সদায় ॥ গৌরব করিয়া তোমা পালিবে সবায় * পতি সেবা করি চিত্ত রাখি এক মন ॥ সতীনের সঙ্গে কভু না কর পীড়ন * এ বলিয়া কন্যা লই করিয়া কান্দন ॥ প্রভু স্থানে নিজ সুতা করে সমর্পণ * রাজা রাণী প্রণামিয়া চলে বীরবর ॥ কত দিনে পাইল গিয়া বহিদ্র নগর * শুনিয়া আদিত্য রাজা হরষিত মন ॥ আগুবাড়ি নিল তবে সেনা সৈন্যগণ * আদেশিল মহারাজ করিতে আসন ॥ বসিল চামরী রাজা দিব্য সিংহাসন * ভোজন করিতে দিল ভাল উপহার ॥ ছান্নবড় প্রিয়া নিল পুরীর মাঝার * বহুত তামাসা করি রাজা রাজ্যেশ্বর ॥ যার যে নিয়মে দিল পুরী মনোহর * পিয়ারেখা গলে ধরি সকলে কান্দিয়া ॥ জিজ্ঞাসিল কোন মতে নিলেক হরিয়া * কহিল বৃত্তান্ত কন্যা যেরূপে হরিল ॥ শুনি হরষিত সবে বিভা সাজ কৈল * সাজের বৃত্তান্ত যত কহিতে না পারি ॥ সে সব লিখিলে হয় পুস্তক যে ভারি * নানা যন্ত্র বাদ্যধবনি হৈল বহুল ॥ পুষ্পের উদ্যানে যত ঝরে ফল ফুল * রাজ যোগ্য বস্ত্র দিয়া দুলা সাজাইয়া ॥ কোলানী করিল রাজা রথে আরোহিয়া * সুচারু মুকুট শিরে গলে পুষ্পমালা ॥ কাঞ্চনের পাটে তুলি গায়েন্ত সহলা * রাজপুরী মাঝে হৈল জয় জয় ধবনি ॥ কাফুর প্রদীপ লই নাচয় রমণী * কুলনিতা মহারাজ বর সাজাইয়া ॥ বিবাহ পড়ায় কাজী আল্লাকে ভাবিয়া *

সুবর্ণের থালে ডালি নানা পুষ্প লিয়া ॥ সোহাগিনী সবে মারে দুলারকে চাহিয়া * কুল বধু সবে আসি মুখ দেখাইল ॥ জল ছাড়া মীন যেন জল ধারা পাইল * কোলে করি ঘরে নিল পাত্রের কুমার ॥ অধর চুম্বন করে চন্দ্র মুখে তার * এই মতে সেই দেশে থাকি কতদিন ॥ বক্কারী যাইতে বীর করিল গমন * অশ্ব গজ সৈন্য আদি কিছু না লইয়া ॥ আপনে চলিল বীর রথে আরোহিয়া * পিয়ারেখা ছানুবর নারী দুই জন ॥ সঙ্গতি লইয়া বীর চলে চারিজন * বক্কারী দেশেতে যদি প্রবেশ করিল ॥ শুনিয়া মকবিল আসি যোগান ধরিল * ঘর দ্বারে আইল যদি চামরী ঈশ্বর ॥ ধান্য দুর্ব্বা ঘট দিয়া নিল অন্তঃপুর * সুবর্ণ চাঁদওা.তলে শয্যা করি তাতে ॥ বসিল চামরী রাজ মন আনন্দেতে * শতেক রমনী লৈয়া শিরীলব নারী ॥ আনন্দ করয় সবে মঙ্গল উচ্চারী * পুত্র সম জানি রাণী পাত্রের নন্দন ॥ সুবর্ণ মন্দিরে বাস দিল দুইজন * কতদিন আনন্দে সব থাকে সেই দেশে ॥ মাতা পিতা স্মরি রাজা চলিল হরিষে * অশ্ব রথ সাজাইল যাইতে কুমার ॥ মকবিল দিল সৈন্য অনন্ত অপার * অশ্ব গজ দাস দাসী অস্ত্র শস্ত্র ভাল ॥ শতেক পদ্মিনী দিল বিক্রম বিশাল * শামা শিরী ছানুবর নারী তিন জন ॥ গন্ধর্ব কুমারী সঙ্গে চলে সখীগণ * মাতা পিতা প্রণামিয়া চলিলেক শিরী ॥ পুরী মধ্যে কান্দে সবে গলা-গলি করি * সৈন্য সেনাপতি দাসী লইসব সঙ্গে ॥ মঞ্জিল মঞ্জিল সবে যায় মন রঙ্গে * ছোহরাব নামেতে এক বক্কারীর সেনা ॥ কুমারের প্রতি তার মনে আছে কিনা * কন্দিল যাইতে বীর বক্কারী জিনিল ॥ ছোহরাব পিতাকে বীর যুদ্ধে বধিছিল * তেকারনে ছোহরাব ভাবে আনিবার ॥ কোন মতে কুমারকে করিব সংহার * যুদ্ধ করি জিনি তারে নাই

মোর দিস ॥ কুটনি ধরিয়া তারে খাওয়াইব বিষ * বুদ্ধি করি ছোহরাব আনি দুই দাসী ॥ বিষ খাওাইতে কৈল যতেক্ প্রকাশি * বিষ আনি দিল তবে কুটনির ঠাই ॥ তপসি সমান দুই লইল সাজাই * ছয় রাগে গায় গীত ছত্রিশ রাগিনী বাজায় বিনট তাল দুরন্ত ডাকিনী * ছোহরাব ভাল দাসী যোগ্যতা নাহি হয় ॥ তেকারণে ভেট দিল রাজারে নিশ্চয় * এই মতে দুই দাসী দিলেক পাঠাই ॥ প্রণাম করিল দাসী কুমারকে যাই * করজোড়ে কহে দাসী মধুর ভাষাতে ॥ আমা দোহে পাঠাইল তোমার সাক্ষাতে * এ বলিয়া দুই দাসী গায় নানা গীত ॥ রাজারে বিনাই গায় হৈতে আনন্দিত * গীতে ভুলি মহারাজ পাঠায় মহলে ॥ শত্রু দেখি শিরীলব অগ্নি হেন জ্বলে না রাখিয়া দুই দাসী তখনে খেদয় ॥ দাসীকে রাখিতে রাজা রাণী পাশে কয় * শিরীলব স্থানে কহে করিয়া পিরীত ॥ শুনলে দাসীর গীত হবে হরষিত * শিরীলব বলে মোর গীতে কাজ নাই ॥ এথা হৈতে দুষ্টা দাসী দিবেক খেদাই * নৃপ অনুমতি শামা কহে কথা শুনি ॥ শিরি বলে দাসী হস্তে নষ্ট হবে পুনি * বক্তারীর নারী সবে জানে যাদু জ্ঞান ॥ না জানি কি টোনা করি মারয় সবান * রাণীকে কহিল রাজা রাখ দুই জন গীত শুনি ভুলি গেল সবাকার মন * মোহাম্মদ আকবরে কহে শুন গুণিগণ ॥ নির্ব্বন্ধ থাকিলে দুঃখ না যায় খণ্ডন * যতেক করিবে চেষ্টা বিফল হইবে ॥ শুভাশুভ লিখা যাহা নিশ্চয় ঘটিবে *

ছোহরাব ষড়যন্ত্র দুই দাসী দ্বারা কুমারকে বিষ পান করায় এবং কুমারের কারণে তিন কুমারীর খেদ করিবার বিবরণ।

রাগ খর্ব্ব ছন্দ * এই মতে দুষ্ট দাসী সঙ্গতি আছিল ॥ নিশা-কালে জল সঙ্গে বিষ খাওয়াইল * হলাহল বিষ খাই ঢলিল কুমার ॥ জাগিয়া সকল লোক হৈল ধন্দকার * গড়াগড়ি করে বীর সহিতে না পারে ॥ ডাকি বলে বিষ দিয়া বধিল আমারে * এত শুনি দুই কুটনি ধাইল তখন ॥ ছোহরাবের আগে গিয়া কহে বিবরণ * ব্যস্ত হই কান্দে সব রাজার দুহিতা ॥ বিদেশে প্রমাদ সবে করিল বিধাতা * রাজার কুমারী সব স্বজিবে মরয় ॥ কুমারে ধরিয়া সবে কান্দিয়া পুছয় * পরম ঔষধ সবে পিসি খাওয়াইল ॥ তথাপি কুমার বাণী নাহিক কহিল * অর্দ্ধেক শরীর তার বিষে হৈছে কালা ॥ আর অর্দ্ধ অঙ্গ তার আছে কিছু ভালা * বিষের কারণে মুখ মলিন হয়েছে ॥ তাহা দেখিয়া শামারোখ ধরণী লুটিছে * শির ঠুকি কান্দে সব করি হায় হায় ॥ কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায় * তিন দিবারাত্রি যদি গেলত বহিয়া ॥ সকলে বুঝিল কুমার গিয়াছে মরিয়া * মৃত দেহ ঘরে রাখি কি আর করিবে ॥ উপায় না দেখে সবে কোথা লই যাবে * আকুলিত হই সব করয় কান্দন ॥ শামা শিরি ছানুবর ইচ্ছিল মরণ * বুকে হস্ত দিয়া তার শিরীলব চায় ॥ অর্দ্ধ অঙ্গ ভাল আছে শ্বাস কিছু বয় * যুক্তি করি তিন জনে কহিলেক সার ॥ আর কত দিন রাখি করিব প্রকার * নিতান্ত দিবাম মাটি চামরিতে

গেল॥ এ বলিয়া অতি শীঘ্র কুমারে লই চলে * চামরী জানেন্ত গেছে বিভা করিবার॥ হৈল কি না হৈল বার্ত্তা না পাইল তার * চামরীর পন্থ যদি লইল সবান॥ রোষিয়া পড়িল আসি ছোহরাব দুর্জ্জন * এ সব·দেখিয়া তার পাত্রের নন্দন॥ ফোর্খ পাল ভাবি মনে প্রবেশিল রণ * কুমারের সঙ্গে বীর বাদক আছিল॥ ছোহরাবের সঙ্গে বীর যুদ্ধ প্রবেশিল * হুঙ্কারয় দোন বীর যেন যমকাল॥ সৈন্য সঙ্গে যুদ্ধ করে বাদক ফোর্খ পাল * ফোর্খ পাল বাদক দোন যোঝেন্ত সদায়॥ মৃত দেহ লই রাণী সবে আগে যায় * পাত্র সুত ফোর্খ পাল অস্ত্র ঘাও খাইয়া॥ শিরিলব স্থানে গিয়া রহিল পড়িয়া * অগ্নি হেন গর্জ্জিয়া শিরি গেল যুঝিবার॥ ছোহরাবের সঙ্গে যুদ্ধ হইল অপার * নানা অস্ত্র ধরি যুঝে ছোহরাবের সনে॥ তিল তিল করি কাটে ছোহরাবের বাণে * নানা শর বরিষয় সোহরাব দুর্জ্জনে॥ লাগিল দারুণ শর শিরির বদনে * ভাবিল নৃপতি কন্যা উপদেশ হিত॥ এ দেশের রাজা স্থানে লিখিতে উচিত * কুমারে নামে তবে পত্র যে লিখিয়া॥ বিপাকে ঠেকিনু সবে লও উদ্ধারিয়া * পত্র লিখি এক দূত শীঘ্র পাঠাইল॥ বায়ু গতি সেই দূত কর্ণাটেতে গেল * এথাতে বাদক সঙ্গে বহু যুদ্ধ হইল॥ ছোহরাবের যুদ্ধে জান বাদক মরিল * শিরিকে ধরিতে আইল বাদকে মারিয়া॥ শিরীলব মারিল বাণ গাণ্ডিব ধরিয়া * ভ্রমরি পড়িল পাপী চক্ষে খাই বাণ॥ চক্ষু হীন হৈল পাপী বিষম সন্ধান * মকবিলের সুতা পাছে মহাকোপ করি॥ কিরিচ কবচ ভাঙ্গে ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি * এই মতে কন্যা সনে বহু যুদ্ধ হৈল॥ পুস্তক বাড়য় হেতু তাহা না লিখিল * প্রতি অঙ্গে শিরীলব অস্ত্র ঘাও খাইয়া॥ খড়গাঘাতে সর্ব্ব অঙ্গ গেল বিদরিয়া * ফিরি পাত্র সুত আইল ভাবি অপমান॥

ছোহরাবের বুকে হানে খড়্গ তীক্ষ্ণবাণ ✱ অস্ত্রাঘাতে ছোহ-রাব ভ্রম মতি হৈল ॥ অতি কোপে পাত্র প্রতি রণে প্রবেশিল ✱ ভ্রম মতি হৈয়া পাত্র রক্ত বহে ধারে ॥ দেখিয়া কুমারী সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ✱ মে হশ্চিত হই কান্দে মকবিল নন্দিনী ॥ ছানুবর কন্যা চাহে তেজিতে পরাণি ✱ নিজ দলে গর্জ্জে গিয়া ছোহরাব দুর্ব্বার ॥ ফিরি আসি মারে সৈন্য দুরন্ত অপার ✱ অসহায় হই কান্দে শামা ছানুবর ॥ আপ্তঘাতি হৈতে চাহে পাষাণ উপর ✱ আক্কেল ওকুফ নারী কিছু নাহি বুদ্ধি ॥ গলাগলি হৈয়া কান্দে হারাইয়া শুদ্ধি ✱ মোহাম্মদ আকবরে কহে খণ্ডন না যায় ॥ নির্ব্বন্ধ থাকিলে দুঃখ ঘটে সর্ব্বথায় ✱

———

কুমারের শোকে তিন কন্যার খেদ।

ধুয়া। কি হালে জীবন রৈল বন্ধুয়ারে।
কি হালে জীবন রৈল আর ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ✱ কান্দে নারী শিরিলব, শোকাকুল হৈয়া সব, মহাশোকে ধরিয়া কুমারে ॥ উত্তর না দেয় কেন, অভাগি দুঃখিনী জন, সঙ্গে করি লও তুমি মোরে ✱ কহ প্রভু কি করিলা, অভাগি বিধবা হৈলা, এবে লিব কাহার স্মরণ ॥ কহ কেবা দিল বিষ, অভাগি না পাইনু দিশ, নিদ্রার ভাবে হৈল হে মরণ ✱ জীবন হইল ছার, পড়িল দুঃখের ভার, এই দুঃখে মরিব সকল ॥ চন্দ্র যিনি মুখ মালা, গরলে হয়েছে কালা, দেখি মোরা হইনু বিকল ✱ জনম তাপিনি হৈনু, শোকেতে দহিল তনু, কোথা যাব না পাই ভাবিয়া ✱ নড়িবার

শক্তি নাই, কান্দে কন্যা আছাড় খাই, আখি জলে ভাষায় দুনিয়া• দারুণ যে অস্ত্র খাই, শরীরেতে জাগা নাই, হেলিতে শ্রবয় রক্ত ধার॥ দুঃখিনী যাইব কোথা, কেবা খণ্ডাইবে ব্যথা, তোমার নিছনী দিব কার * এ বলিয়া পড়ে ঢলি, মোহশ্চিত বেয়াকুলি জ্ঞান হারা পড়িল ভূমিতে॥ অভাগিনী মুদি আখি, মহাব্যস্ত হৈল দেখি, শামারোখ লাগিল কান্দিতে • কান্দে শামা বিনাইয়া, পরমেশ্বর নাম লৈয়া, কলঙ্কিনী কৈল তিন জনে॥ আছিনু গন্ধর্ব সতী, প্রেমেতে মজিল জাতি, জুড়াইবে কাহার স্মরণে • কন্দিলেতে না যাইব, চামরীকে না ছাড়িব, যোগী হই খাইব মাঙ্গিয়া॥ জনম দুঃখীনী হৈয়া, মাঙ্গিমু নগরে গিয়া, কহ মোরে প্রাণ সম্বোধিয়া * একবার খোল আখি, নয়ন ভরিয়া দেখি, দুঃখিনীর শান্ত হউক মন॥ এ বলিয়া মন দুঃখে, হস্ত মারে স্বীয় বুকে, ভূমিতে পড়িল জনে জন • তুমি প্রাণ আমি কায়া, ছাড়ি সব মায়া দয়া, কার হস্তে যাও সমর্পিয়া॥ যে কালে দেখিনু মুখ, সে অবধি পাইনু দুঃখ, কি কারণে সে মুখ চাহিয়া * যে করে ধরিয়া তুমি, ললাটে চুম্বিলা স্বামী, কি কারণে সে কর না নাড়॥ এইভাবে কত দিন, বঞ্চিব যে মোরা তিন, শীঘ্র করি প্রভু দাও সাড় • দিবা গেল এইমতে, কি হইবে রজনীতে, সর্বরী বঞ্চিব কার সনে॥ কান্দয় গন্ধর্ব সুতা, পাইয়া মরম ব্যথা, শিরে কর মারিয়া আপনে * চরণ স্মরণ হৈমু, নিজ তনু সংহারীমু, ছাড়ি যাও বিদেশে আনিয়া॥ এ বলি পড়িল ঢলি, হই কন্যা শোকাকুলি, ভুমি মধ্যে জ্ঞান হারাইয়া • কান্দে কন্যা ছানুবর, শোকে তনু জর জর, বলে আমি যাব কোন দেশে॥ কে করিবে মোরে দয়া, লইব কাহার ছায়া, প্রাণনাথে পাব কোন দেশে॥ আহারে কপাল ছার, এত ছিল দুঃখ ভার, অভাগিনী জনম দুঃখিনী কপালে আছিল সত্য, কতদিন সেবি দৈত্য, তোমা দেখা পাইনু

অধিনী * তাতে কর্ম্মে দিল বাদ, না পুরিল মন সাধ, বিধি মোরে করিল নৈরাশ ॥ জল বলি ঝাঁপ দিনু, অগ্নি মধ্যে প্রবেশিনু, বিপরীত ঠেকিলেক শেষ * হেন দুঃখ ঘটে কার, জনম দুঃখের ভার, পরাণে না সহে দুঃখ আর ॥ ডাকিল বদন ভরি, একবার চাহ ফিরি, কেনপ্রভু না দেও উত্তর * কর্ম্ম শুন্য জন্ম হৈনু, নানা দুঃখ যে পাইনু, আর দুঃখ না সহে শরীরে * এ বলি মোহিত হৈল, ধরনীতে পড়ে রৈল, তার পাছে কান্দে পাত্র বীরে * কান্দে বীর ফোরখ পালে, তনুবহি অশ্রু জলে, লোকে শুনি কি বলিব মোরে॥দেশে গিয়া কি কহিব, মহারাজ জিজ্ঞাসিব, কি বলিয়া তুষিব রাণীরে * শুনি রতিকলা রাণী, আপ্তঘাতি হই পুনি, পুত্র শোকে ত্যজিবে জীবন ॥ শুনি রাজা অকস্মাৎ, হইবেক বজ্রাঘাত, তব শোকে চাহিবে মরণ * কহে আকবর হীন, ফিরিবেক শুভ দিন, প্রভু পদে করহ ভকতি ॥ কৃপার অতল সিন্ধু, তরাইবে সেই বন্ধু, আছে তার অসীম শকতি * যদি সে ফিরিয়া চায়ে, কাঙ্গাল নৃপতি হয়ে সিন্ধু হয়ে প্রচণ্ড পাহাড় ॥ মৃত্যুকে জীবিত করে, আছে তার এ সংসারে, যথা তথা মহিমা অপার *

কর্ণাটরাজ শামারোখের পত্র পাইয়া, বহু সৈন্য সেনা সঙ্গে লইয়া, অকুস্থানে উপস্থিত হয়েন এবং সকলে লইয়া রাজধানী যাইবার বিবরণ।

রাগ যমক ছন্দ * শামারোখের পত্র যদি কর্ণাটেতে গেল ॥ বৃত্তান্ত পড়িয়া রাজ বিস্তর কান্দিল * সৈন্য সেনা সঙ্গে রাজা লইল বহুল ॥ কন্যাকে আনিতে যায় হইয়া ব্যাকুল * চন্দ্রদেব

সঙ্গে যত আসিছিল সৈন্য ॥ সঙ্গে লই গেল সবে কর্ণাট রাজন্য * পিছে পিছে যায় তবে ছোহরাব দুর্ম্মতি ॥ ঘরের দুওার সব বান্ধে শীঘ্রগতি * পুরি মধ্যে লই গেল রাজার কুমার ॥ তিন রাজ কন্যা রহে সংগতি তাহার * কুমার সহিতে যদি সবে লই গেল ॥ শিরীলব রৈল রণে কেহ না ভাবিল * পুরি মধ্যে থাকে সব বান্ধিয়া দুওার ॥ চৌদিকে ঘিরিয়া রৈল ছোহরাব দুর্ব্বার * হেতাতে কান্দিল দেশে গন্ধর্ব্ব রাজায় ॥ নিত্য নজ্জুমেরে ডাকি গণিবারে কয় * রোশন নজ্জুম তবে গণি নিত্য নিত্য ॥ কহে মহারাজে বাণী যাহা সত্য সত্য * এই দিন কন্দিল পতি যখন কহিল ॥ কনিয়া কহত মোরে কুমারের হাল * কত দূর গেছে কহ রাজার নন্দন ॥ গেল কি না গেল কহ চামরী ভবন * আর দিন গণি বৈদ্য কহিত সকল ॥ আজকা গণিতে হৈল আখি টলমল * গণিতে গণিতে বৈদ্য ছাড়িল নিশ্বাস ॥ তা দেখি গন্ধর্ব্ব পতি হইল উদাস * কহিতে লাগিল শুন বৈদ্য কি কারণ ॥ গণিতে গণিতে শ্বাস ছাড়িলা আপন * রোশন কহিল তারে বিষ খাওাইছে ॥ কর্ণাট নৃপতি আসি পরি মধ্যে নিছে * শুনিয়া গন্ধর্ব্ব পতি হইল বিভোল ॥ কন্দিল শহরে হৈল কান্দনের রোল * কান্দিতে কান্দিতে রাজা হৈল শোকাকুলি ॥ করাঘাত করে রাণী পুত্র পুত্র বলি * রাজা কান্দে প্রজা কান্দে কান্দেসব নারী ॥ সব লোক কান্দন করে কুমারকে স্মরি * সৈন্য সেনাপতি কান্দে ছাড়ি শেল শুল ॥ গাণ্ডবা ছাড়িয়া কান্দে হই বেয়াকুল * সখিগণ কান্দে সব ছাড়ি নৃত গীত ॥ হুতাশ হইয়া কান্দে মহন্ত চরিত * পশু পক্ষী কান্দে সব পাথে জড়াজড়ি ॥ দুগ্ধের বালক কান্দে মাতৃ স্তন ছাড়ি * নর্ত্তকী উর্ব্বশী কান্দে ছাড়ি নানা বেশ ॥ জিকির করিয়া কান্দে ফকির দরবেশ * এই মতে কন্দিলে হইল মৃত্য তুল ॥ উদ্যানে

মালিনী কান্দে ছাড়ি মালা ফুল * এথা কন্যা শামারোখ হুমা আরাধিল ॥ কুমারির সঙ্কট হুমা তখনি জানিল * সঙ্কট জানিয়া হুমা বিষম প্রকার ॥ হুমা সঙ্গে আইল দৈত্য সত্তর হাজার * মকবিল হেছাম স্থানে এই বার্ত্তা গেল ॥ সপ্তশত অশ্ববার নৃপতি পাঠাল * এই সব বার্ত্তা গেল কাউস শহর ॥ বহু সৈন্য পাঠাইল রাজা মনোহর * তিন রাজ পুরি মধ্যে যত বিলাপিল পুস্তক বাড়ন হেতু তাহা না লিখিল * কন্দিলের নরপতি কান্দি মোহোছিল ॥ রোশন বুঝাই তারে চেতন করিল * কহিল রোশন বৈদ্য না কান্দিও আর ॥ শাস্ত্রেতে পাইছি আমি এহার প্রকার * কহ কহ বৈদ্য রাজ কি বুদ্ধি করিব ॥ কোন দেশে গেলে আমি কুমারে পাইব * রোশন কহিল রাজা থাক স্থিরে তুমি * এহার প্রকার করি বাঁচাইব আমি ॥ যেই দিনে জন্ম হৈল রাজার কুমার ॥ অনেক দৈবজ্ঞ আইল রাশি গণিবার * শতেক দৈবজ্ঞ মধ্যে দৈবক সুজন ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ নামে শাহাভান * বিষ খাওয়াইব হেন জানিল গনিয়া ॥ ঔষধ রাখিল তার উরুতে ভরিয়া * কুমারের সাথে আছে বিষের জারন ॥ চল্লিশ দিবশে নাই বিষেতে মরণ * বিষ খাই রাজ সুত শুদ্ধ হইয়াছে ॥ সত্য জান রাজ সুত প্রাণে না মরেছে * চল্লিশ দিবস মধ্যে করিলে প্রকার ॥ অবশ্য জানিও তুমি বাঁচিবে কুমার * মহারাজ শীঘ্র করি দৈত্য সঙ্গে দিয়া ॥ পাঠাইল রোশনকে কর্ণাট উদ্দেশিয়া * রোশন সহিত সৈন্য দিলেক অপার ॥ দৈত্য পরী যক্ষ আর এ চৌদ্দ হাজার * সকলের স্থানে রাজা কহে বারে বারে ॥ ছোহরাবের মুণ্ড কাটি যেবা দিতে পারে * ছোহরাবের মুণ্ডচ্ছেদ যেবা করি দিব ॥ কন্দিলের সেনাপতি তাহারে করিব * সৈন্য সব ডাকিয়া কহিল ভালা ভালা ॥ ছোহরাবের মাংস মোরা খাইব

তোলা তোলা * সব দৈত্যে চাহে তারে আনিতে বান্ধিয়া ॥ রোশন করিল মানা বহু বুঝাইয়া * রোশন কহিল বীর বাচুক এখন ॥ তার পর কর সবে যাহা লয় মন * কর্ণাট ভরিয়া সবে করে হাহাকার ॥ মেদিনী কাঁপিল শুনি দৈত্যের চীৎকার * যেই কালে পুরীদ্বারে রোশন আইল ॥ বার্ত্তা পাই চন্দ্রদেব পুরীমধ্যে নিল * কুমার নিকটে যদি আইল রোশন ॥ আর্ত্তনাদ করি কাঁদে কুমারী তিন জন * সন্তোষিয়া কহে বৈদ্য সবার গোচরে ॥ বিধি সুস্থ করিবেন রাজার কুমারে * এ বলিয়া গেল বৈদ্য কুমারেরস্থানে ॥ উরু চিরি নেকলিল ঔষধ তখনে* সুগাভীর দুগ্ধ দিয়া সে দারু ধুইল ॥ কুমারের মুখে তবে সেই দুগ্ধ দিল * অন্তরে পড়িল যদি সেই দুগ্ধে ধার ॥ রোমাঞ্চিত হই আখি মেলিল কুমার * আখি মেলি পুছে বীর কোথা আনি- য়াছি ॥ শামারোখ বলে কর্ণাটেতে আনিয়াছি * সপ্ত দিবারাত্রি পরে ভক্ষিতে চাহিল ॥ ঔষধের দুগ্ধ দিয়া অন্ন আনি দিল * ঔষধ খাইয়া বীর সুস্থ যে হইয়া ॥ একে একে সকলে আনে বোলাইয়া * সকলের মুখ বীর চাহে ফিরি ফিরি ॥ শামা স্থানে জিজ্ঞাসিল কোথা গেল শিরী * নিকটে আনহ মোর যত প্রিয়া সব ॥ আমাকে ছাড়িয়া কোথা গেল শিরীলব * শামারোখ কহে শিরী অচৈতন্য হৈছে ॥ শিরীলব অঙ্গ সব অস্ত্রে বিদরিছে * খড়্গাঘাতে সর্ব অঙ্গ হৈছে খান খান ॥ মোহশ্চিত হই শিরী হারাইল জ্ঞান * ব্যস্ত হই যায় বীর দেখিতে তাহারে ॥ এক সখী কহে গিয়া কন্যার গোচরে * শিরীলবে কহে সখী ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ বাচিছে কুমার দেখ নয়ন মেলিয়া * এত শুনি রাজ- কন্যা মেলিয়া নয়ন ॥ দেখে আসিয়াছে পতি করি নিরীক্ষণ * প্রাণপতি দেখি কন্যা চাহে উঠিবারে ॥ শক্তি নাই রাজ কন্যা উঠিতে না পারে * এত দেখি যুবরাজ তুলি লৈল কোলে ॥

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে * যুবরাজ গলে ধরি করয় ক্রন্দন ॥ কন্যা অঙ্গে রক্তবহি ভিজে দুইজন*কুমারের গলে ধরি মনের সন্তাপ ॥ মনদুঃখে শিরীলব করয় বিলাপ * অধীন হামিদ তাহা করে বিরচন ॥ কর্ণপাত দিয়া শুন রসিক সুজন *

কন্যার বিলাপ।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

(ধুয়া) সদায় আকুল হিয়ারে বন্ধুর ভাবে

সদায় আকুল হিয়া।

ধরিয়া কুমার গলে, কন্যা শিরীলব বলে, এই দুঃখ হৈল মোর মনে॥ জইর খাইলা তুমি, তব সাথে যাব আমি, পতি ছাড়া কি আছে জীবনে*ভাবিয়া মনেতে স্বামী, দুষ্টের সংগ্রামে আমি অস্ত্রাঘাতে হইনু ঘায়েল ॥ ছোহরাব সহিত বুঝি, বিধি মোরে হৈল রাজি, আঘাতের হইনু কাবেল * মনেতে আছিল মোর, তোমা না পাইব আর, এই ভাবে হইনু উদাস ॥ পাপিষ্ঠ ছোহ-রাব সনে, ঠেকিনু বিষম রণে, জীউ দিতে হইনু নৈরাশ * বাদক আছিল সাথে, পড়িলেক বজ্রঘাতে, সবে মাত্র পাত্র সঙ্গে আমি॥ মোর কথা না শুনিলা, দুষ্টা দাসী ঘরে নিলা, তাই দুঃখ পাইলে যে তুমি * আরো দুঃখ পাইনু মোরা, জীবনে হইনু সারা, কি কহিব আমি হে প্রানেশ ॥ বিধি মেহেরবান হৈল, সব দুঃখ দূরে গেল, বক্ষেতে পাইনু হৃদয়েশ * বিদেশে প্রমাদ ঘটে, শোকে দুঃখে প্রাণ ফাটে, বান্ধব নাহিক একজন ॥ শিরীর বিলাপ শুনি, পাষাণ হৈল পানি, ভাটি গাঙ্গে বহিল উজান * শিরী বলে প্রাণনাথ, বন্ধু কেবল দীন নাথ, তার কৃপা হইবে সঙ্কটে ॥ উদ্ধার পাইনু মোরা, নহিলে কেমন ধারা, বুঝিতাম

আইসহ নিকটে * কান্দি কহে অভাগিনী, শুন রাজা গুণমনী, পুনঃজন্ম হইল সকল ॥ আমিত দুঃখিনী নারী, দুঃখ পেনু জন্ম ভরি, সে দুঃখে প্রাণ যে দহিল * যতেক প্রকার করি, তোমারে হৃদয়ে ধরি, তত দুঃখ মোরে কৈল লীন ॥ যেরূপে কন্দিলে গেলে, তাতে যত দুঃখ পাইলে, সে দুঃখেতে হইনু বিলীন * সব দুঃখ পাসরিনু, অনেক যতনে পাইনু, এইবার হৈল আহ্লাদ ॥ আমাকে সৃজিল ধর্ম্ম, শোকাকুলি করি জন্ম, মোর হেন নাহিক প্রমাদ * তোমা সঙ্গে প্রেম করি, হইলাম পিতৃ বৈরী, কলঙ্কিনী হৈনু তোমা লাগি॥তোমা তরে তেয়াগিনু, সকলেরে ছাড়ি দিনু, কেহ নাহি হৈল দুঃখ ভাগী * তাহাতে হৈনু ভাল, দুঃখে গেল সর্ব্বকাল, আর দুঃখ না সহে পরাণে ॥ এইমত তিন নারী, কান্দয় কুমার স্মরি, শোকে কান্দে পাত্রের নন্দনে *

পয়ার ছন্দ * শিরীলব অঙ্গে যত রক্ত-স্রোত বয় ॥ কুমারের সর্ব্ব অঙ্গ হইল রক্তময় * এরূপ কুমারী অঙ্গ দেখিয়া কুমার ॥ হুতাস হৈয়া বীর কান্দে জারে জার * রোশন কহিল নৃপ শান্ত কর মন ॥ অল্প দিনে শুখে ঘাও করিলে যতন * প্রতিকার করি কন্যা ঘাও শুখাইব। শিরিলব ফোরখ পাল রোদন শান্ত হৈব * ঔষধ করিয়া বৈদ্য ঘাও শুকাইল ॥ কন্যার অঙ্গের ব্যথা আরাম হইল * বাদক কারণে বীর কান্দিয়া বিস্তর ॥ জাল খড়গ লই বীর চলিল সত্বর * যুদ্ধ বেশ করি বীর আইল বাহির ॥ জয় জয় বলি সৈন্য হইল অধীর * কুমার সঙ্গতি সব চলিলেক রনে॥ দেখিয়া অপার সেনা ধন্দ লাগে মনে * জাল দিয়া করি বন্দ ছোহরাব দুর্জ্জনে॥ খণ্ড খণ্ড করি কাটে তার সৈন্য গণে * ছোহরাবের মুণ্ড কাটি থালেতে রাখিয়া॥ তিন রাণী আগে রাজা দিল পাঠাইয়া * দেখিয়া দুষ্টের মুণ্ড হাসে তিন জনা॥

শিরীলব তার এক চক্ষু কৈল কানা * এই মতে তার মুণ্ড চাহি কতক্ষণ ॥ ময়দানে টাঙ্গিয়া দিল দেখে সর্ব্বজন * তার পরে যুবরাজ হাসি হাসি মনে ॥ স্বজীবে ধরিয়া আনে দাসী দুই জনে * যুবরাজ বলে মোর কি দোষ পাইলি ॥ কোন দোষে তোরা মোরে বিষ খাওয়াইলি * কর পদ বান্ধি দোন পাঠায় রাণীর স্থান ॥ করহ উচিত শাস্তি দিয়া অপমান * শুনি-লেক দুষ্ট দাসী অনিছে ধরিয়া ॥ রাজকন্যা বসিয়াছে অগ্নি শুল হৈয়া * যখনে নিলেক দাসী কন্যার সাক্ষাতে ॥ জ্বলন্ত অনল বাণ দিল তার মাথে * কেশেতে অনল লাগি রূপ নাশ হৈল ॥ ক্রোধ করি শিরীলব ধনুশ্বর লৈল * গাণ্ডিব টঙ্কারী হস্তে ধরি ধনুশ্বর ॥ দুষ্টাদাসী মারি দোন করিল সংহার * যুদ্ধ জয় করি বীর ঘরে চলি আইল ॥ তিন রাজ সৈন্য আসি বিদায় করিল * হুমা দৈত্যে সম্ভাবিয়া করিল বিদায় ॥ মাণিক্য শিখর স্থানে হুমা চলি যায় * কাউছ শহরে পত্র কুমার লিখিল ॥ কুমার সংবাদ লই বিদায় হইল * হরষিত চন্দ্রাদেব নিজ মনে গুণি ॥ ধন রত্ন লুটাইল কুমার নিছনী * ঔষধের ভেদ কিছু কহিল রোশন ॥ শাহাভান নামে ছিল গণক সুজন * কহিল যখন হবে বিংশতি বরিষ ॥ বিদেশেতে শত্রু সবে খাওয়াইবে বিষ * বিষ খাওয়াইয়া তারে করিবেক স্তব্ধ ॥ বল বুদ্ধি বিনাশিয়া করিবেক জব্দ * একারণে উরু চিরি ঔষধ রাখিল ॥ শাহাভান কথা এবে প্রচার হইল * মৃত্যু হৈল শাহাভান থাকিত ভুবনে ॥ বহু ধন রত্ন পাইত যাবত জীবনে * নানা ধন রত্ন সব দিয়া সর্ব্বথায় ॥ তুষিয়া রোশন বৈদ্য করিল বিদায় * রোশন বিদায় হই গেল শীঘ্রতর ॥ কন্দিলের রাজরাণী পাইল খবর * শুভ বার্ত্তা কহে গিয়া রাজার গোচর ॥ শুনি আশীর্ব্বাদ রাজা করিল বিস্তর * হরষিত কন্দিলের যত রাজগণে ॥ আশীর্ব্বাদ করে

সবে চামরী নন্দনে * হরষিত চন্দ্রদেব নিজ মনে গুণি ॥ ধন রত্ন দান কৈল্য কুমারী নিছনী * তিন রাজকন্যা বহু অলঙ্কার দিল ॥ মাতামহ দেশে রাজা কত দিন ছিল * তার পাছে মনে ভাবি রাজার কুমার ॥ নিজ দেশে যাইবারে হইল তৈয়ার * তুরঙ্গে সাজিয়া রাজা যায় নিজ দেশে ॥ যক্ষ দৈত্য নর সঙ্গে মনের হরিষে * মঞ্জিল মঞ্জিল রাহা অবিরত যায় ॥ কত দিন চলি বীর নিজ দেশ পায় * চামরী দেশেতে যদি গেল নিমা-শাম ॥ শিরাজের লোকে বলে আইল কাল যম * ছোলতানের আগে গিয়া কহে বিবরণ ॥ এতেক তাপিত রাজা ছিল দুঃখ মন * পাত্র স্থানে কহে রাজা বার্ত্তা জানি আইস ॥ নতু অনুমান বুঝি রাজ্য ছাড়ি বৈস * শোকে দুঃখে মরি আমি বিনা অন্নজল ॥ সংগ্রাম করিতে মোর গায়ে নাহি বল * দূত পাঠাইল রাজা করিতে বিচার ॥ হস্তী পরে দেখে বীর রাজার কুমার * যুবরাজ দেখি দূত প্রণাম করিল ॥ দেশের বৃত্তান্ত সব কুমার পুছিল * দূত বলে তোমা বিনা সব অন্ধকার ॥ তোমা শোকে কান্দি মরে মা বাপ তোমার * এ সব কহিয়া দূত হই মনে সুখী ॥ রাজপুত্র আইল হেন সবে কহে ডাকি * লড়া দিয়া যাই দূত ডাকি ডাকি কয় ॥ চামরী সহর ভরি হৈল জয় জয় * রাজপুরে যাই দূত কহিল ত্বরিত ॥ পুত্র নাম শুনি রাজা হয় হরষিত * সংবাদ কহিল গিয়া মহাদেবী পাশ ॥ পুত্র বার্ত্তা পাই রাণী আনন্দে উল্লাস * শহরে পড়িল সাদি সাজ সর্ব্বজন ॥ ছোট বড় সব লোক হরষিত মন * নানা শব্দে বাদ্যধ্বনি বাজিতে লাগিল ॥ রাজা রাণী সঙ্গে সব যোগান ধরিল * চলিলেক মহারাজ পুত্র দেখিবার ॥ চলিল সাজিয়া রাণী সঙ্গতি রাজার * চল চল শব্দ হৈল রাজ সৈন্যগণ ॥ মন অভিলাষে সব হৈল আগুয়ান * ঢাক ঢোল কাড়া সিঙ্গা কাংস

করতাল ॥ দোসারী মোহিনী বাজে ভেউর কর্ণাল * জয়ধ্বনি বাজিতে লাগিল চারিভিতে ॥ আনন্দে গেলেন রাজা কুমারে আনিতে * চৌদোলা দেখিয়া বীর পুছিল তখন * বল দেখি চৌদোলেতে আইসে কোন জন * মা বাপ তোমার আইসে কহিল কিঙ্কর ॥ হস্তী ছাড়ি নামিলেক ভূমির উপর * পদাতি হইল বীর পিতা প্রণামিতে ॥ দেখিয়া চরণ ধরি পড়িল ভূমিতে * আশীর্ব্বাদ করি রাজা পুত্র কোলে নিল ॥ আনন্দাশ্রু বহায়ে রাজা কহিতে লাগিল * ললাটে চুম্বিয়া রাজা কহে বারে বার ॥ প্রভু খণ্ডাইল মোর যত দুঃখ ভার * রাণী আস ধরি পুত্র তুলি নিল কোলে ॥ কুমার প্রণাম করে পড়ি পদ-তলে * পুত্র কোলে করি রাণী কান্দে কুতুহলে ॥ মহা কোলা-হল হৈল কান্দনের রোলে * মা বাপের পদ ধরি কান্দে মহা বীর ॥ পুত্র কোলে পাই রাণী আনন্দ শরীর * ফোর্‌খ পালে ধরি বৃদ্ধ উজির কাঁদেন্ত ॥ চন্দ্রদেব রাজা আসি করিলেক শান্ত * শান্ত হই নৃপ রাণী মন হরষিতে ॥ পুত্র বধু দেখিবারে আইল ত্বরিতে * শ্বশুর শাশুড়ী দেখি কন্যা তিন জন ॥ মন রঙ্গে ভক্তি ভাবে বন্দিল চরণ * তিন বধু রতি কলা কোলেতে লইয়া ॥ সর্ব্ব দুঃখে পাশরিল আনন্দিত হৈয়া * পুত্র বধু লই রাণী অন্তঃপুরে গেল ॥ মনের বাসনা পূর্ণ প্রভু যে করিল * পুত্রে দেখি রাজরাণী আনন্দ সদায় ॥ দিবারাত্রি মহাদেবী আনন্দে গোঙায় * এই মতে আনন্দেতে থাকে মহাসুখে ॥ সাফল্য মানায় সব চামরীর লোকে * আর দিন মহারাজ আনন্দিত হৈয়া ॥ রাজ্য পাট দিল রাজা পুত্রকে সুপিয়া * যোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দিত মনে ॥ আজ্ঞা দিল বসিবারে রাজ সিংহাসনে * প্রভু পদ শিরে ধরি মা বাপে মানাই ॥ সিংহাসনে বসি বীর করেন বাদশাই * পাত্র মিত্র লই তবে

রাজার কুমার ॥ সুবিচার করে সদা ভাবি করতার * সুখ্যাতি পুর্ণিত ক্ষিতি হইল সদায় ॥ দুস্টে মারি মিত্রে রাখে রাজার তনয় * প্রভুর কৃপায় বীর তক্তেতে বসিল ॥ জেবল মুলুক উক্তি সমাপ্ত হইল * লিখন সমাপ্ত হইল কাকে ডিম্ব দিল ॥ আরবা অনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল * পণ্ডিত আকবরে আর কবি হামিদুল্লা ॥ রচিল রঙ্গিন কেচ্ছা স্মরি বারিতালা * ছাপা হেতু কোন পদে নিরস আছিল ॥ লঘু জ্ঞানি এজাহারে শোধন করিল *

জেবল মুলুকের বারমাস।

দীর্ঘ ত্রিপদী

প্রথম আল্লার নাম, মুখে বলি অবিরাম, ত্রিভুবন সৃজন যাঁহার ॥ তাঁহার পরম বন্ধু, মোহাম্মদ (ছঃ) কৃপাসিন্ধু, তাঁর পদে প্রণাম হাজার * সন্ততি বান্ধব তাঁর, নতশিরে এজাহার, করিতেছি অসংখ্য প্রণতি ॥ তার পরে মহাসাধে, গুনিগণ শুভ পদে, জানাতেছি মনের আরতি * জেবল-মুলুক গুনী, শামা ভাবে জ্বলি প্রাণী, কান্দি ২ গায়ে বারমাস ॥ লোকে জানিবারে তরে, রচে কবি এজাহারে, ওহে আল্লা পূর্ণ কর আশ ॥ অশুদ্ধ পাইলে পদে, ক্ষেমিবেক মহাসাধে, বিদ্যাবুদ্ধি নাহিক আমার ॥ যত দোষ পাইবেক, কৃপা করি ঢাকিবেক, নিবেদন হুজুরে সবার *

১। প্রথম বৈশাখ মাসে, নর নারী মনোল্লাসে, কেলি করে মহা আনন্দিতে ॥ প্রিয়সী বিহনে আমি, পন্তে ২ নিত্য ভ্রমি, শামা ২ সদাই মুখেতে * ও প্রিয়সী শামারোখ, নামেতে দিলা দুঃখ, তভু তেরা নাহি দরশন ॥ যোগী বেশে ভ্রমি আমি, সুখে বাস কর তুমি, সখী লিয়া আপন ভূবন * জঙ্গল কানন

ফিরি, তোমাকে তালাস করি, অন্নজল করিয়া বর্জ্জন ॥ দেখিয়া সিন্দুর নীর, ভয়ে প্রাণ নহে স্থির, তরী বিনা কাঁপে সর্ব্ব তন * হাঙ্গর কুম্ভির জলে খেলে নিত্য কৌতুহলে, স্বীয় খাদ্য করিতে যোগার ॥ সিংহ ব্যাঘ্র গিরি বনে, ভ্রমে খাদ্য অন্বেষনে, তাতে শঙ্কা না হয় সঞ্চার * বরঞ্চ এসব হেরি, কাছে যাই শীঘ্র করি, প্রিয়সীর লইতে সংবাদ ॥ কবি এজাহারে বলে, জ্বলে যেবা প্রেমানলে, হয়ে তার এরূপ বিপদ *

২। জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমা সাথে, দেখা হৈল উদ্যানেতে, শশীমুখ হেরিনু যখন ॥ তোমা প্রেমে হৈয়া বন্ধি; দিবস যামিনী কান্দি, প্রাণ শান্ত না হয় কখন ॥ প্রেমানলে জ্বলি তন, ভস্ম হৈচ্ছে অনুক্ষন, শান্ত নহে দেহ কদাচন ॥ সিন্ধু নীরে সাতারিলে, তবু শান্তি নাহি মিলে, হায় ২ কি করি এখন * না দেখি তোমারী মুখ, চলি গেল মোর সুখ, অহর্নিশি করি যে কান্দন ॥ পাখী সবে কুম্বরিলে, প্রেমানলে নিত্য জ্বলে, কান্দি বসি প্রিয়সী কারন * সঙ্গী ছাড়া পক্ষী ন্যায়, ভ্রমি আমি সর্ব্বদায়, যথা তথা বিরষ বদন ॥ নিত্য প্রেমাগুনি জ্বলে, মম তুল্য এ ভূতলে, নাহি দেখি দুঃখী কোন জন * দেখি মোর প্রেমজ্বালা, পশুপক্ষী মুখ কালা, তৃন ফল না করে ভক্ষন ॥ মীন আদি সিন্ধু জলে, কান্দে মোর শোকানলে, গতাগত করিয়া বর্জ্জন* গাভী দুগ্ধ নাহি দেয়, বাচ্চা ক্ষীর নাহি খায়, উর্দ্ধ মুখে রহে সর্ব্বক্ষণ ॥ কহে কবি এজাহারে, প্রেম যার হৃদয়ান্তরে, কোথা তার অশন ভোজন *

৩। আষাঢ় মাসেতে ধনী, জ্বলে নিত্য মোর প্রাণী, সুখে কাল করহ যাপন ॥ সখী লিয়া কর কেলি, নাম ধাম মোর ভুলি, নাহি কর আমাকে স্মরণ * নিষ্ঠুরী বলিয়া তুমি, যদি জানিতাম আমি, তোমা প্রেমে না হৈতুম বন্ধন ॥ নানা নানী

সঙ্গে লিয়া, ক্রিয়া কর হর্ষ হৈয়া, তুমি বিনে আমার মরণ * আশা দিয়া ভাসাইলা, প্রাণ শান্ত না করিলা, তুমি মোর জীবের জীবন ॥ মীন যেন নীর বিনে, তটে কাম্পে সর্বক্ষণে, সেইরূপে কাঁপে মোর তন * পক্ষীরূপ হইতাম, শীঘ্র তথা আসিতাম, দুঃখ তবে ঘুচিত আমার ॥ কি করিমু পাখা নাই, সে কারনে দুঃখ পাই, নাহি দয়া অন্তরে তোমার * যদ্যপি থাকিত দয়া, শান্তাইতা দেখা দিয়া, বলে ছলে পার যেই মতে ॥ প্রেম ডোরে বন্দী করি, সুখে আছ হেমাপুরী, অতিশয় নিষ্ঠুর জগতে *

৪। শ্রাবণেতে বরিষণ, করে বৃষ্টি অনুক্ষন, সে বিন্দুতে মুক্তার সৃজন ॥ সেই নীর আকাঙ্খায়ে, ছিপি উর্দ্ধমুখী রয়ে, গজে নাগে ভ্রমে গিরিবন * যুবক যুবতী লিয়া, কেলি করে খুশী হৈয়া, দিবা নিশি বসি একাসন ॥ এ পামর কান্তা বিনে, ভ্রমি নিত্য বনে বনে, চক্ষু নীরে আদ্র সর্ব্বক্ষণ * শার্দ্দুল কেশরী হেরি, বিন্দু শঙ্কা নাহি করি, নির্ভয়েতে করি গতাগত ॥ হিংস্র জন্তু হেরি মোরে, শীঘ্র যায় দুরান্তরে, পিছে যদি ঘটয় আপৎ * সেই ভয়ে পশু পক্ষী, পিপীলিকা মধুমক্ষী, দূর হৈতে করে পলায়ন ॥ কোথা আছ প্রাণেশ্বরী, তোমা হেতু আমি মরি, দেখা দিয়া শান্ত কর মন * নানামতে কষ্ট করি, গিয়াছিনু হেমাপুরী, তাতে তেরা হৈল দর্শন ॥ কিন্তু ললাটের দোষে, নিস্ফল হইল শেষে, নিজ ধামে করিলা গমন * রত্নসেন নৃপমনি, পদ্মাবতী কথা শুনি, যোগী ভেশ হইল যেমন * সেরূপে তোমারি ভাবে, অধীন জেবল এবে, সিন্ধু গিরি করি পর্য্যটন * অতল সাগরে পড়ি, ভাসিতেছি বিনা তরী, হাবু ডাবু খাইতেছি বহুত ॥ দিবা নিশী অনশনে, যাপন করিছি হীনে, তাতে কষ্ট পেতেছি বহুত *

৫। ভাদ্রমাসে অবিরতে, গর্জ্জে দেবা আকাশেতে, সেই

ভয়ে কাঁপে প্রাণীগণ ॥ পশুপক্ষী নিজালয়ে, নিঃশব্দেতে সদা রয়ে, কামিনীরা পতির সদন * হতভাগা তুমি বিনে, কান্দি-তেছি সর্ব্বক্ষণে, পন্থে ২ করি পর্য্যটন ॥ পন্থে কার দেখা পাইলে, জিজ্ঞাসী যে কৌতুহলে, প্রিয়সীর সব বিবরণ * লাইলীর কুকুর হেরি, মজনুন পায়েতে পড়ি, মহানন্দে করিল চুম্বন ॥ আমি সেইরূপ হৈয়া, তরুলতা প্রণামিয়া, যার তার ধরি দোচরণ * শুন২ প্রাণেশ্বরী; আস কাছে শীঘ্র করি, তুমি বিনে শুন্য কলেবর॥ মন পাখী চলি গেছে, তুমি প্রেয়সীর কাছে, শুন্য প্রাণে কাঁপি থর থর * মুণ্ড কাটা পক্ষীর ন্যায়, ছটফট সর্ব্বদায়, শির ঠুকি করি সর্ব্বক্ষণ ॥ বাঞ্ছা হয় পাষাণেতে, মুণ্ড হানী প্রাণ দিতে, প্রেমানল হৈত নিবারণ * আত্মঘাতি মহাপাপ, নিত্য রহে মনে তাপ, ভবে রহে অখ্যাতি তাহার ॥ হৃদয়ে এসব স্মরি; আছি সদা ধৈর্য্য ধরি, নতু প্রাণ করিতুম সংহার *

৬। আশ্বিনেতে সরোবর, পদ্ম পুষ্পে মনোহর, তথা করে অলি আনাগোনা ॥ গুণ ২ শব্দ করি, মধু খায় পেট ভরি, কি মধুর ভোমর গুঞ্জনা * প্রভুর প্রেমিক যারা, উলঙ্গ মস্তকে তাঁরা, বসি থাকে জলাশয় তীরে ॥ দেখিয়া এসব হাল, হৈচ্ছি সদা বেয়াকুল, প্রেমানল জ্বলেন্ত অন্তরে * হায়২ কোথা যামু, কোথা গেলে দেখা পামু, সদা মোর এইত ভাবনা ॥ যেমন চাতক পাখী, সদা রহে উর্দ্ধমুখী শুন্যে দেবা করিলে গর্জ্জনা * নব নীর পাব আশে, পিউ২ নাদে হাসে, কভু করে শোকেতে রোদন ॥ চকোর শশাঙ্ক ভাসে, নিত্য থাকে মনোল্লাসে, তাতে হয়ে সাফল্য জীবন*অরাতিরা রাজপথে, চৌকি দেন অবিরতে, তাতে মোর সঙ্কট বিষম ॥ হই আমি একাশ্বর, সৈন্য সেনা বহুতর, নিধন করিল কাল যম * বৈরীগনে সর্ব্বক্ষন, করে মোরে অন্বেষণ, পাইলে শীঘ্র করিবে নিধন॥দুর্দ্দান্ত রাক্ষস সাথে,

যুদ্ধ হৈল কত মতে, প্রভু মোরে করিল মোচন * অনেক দানব মারি, ভ্রমি নিত্য বন গিরি, পন্থ কত রাজার নন্দিনী ॥ উদ্ধার করিছি জান, কিন্তু তোমা হেতু প্রাণ, জ্বলে মোর দিবস যামিনী * মাতাপিতা জমিদারি, এ সকল দিয়া ছাড়ি, তোমা প্রেমে হইনু পাগল ॥ কাঞ্চন স্বরূপ তন, হয়েছে পিঙ্গল হেন হস্ত পদ হয়েছে বিকল * প্রিয়সীকে দেখিবারে, আছে শুধু প্রাণ ধরে, নতু প্রাণ হইত বাহির ॥ ও পিয়সী সুবদনী, আসি শান্ত কর প্রাণী, তোমা হেতু সতত অস্থির *

৭। কার্ত্তিক মাসেতে আমি, সিন্ধু গিরি বন ভ্রমি, উপবনে পাই দরশন ॥ আশা দিয়া ভাসাইলা, পুনঃ দেখা না করিলা, সেই হেতু দহে তনু মন * তোমারি প্রেমেতে পড়ি, রাজ্যপাট দিয়া ছাড়ি, যোগীরূপে ভ্রমি দেশান্তর ॥ শিরে জটা কণ্ঠে মালা, তোমা নাম জপি ভালা, দিবানিসি বসি ধরাধর * তপি যেন তপ করে, বসিয়া ভূদর পরে, সেরূপ জান মোর হাল ॥ নরনারী হেরী মোরে, অবিরত তুচ্ছ করে, হৈচ্ছে ইহা মহান জঞ্জাল * শুনিয়া তাদের কথা, হেট করি স্বীয় মাথা, তোমা নাম স্মরি সর্বক্ষণ ॥ ধরিয়া তোমারি নাম, গালি দিলে অবিরাম, তাতে হয় শান্ত মোর মন * তরুলতা পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ মধুমক্ষী, যদি আমি করি নিরীক্ষণ॥প্রিয়সীর শুভ ছবি, তাতে দেখি মহা খুবি ; অঙ্কিত করিছে নিরাঞ্জন * মারুতে দোলিলে গাছ, তুমি যেন কর নাচ, বৃক্ষোপরে মহা আনন্দিতে ॥ ভুলি যাই নিজ কথা, তালাসি তোমারি পথা, বটে তুমি নিষ্ঠুর জগতে * কবি এজাহারে কয়ে, আহুকন্যা পিত্রালয়ে, প্রিয়া তোমা সদাই অস্থির॥দেখাদিয়া নিদ্রাকালে, আসি এথা কৌতুহলে, তবে তিনি হইবে সুস্থির *

৮। আগ্রাণে নবীন ধান, মাঠে হেরি কৃষ্ণকান, মহানন্দে সদা করে কেলি ॥ কিন্তু আমি তাহা দেখি, মহীতলে মুণ্ড

রাখি, আপুজ্ঞান যাই সব ভুলি * শয্যাপরে নিদ্রা গেলে, হেরি রূপ সেই কালে, আসি তুমি আমার গোচর ॥ যেমন শিয়রে বসি, বল মোরে মৃহু হাসি, আপনির দুঃখের খবর * শুনিয়া প্রিয়সী-বাণী, নিত্য জলে মোর প্রাণী, ছটফট করি বিছা নায় ॥ ধরিয়া তোমারি করে, বলি তবে খোশান্তরে, ও প্রিয়সী না ভুল আমায় * এইরূপে কিছুক্ষণ, করি দোহে আলাপন, দুঃখ সুখ সব বিবরন ॥ অকস্মাৎ নিদ্রা ভাঙ্গি, যাও তুমি ছাড়ি সঙ্গি, হায় ২ কি করি এখন * কান্দি ২ শয্যা ছাড়ি, পরে পন্থে গম্যকরি, নাহি পাই তোমার দর্শন ॥ তখন ব্যাকুল হৈয়া, তটিনীর ধারে গিয়া, স্রোতনীর করি নিরীক্ষণ * স্রোতজলে বহে ঢল, পাখী করে কল কল, শুনি তাহা বিদরে জীবন॥ বিচ্ছেদ আগুনে জ্বলি, দেহ মোর হৈচ্ছে কালি, চক্ষে অশ্রু করে বরিষণ *

৯। পৌষ মাসে মহাশীতে, কাঁপে অঙ্গ অবিরতে, ভয় পাই কেশরী বর্ব্বর ॥ সঙ্গে করি কেশরিনী, থাকে নিত্য সরজিনী, মহানন্দে আপন বিবর * কেছুয়া মণ্ডুক শীতে, থাকে গর্ত্তে অবিরতে, মিনি রহে চুল্লির ভিতর ॥ নাগরে নাগরী লিয়া, কেলি করে হর্ষ হৈয়া, দুঃখ ভুগি অধীন পামর * রৈলা তুমি দেশান্তর, শীতে কাঁপে কলেবর, সাথে নাহি শীতের সম্বল ॥ মিত্রও বান্ধব নাই, দুঃখ বলি কার ঠাঁই, রাজ্যপাট ত্যাগিছে সকল * শয়নে না আসে ঘুম, তোমা নাম হরদম, দুঃখে কষ্টে জপি সর্বক্ষণ ॥ ও পিয়সী কৃপা করি, শান্ত করু দেখা করি, তুমি বিনে নিষ্ফল জীবন * যেন বিনা বৃষ্টিপাতে, তৃণলতা এ মহীতে, শুখাইয়া হারায় জীবন ॥ তেন মতে এ অধীনে, তোমার দর্শন বিনে, মৃত্যুপ্রায় হয়েছি এখন * মেঘ বরিষণে পুনঃ, তৃণ হয়ে সজীবন, সেই মতে প্রিয়সী দর্শনে ॥ দুঃখ রাশি খণ্ডি যাবে সুখ আসি দেখা দিবে, প্রাণ শান্ত হইবে ভুবনে *

১০। মাঘ মাসে প্রিয়সিনী, তোমা হেতু জ্বলে প্রাণী, দগ্ধ হয়ে মোর সর্ব্ব তন ॥ না দেখি তোমারি মুখ বৃদ্ধি পায় নিত্য দুঃখ, দুঃখ রাশি না হৈল খণ্ডন * শশী মুখ না দেখিয়া, সদা দহে মোর হিয়া, হায় ২ করি কি উপায়॥ দিবানিশী এ ভাবনা, তোমা হেতু হৈ দেওয়ানা, চক্ষু যদি করি হায় হায় * শীতের তাড়না আর, প্রেমের যাতনা সার, ভঙ্গ হৃদে থাকি অনশন ॥ পশু পক্ষী কুসরিলে, জ্বলি আমি প্রেনানলে, ছট ফট করি সর্ব্বক্ষণ * প্রভাতে শীতল বায়ু, বৃদ্ধি করে জীব আয়ু, কি মধুর সেই সমীরণ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণী সবে, সেইত মারুত ভাবে, সিন্ধু তীরে করে আগমন * তোমা প্রিয়া এ পামর, ভ্রমি পন্থে নিরন্তর, তাতে শান্ত নহি কদাচন ॥ অন্ন জল ত্যাগ করি, তোমা হেতু ঘুরি মরি, কুম্ভকার চাকার মতন * তথাপি না কর দয়া, অত্যন্ত কঠিন হিয়া, পাষাণ স্বরূপ হৃদ তোর ॥ বিগলিত হয়ে গিরি, শুনিয়া আমার জারী, পশু পক্ষী যায় বন ঘোর * শুনিয়া জেবল বাণী, এজাহারে জ্বলে প্রাণী, প্রভু ভাবে হয়েছে মগন ॥ মজিয়া আল্লার ভাবে, নিত্য জ্বলি এই ভবে, নাহি কিন্তু সাধন, ভজন * ওহে এজাহার তুমি, কর কেন পাগলামি, দিবানিশী লইয়া কলম ॥ না আছে এলেম তোর, নাদান বর্ব্বর ঘোর, আর বট অত্যন্ত পামর * চুপ করি থাক বসি, নাহি কর হাসি খুসী, ভিক্ষা মাগো প্রভুর সদন ॥ সেবহ রছুল পদ, নাম যার মোহাম্মদ (ছঃ), পাবে তবে বেহেস্তে আসন *

১১। ফাল্গুনে ককিলা সবে, নৃত্য করে কুহু রবে, বসন্তের হয় আগমন ॥ দক্ষিণ সমীরে তন, পুলকিত সর্ব্বক্ষণ, প্রফুল্লিত রসিক সুজন * নাগর নাগরী দোঁহে, দিবানিশী হৃষ্ট দেহে, একাসনে বঞ্চেন সুরতি ॥ পিক তোতা কান্তালিয়া, ধ্বনি করে খুসী হৈয়া, স্বীয় ভাসে কহেন ভারতী * পুষ্পোদ্যানে অলি বসি,

গুন ২ শব্দে হাসি, করে নিত্য প্রভুর কীর্ত্তন॥ ভোমর গুঞ্জন শুনি, জ্বলে নিত্য পঞ্চপ্রাণী, আঁখি নীরে আদ্র সর্ব্বতন* অক্ষি হৈল জ্যোতিঃহীন, রক্ত বহে রাত্র দিন, তবু তোমা করি অশ্বেষণ॥ ওহে প্রাতঃ সমীর, প্রিয়সীর দরশন, যথা পাও কর নিবেদন * বাস করি কারাগারে, দেন চৌকি চৌকিদারে, দুঃখ রাশি না যায় সহন॥ কোতোয়াল পৃষ্ঠপরে, যষ্টী মারে মহাজোরে, হায় ২ না দেখি মোচন * বক্ষেতে পাষাণ চাপ, নিত্য আসে মনে তাপ, কি করিমু না আছে উপায়॥ আহা ২ কোথা যামু, প্রিয়সীকে কোথায় পামু, এই ব্যথা অন্তরে সদায় * নিশী দিশী তার ভাবে, কান্দিতেছি উচ্চরবে, কহ শীঘ্র লইতে খবর॥ নতু প্রাণ চলি যাবে, নর বধ ভাগে রবে, নরকেতে হইবে বাসর * দেখা যদি নাহি করে, কাটারী লইয়া করে, আসি যেন করেন নিধন॥ তবে প্রাণ শান্ত হবে দুঃখ রাশি ঘুচি যাবে, ভবে রবে আমার কীর্ত্তন *

১২। চৈত্রেতে বচ্ছর শেষ, ভ্রমি ভ্রমি নানা দেশ, করিলাম অধীন কিঙ্কর॥ নর নারী কোন জনে না, বলিল মোর স্থানে প্রিয়সীর কুশল খবর * নিত্য দুঃখে যাই মরি, কোথা রৈলা প্রানেশ্বরী, অধীনকে করি একাশ্বর॥ নানা ছলে ভুলাইয়া, পুনি দেখা না করিলা, মুখ তেরা পূর্ণ শশধর * গোলাল ছিলাম লাগি, রাজ্যপাট দেশ ত্যাগি, ভ্রমি ছিল জঙ্গল কানন॥ মধুমালা রূপ দেখি, মদন কুমার দুঃখি, সিন্ধু গিরি করিল ভ্রমণ * তাদের স্বরূপ আমি, রামা হেতু সদা ভ্রমি, না পুরিল মনের বাঞ্ছিত॥ ওহে প্রভু নিরাঞ্জন, তোমা স্থানে নিবেদন, প্রিয়সীকে কর উপনীত * তুমি যাকে দয়া কর, নিমিষে অভাব হর নাম তেরা করিম ছত্তার॥ রহিম রহমান তুমি, বর্ব্বর নাদান আমি, পূর্ণ কর আবেশ আমার * সঙ্কটে পড়িয়া যেবা, তেরা নাম

করে সেবা, কর পুরা তার সর্ব্ব আশ ॥ পাপীকে মোচন করি, দেও স্বর্গে হুরপরী, পাপী বলি না কর বিনাশ * যাহা চাহে তোমা স্থানে, পূর্ণ কর ত্রিভুবনে, মানবের সকল বাঞ্ছিত॥জেবল-মুলুক হীনে, তোমা ভিন্ন অন্য স্থানে, নাহি করে হস্ত প্রসারিত * কহে এম এজাহারে, প্রভু নাম যেবা স্মরে, পূর্ণ হবে বাঞ্ছিত তাহার ॥ কত শত নর নারী, সঙ্কটে করিয়া জারী, পরিশেষে হইল উদ্ধার * ললাটে লিখেছে যাহা, খণ্ডাতে না পারে তাহা, অবশ্য পাইবে তার ফল ॥ জেবল-মুলুক পরে, কৃপা করি নিরাকারে, করিলেক কল্যান মঙ্গল * মিলিলেক শামারোখ খণ্ডিলেক সর্ব দুঃখ, মহানন্দে করেন যাপন ॥ দিবা নিশি একাসনে, বঞ্চে দোহে হর্ষমনে, সুখে করে নিত্য আলিঙ্গন * প্রিয়সীকে সঙ্গে করি, আসিয়া আপন পুরি, হর্ষে করে সাম্রাজ্য শাসন ॥ পেয়েছিল যত দুঃখ, ততাধিক পায় সুখ, করে সদা সাধন ভজন * পাত্র মিত্র সঙ্গে লিয়া, অহোরহ খুসী হৈয়া, নিত্য করে প্রভুর কীর্ত্তন ॥ আল্লার মহিমা বলে, পাইল নারী মহীতলে, সঙ্কটেতে হয়েছে মোচন *

উপরোক্ত জেবল-মুলুকের বারমাস চট্টগ্রাম, কাঠগড় নিবাসী
মৌলবী এজ্জাহারুল হক এম টি কর্ত্তৃক লিখিত

সমাপ্ত

পারিল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৯, আকমল খাঁন রোড ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, জনাব মুনশী গোলাম মওলানা সিদ্দিকী মরহুম সাহেবের ওয়ারিশান হইতে এই জেবল-মুলুক শামারোখ কেতাবের কপিরাইট-স্বত্ব খরিদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই কেতাব খানি আদি ও আসল। আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের নিকট অনুরোধ, আপনারা এই কেতাব ক্রয় কালীন আমার নামের মোহর দেখিয়া ক্রয় করিবেন। নচেৎ নকল খরিদ করিয়া ঠকিতে হইবে।

ইতিপূর্বে এই পুস্তক সৈয়দ মৌলবী হামিদুল্লা মরহুম সাহেব নামের দুইটি মোহর, এবং সৈয়দ আবদুল খালেক সাহেব নামের দুইটি মোহর এবং আমার নামের এক মোহর, একুনে পাঁচটি মোহর দ্বারা ছাপা হইত, এখন কেবল আমার নামের একটি মোহর দ্বারা ছাপা হইল, সেইজন্য এই পুস্তক নকল বলিয়া সন্দেহ করিবেন না—নিবেদন ইতি—

সৈয়দ আকবর আলী সাহেব মরহুম প্রণীত অত্র জেবল মুলুক শামারোখ কেতাব খানা ছাপায় অনেক ভুল ভ্রান্তি ছিল। পরে এই পুস্তকের কপিরাইট স্বত্ব খরিদ করিয়া চট্টগ্রাম জেলার দোহাজারী পোষ্টাফিস অধীন কাঠগড় গ্রাম নিবাসী মৌলবী এজাহারুল হক এম, টি সাহেব দ্বারায় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করাইয়া প্রকাশ করিলাম। কেতাব খানার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মৌলবী সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে কঠিন শব্দের পরিবর্ত্তে সহজ শব্দ লিপিবদ্ধ করিয়া কেতাব খানা সর্ব্ব সাধারণের বুঝিবার পক্ষে আরও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণ গ্রাহক মহোদয় গণের মনঃতুষ্টি হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। ইতি—প্রকাশক।

সোলেমানী সুলভ পুস্তকালয়ের বিজ্ঞাপন

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাল:)
-এর জীবনী (আসল) ৬৲
,, এমাম হাসান-হোসেন (রা:)
এর জীবনী আসল ৬৲
,, বড়পীর সাহেবের জীবনী
(আজহার আলী কৃত) ৩॥৹
স্বর্গীয় আনন্দ বা
হুরের প্রণয় লাভ ২৲
হারানো দিনের কাহিনী ১॥৹
প্রেমের সমাধী তীরে ১॥৹
প্রিয়ার গোপন চিঠি ১॥৹
নূতন প্রেম ১॥৹ দশ জান্নাতী ১॥৹
বিবাহের গুপ্তকথা বা
সতীত্ব ধর্ম রক্ষা ১॥৹
আধুনিক মুসলিম পাক প্রণালী ২৲
কোরান শরীফের উপদেশ ২॥৹
মোসলেম সতী ১॥৵৹ বাতাসী ২৲
বিষাদ সিন্ধু ৬৲ পয়গাম্বর বৃত্তান্ত ১৸
মুসলিম ধর্ম্ম ও নামাজ শিক্ষা ৩৲
তরতিব নামাজ শিক্ষা ১॥৹
কহিনুর সরল নামাজ ও
মসলা শিক্ষা ৸৹
খোস গল্প ১ম খণ্ড ২৲
খোস গল্প ২য় খণ্ড ২৲
হাসির ফোয়ারা ৸৵৹
দুইশত উপদেশ ।৵৹
বাংলা মর্ছিয়া ।৵৹
হীরক মালা (গজল) ॥৹
সোনার হার (গজল) ॥৵৹
সোনার খনি (গজল) ॥৹
সিতার বনবাস (নাটক) ॥৹
খনার বচন ॥৹
শনির পাঁচালী ।৹
দশমিক ধারাপাত (প্রতিশত) ২৹৲

শিশু শিক্ষা (ভাল) প্রতিশত ৫৲

(পুথি কেতাব)

হানিফার জঙ্গ বিশিষ্ট (আসল)
গঞ্জে সহিদে কারবালা ৬৲
জঙ্গে খয়বর (আসল) ৪৲
ছমির জালাল বা
সংমায়ের লীলা ২॥৹
ছেবল মুল্লুক শামারোখ ২॥৹
তমিম গোলাল চতুর্থ ছিল্লাল ২॥৹
নক্সে সোলেমানী ১ম ভাগ ১৸৹
নক্সে সোলেমানী ২য় ভাগ ১।৹
বড় ছায়েতনামা (ছবিওয়ালা) ১॥৹
মালঞ্চ কন্যার কেচ্ছা ৸৵৹
কাঞ্চন মালার কেচ্ছা ১॥৹
সত্য পীর
(মদন কামদেবের পালা) ॥৹
হেদায়েতল কোচ্ছাক ২৲
বাংলা মৌলুদ ছারিফী ৸৵৹
লালবানু শাহজামাল ১।৹
এছলামীয় মন্ত্র ১॥৹
নেক বিবির কেচ্ছা ॥৹
বড় ফকির বিলাস ॥৹
বড় সোনাভান (ছবিওয়ালা) ।৵৹
ছোট সোনাভান ।৹
জারি জঙ্গনামা ২৲
ইউছুফ জেলেখা ১॥৹
সেখ ফরিদ ।৵৹
সূর্য্য উজ্জাল বিবির পুথি ।৵৹
ছকিনার বিলাপ ॥৵৹
হেদায়েতল ইছলাম ।৵৹
খয়রল হাসর ২॥৹
গাজিকালু চাম্পাবতী (আসল) ১।৹
ছহি আবুসামা ।৵৹
জঙ্গ নামা মোক্তাল হোসেন ২৲
ছয়ফল মুল্লুক বদিওজ্জামাল ২৲

দ্রষ্টব্য—এতদ্ব্যতীত আরও অনেকরকম পুঁথি পুস্তক নভেল, নাটক, আমপারা, কায়দা, শিশুশিক্ষা, ধারাপাত আমাদের নিকট পাইবেন। দয়া করিয়া মাত্র একবার অর্ডার দিয়া পরীক্ষা করুন।

প্রাপ্তিস্থান—মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড সন্স

সোলেমানী সুলভ পুস্তকালয়

৮/১, বাবুর বাজার ঢাকা।